উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১১ বৈশাখ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 24 April 2024 Wednesday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

রুতু-রাজ ব্যর্থ করলেন স্টোয়িনিস

তেরোর পাতায়

কৃষ্ণা-কাঁটায় রক্তাক্ত বাগান

চোদ্দোর পাতায়

৫ লিংকম্যানের খোঁজ

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার ষড়যন্ত্রে কলকাতার ৫ লিংকম্যান জড়িত বলে সন্দেহ। তাদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। ওই ঘটনায় ২ আইএস জঙ্গির যোগ মিলেছে।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

শা দম্পতির ৬৫ কোটি

গান্ধিনগর লোকসভা আসনের প্রার্থী অমিত শা ও তাঁর স্ত্রী সোনালের যৌথ সম্পত্তির পরিমাণ ৬৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। পাঁচ বছরে সম্পত্তি বেড়েছে ৬২.৮৪ শতাংশ।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

মামলার প্রস্তুতি

শিলিগুড়িতে একজোট চাকরিহারারা

নির্মল ঘোষ ও সাগর বাগচী

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : এমন দিন যে কখনও দেখতে হবে, তা স্বপ্নেও ভাবেননি। মঙ্গলবার দুপুরে শহিদ মিনারের তলায় বসে সঙ্গীদের সেকথাই বলছিলেন নদিয়ার তারকনগর মা মহারানি হাইস্কুলের সদ্য চাকরিহারা শিক্ষিকা নিশা চক্রবর্তী। কলকাতার তাপমাত্রা তখন ৩৯.১ ডিগ্রি। বইছে গরম হাওয়া। এসব উপেক্ষা করে নিশার মতো আরও কয়েকশো শিক্ষক জড়ো হয়েছেন শহিদ মিনারে।

শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কেও দুপুরের চড়া রোদ উপেক্ষা করে জড়ো হচ্ছিলেন চাকরিহারারা। বিচারপতিদের কলমের এক খোঁচায় চাকরি হারাতে হয়েছে শিলিগুড়ির বাসিন্দা সুনেত্রা মণ্ডল ও তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় সরকারকে। কান্নাভেজা চোখে সুনেত্রা বললেন, 'কীভাবে যে চলবে জানি না। তবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করব। চাকরি ফিরে পেতে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ইতিমধ্যে চাকরিচ্যুতদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও নিজের ঘাড় থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছেন তিনি। বর্ধমানের ভাতারে মঙ্গলবার এক নির্বাচনি সভায় তিনি বলেন, 'সবটা কি আমি করি? আমি করি না। শিক্ষা দপ্তর আলাদা। এসএসসি আলাদা। প্রাথমিক বোর্ড, মাধ্যমিক বোর্ড, কলেজ কমিশন আলাদা রয়েছে। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি তারা দেখে।'

এদিন দুপুরে বাঘা যতীন পার্কের সামনে প্রায় ৭০ জন শিক্ষক, শিক্ষিকা একত্রিত হন। জীবনের এই জটিল ধাঁধার সমাধান কোন পথে, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত হয়, কলকাতায় গিয়ে তাঁরা আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলবেন। সেইমতো সন্ধ্যায় চাকরিহারা শিক্ষকদের একটি দল ট্রেনে চেপে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন।

চাকরি হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তরুণী। বাঘা যতীন পার্কে। -তপন দাস

এদিকে, আদালতের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার চাকরি যাওয়ার পিছনে বিজেপির হাত আছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাফাই, 'যদি বলা হত ভুল হয়েছে, সংশোধন করো, আমরা করে নিতাম। তা না করে এতজনের চাকরি বাতিল করা হয়েছে।' রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তবে যাঁদের মামলার ভিত্তিতে সোমবার হাইকোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলটাই বাতিল করেছে, সেই তিন মূল মামলাকারী ববিতা সরকার, সিতাবউদ্দিন ও লক্ষ্মী তুঙ্গ সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করেছেন।

একলপ্তে এতজনের চাকরি বাতিলকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর জিজ্ঞাস্য, 'স্কুলে শিক্ষক কোথা থেকে আসবে? স্কুলে বাচ্চারা গিয়ে বসে থাকবে, সেখানে বিজেপির লোক পড়াবে না আরএসএস পড়াবে?' বিচারপতিদের উদ্দেশে মমতার কটাক্ষ, 'আজ যদি কেউ আত্মহত্যা করে, তার দায়িত্ব কি তাঁরা নেবেন?'

মুখ্যমন্ত্রী যখন ভাষণ দিচ্ছেন, শহিদ মিনারে নিশা তখন প্রশ্ন করলেন, 'এ কেমন বিচার? কিছু লোক দুর্নীতি করল, তার জন্য শাস্তি পেল সবাই। আমরা জানি, আইনানুযায়ী বিচারে প্রকৃত অপরাধী শাস্তি পায়। সেটা হল কই? বরং আমাদের রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হল।'

বাঘা যতীন পার্কের জমায়েতে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক সেলিম জাফর বললেন, 'হাইকোর্টের তরফে যে রায় দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অমানবিক। সমস্ত যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার পরও ভাবিনি এমন রায় হবে।'

এরপর দশের পাতায়

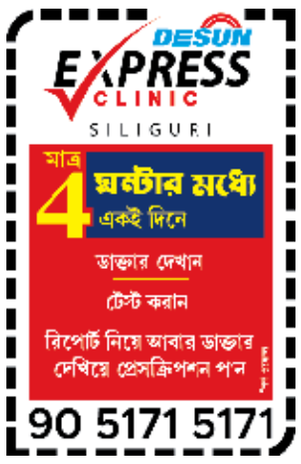

কথায় কথায়

তৃণমূলের ইস্তাহার এক অলীক স্বপ্নের বিবরণী

আশিস ঘোষ

ভোটের ইস্তাহারের আগে আলাদা একটা ইজ্জত ছিল। কারণ তখন পার্টিগুলোর কথা, তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির আলাদা দাম ছিল। তাদের ছাপানো ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি মাথায় রেখে ভোটাররা লাইনে দাঁড়াতেন। এখন নিয়ম করে ইস্তাহার বের করা হয় বটে, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামান না কেউ।

এবার আবার সেই ইস্তাহারের নতুন নতুন নাম হয়েছে। কারও সংকল্পপত্র, তো কারও ন্যায়পত্র। কারও বা দিদির গ্যারান্টি। যে নামেই ডাকো তা আদতে সেই সাবেক ইস্তাহারই। তবে ব্যাপারটা গুলিয়ে যায় যখন লোকসভার ভোট আসে। যেসব দল সর্বভারতীয় তাদের তবু কথার ওজন থাকে। কারণ তারা জিতে সরকার বানালে সেই প্রতিশ্রুতি রাখার ক্ষমতা তাদের থাকে। অন্তত লোকে তাই বিশ্বাস করে। সেইমতো ভোটাররা পরের ভোটে মিলিয়ে দেখেন ক'টা প্রতিশ্রুতি কাজে লাগানো হয়েছে। সেইমতো কাগজে-টিভিতে বিতর্কের আসর বসে।

কিন্তু মুশকিল হয় ছোট রাজ্যভিত্তিক দলগুলোর। নিজের জোরে দিল্লিতে সরকার গড়ার মুরোদ নেই তাদের। ফলে লোকসভার ভোটে তারা কী বলল তাতে কার কী আসে যায়! যেসব কাজ রাজ্য স্তরে করার কৃতিত্ব রাজ্যের শাসকদলের, সেই কাজের ফিরিস্তি লোকসভার ভোটে কতটা কাজ দেবে? এই ভোটটা যে দিল্লিতে সরকার গড়ার ভোট তা অনেক সময় মনে থাকে না অনেকেরই। ফলে রাজধানী দখল করতে পারে যারা তাদের কথায়, কাজে ফারাক নিয়ে চর্চা হতে পারে।

রাজ্যভিত্তিক দলগুলো তা হলে কী করবে? তারাও ভোটের মুখে কিছু বলবে তো। তৃণমূল কিছুদিন আগেও ছিল ইন্ডিয়া জোটের শরিক। এখন তারা ভিন্ন। জোটে থাকলে তারা জোটের কথা বলতে পারত।

এরপর দশের পাতায়

বিপ্লবের কাঁটা দ্বন্দ্ব, সুকান্তের তাস রেল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন, 'ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল, ধানে ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল।' আসলে মাছের সঙ্গে বাঙালির আলাদা সম্পর্ক। ইলিশ না চিংড়ি, তা নিয়ে বাঙালির লড়াই যুগ যুগের। তবে উত্তরবঙ্গের মাছের কথা উঠলে প্রথমে বোরোলির নাম ওঠে। দ্বিতীয়টি অবশ্যই রাইখোর। ইলিশ বা চিংড়ির চেয়ে কোনও অংশে কদর কম নয় বালুরঘাটের এই মৎস্যকন্যার।

বোরোলি তবুও পাওয়া যায়, কিন্তু রাগে-দুঃখে, অভিমানে আত্রেয়ীকে বিদায় জানাতে শুরু করেছে রাইখোর। বহুযুগ আত্রেয়ী নিজের বুকে আগলে রেখেছিল রাইখোরকে। বাংলাদেশের কৃত্রিম বাঁধ আত্রেয়ীর জলও কেড়ে নিয়েছে। দূষণের ফলে নদীবক্ষে মাছের খাদ্যাভাব তীব্র। ফলে আঁতুড় ছেড়ে উদ্বাস্তুর মতো ঝাঁকে ঝাঁকে অন্যত্র রওনা দিয়েছে রাইখোর।

আত্রেয়ী বাঁচাতে গান বেঁধেছিলেন শিল্পীরা। লেখা হয়েছিল নাটক। কিন্তু রাজনীতির মরূদ্যানে বাষ্প হয়ে উবে গিয়েছে রাইখোরের কান্না। বালুরঘাট থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অনেককিছু। সংস্কৃতির শহরে জোরালো হচ্ছে অপসংস্কৃতির হাওয়া। কে ভাববে সেসব? সারাবছর আক্ষেপে দিন কাটলেও ভোট এলে চায়ের আড্ডায় প্রশ্ন ওঠে। যেমন এখন উঠছে। সেই আলোচনাই ভোটের হাওয়ার দিকনির্দেশ করছে।

বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রটি ইটাহার, কুশমণ্ডি, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর ও হরিরামপুর বিধানসভা নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে ইটাহার উত্তর দিনাজপুর জেলার অংশ। বাকি ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার। এই কেন্দ্রে এবার মূল লড়াই তৃণমূল ও বিজেপির। গত বিধানসভা ভোটের নিরিখে ইটাহার, কুশমণ্ডি, কুমারগঞ্জ এবং হরিরামপুর তৃণমূলের দখলে। বাকি তিনটি বিধানসভা বিজেপির কবজায়।

এরপর দশের পাতায়

কেন্দ্র সমীক্ষা

বালুরঘাট

সুকান্ত মজুমদার

প্লাস পয়েন্ট

- রেলের উন্নয়ন
- সুকান্তর প্রতি ভরসা
- 'দিল্লির ভোট'- হাওয়া তোলা

গলার কাঁটা

- দুর্বল ভোট মেকানিজম
- সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক তৈরিতে ব্যর্থতা
- বালুরঘাটের বাইরে সেভাবে নজর না দেওয়া

বিপ্লব মিত্র

প্লাস পয়েন্ট

- সংখ্যালঘু ভোট
- শক্তিশালী ভোট মেকানিজম
- লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধি

গলার কাঁটা

- দলীয় গোষ্ঠীকোন্দল
- প্রার্থীর বিরুদ্ধে ঘরে-বাইরে ক্ষোভ
- সুকান্তর 'ঘরের ছেলে'র ভাবমূর্তি

বিসর্জন বনাম বিপজ্জনক তর্জা ২ রথীর

রণজিৎ ঘোষ ও সানি সরকার

গোঁসাইপুর ও শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : বক্তৃতা দিতে দিতে ঘামছিলেন অনবরত। একটু পরপরই তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিচ্ছিলেন। কিন্তু সুর ছিল তাঁর সপ্তমে। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি শহরের পাশে গোঁসাইপুরের মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন একের পর এক বাণে বিদ্ধ করছেন বিজেপিকে, তখন মুহুর্মুহু তালিতে ভরে উঠছিল গোটা উপনগরী চত্বর। আর সেই জনগর্জন বুঝতে পেরেই ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের নিদান দিয়ে গেলেন তৃণমূলের নম্বর টু। তিনি বলেছেন, 'কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে ১৯ এপ্রিল সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছে। আপনারাও ২৬ তারিখ সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করুন।' বিজেপিকে জেতালে এটাই জীবনে শেষ ভোট হবে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যও করেছেন তিনি।

শিলিগুড়িতে অভিষেক ও শুভেন্দু

অভিষেকের সভা শেষের পর বিকেলে শিলিগুড়ির মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূলকে আবার পালটা বিপজ্জনক আখ্যা দিয়েছেন কেন্দ্রের দুই মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, কিরেন রিজিজু ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শিলিগুড়ির নিরাপত্তার স্বার্থে তৃণমূলকে একটিও ভোট নয় বলে হুংকার ছেড়েছেন তাঁরা।

ভোটের আগে দ্বৈরথ। একদিকে অভিষেক, আরেকদিকে শুভেন্দু। জনতার মনজয়ে প্রথমজন জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তুলোধোনা করলেন। দ্বিতীয়জন আবার শিলিগুড়ি শহরে র‍্যালি শুরুর আগে বিঁধলেন তৃণমূলকে। তাঁকে যোগ্য সংগত দিলেন কেন্দ্রের দুই মন্ত্রীও।

গোঁসাইপুরে ভিড়ে ঠাসা জনসভায় অভিষেক বলেন, 'বিজেপি জিতলে এটাই শেষ নির্বাচন। এক দেশ এক ভোট নীতি নিয়েছে বিজেপি। ওঁরা আপনাদের বছর বছর পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং বিধানসভার ভোট দিতে দেবে না।' গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিজেপির একেক অঙ্গ ভাঙার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

এরপর দশের পাতায়

রায়গঞ্জে শেষ হল না রোড শো

কুশমণ্ডিতে দেবের সভায় চেয়ার ছোড়াছুড়ি

সৌরভ রায় ও রাহুল দেব

কুশমণ্ডি ও রায়গঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : তাল কাটল শেষ বেলায়। মঙ্গলবার দেবের নির্বাচনি সভায় চেয়ার ছোড়াছুড়িতে হুলুস্থুল কাণ্ড কুশমণ্ডি হাইস্কুল মাঠে। হতবাক সাংসদ অভিনেতা। সব দেখেশুনে তাঁর চোখেমুখে বিরক্তি। বিব্রতও। তবে এনিয়ে মুখে কিছু বলেননি দেব। শেষপর্যন্ত দলীয় সমর্থকদের শান্ত করতে মাইক হাতে এগিয়ে আসতে হয় তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালকে।

কুশমণ্ডি হাইস্কুলের মাঠে দেবের সঙ্গে বালুরঘাটের তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। (নীচে) চেয়ার তুলে সরিয়ে দিচ্ছেন শাসকদলের কর্মীরা। মঙ্গলবার।

ভোটবাদ্যি

দেবকে দেখতে সকাল ১১টা থেকেই জনস্রোত সভাস্থলের দিকে। শেষপর্যন্ত বিকেলে এসে পৌঁছোলেন তিনি। মিঠুনের পর চোখের সামনে দেবকে দেখতে পেয়ে এলাকাবাসীর তো হাতে লটারি পাওয়ার অবস্থা।

বক্তব্যে ঘাটালের বিদায়ি সাংসদ বলেন, 'বালুরঘাট কেন্দ্রের বিজেপির বিদায়ি সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি ভালো মানুষ। তবে এবার বিপ্লবদাকে ভোট দিন। আমি কোনওদিন বিরোধীদের খারাপ কথা বলিনি। আমি বিশ্বাস করি, মানুষ নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে ভোট পাবেন। যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার কাজ করে মানুষের জন্য, শিশুদের জন্য, মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তাই ভোট জোড়াফুলেই দেবেন বলে বিশ্বাস রাখি। এই ভোট মন্দির, মসজিদ তৈরির জন্য নয়। যে হাসপাতাল গড়বে, যে স্কুল-কলেজ তৈরি করবে এই ভোট তাদের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করছেন সেটা কখনও ভুলে যাবেন না।'

এদিন দেবের রোড শো নিয়ে হতাশ রায়গঞ্জও। বেলা দেড়টা নাগাদ রায়গঞ্জের কসবা মোড় থেকে রোড শো শুরু করেন তিনি। পাশে ছিলেন এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। কথা ছিল কর্ণজোড়া পর্যন্ত শো হবে। দেবকে দেখতে চণ্ডীতলা, উদয়পুর, কর্ণজোড়া এলাকাতেও প্রচুর মানুষ রাস্তার পাশে ভিড় জমান। কিন্তু আশা টকিজ মোড় এলাকায় তাঁর রোড শো বন্ধ করে দেওয়া হয়। শো শেষ না করেই দেব কুশমণ্ডির উদ্দেশে রওনা দেন। প্রচুর মানুষ তাঁকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হন।

'পাগলু'র বুকে বিজেপি কর্মী

বাগডোগরা, ২৩ এপ্রিল : হাসিমুখে বেরিয়ে আসছিলেন বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে। হঠাৎই সামনে থেকে জয় শ্রীরাম ধ্বনি উঠল তাঁকে দেখে। বিষয়টি যে রাজনৈতিক, বুঝতে এক মুহূর্তও লাগেনি ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে দেবের। কিন্তু স্লোগান শুনে যা করলেন, তাতে তাজ্জব হয়ে গেলেন বিমানবন্দরে উপস্থিত সকলেই।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের বাইরে জয় শ্রীরাম ধ্বনি শুনে বিজেপির কর্মীকে বুকে টেনে নেন দেব। মঙ্গলবার।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে বিজেপির ওই কর্মীকে বুকে টেনে নিয়ে করমর্দন করেন দেব। মুহূর্তে সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। দেব বলছেন, 'আমি বরাবরই রামে... (খানিক থেমে) ১০ বছর ধরে রাজনীতিতে। রাম সবার, সমগ্র ভারতবাসীর। অনেক হিন্দু দরগায় যান। আবার মুসলিমরা সাঁইবাবার আশ্রমে যান। দেব জানে কখন কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়। দেবকে দেখে জয় শ্রীরাম বলবে না, এটা কি হয়? যিনি আমায় দেখে বলেছেন তিনি বিরোধী দল করলেও আগে ভারতবাসী। আমি বিভাজন চাই না। তবে একনাগাড়ে ধ্বনি দিলে খারাপ লাগত।'

কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত বিনয়

বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থন করায় ৬ বছরের 'শাস্তি'

ভাস্কর বাগচী

ভোটবাদ্যি

বিনয় : পাঁচ মাসেই সাসপেন্ড।

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন মাস পাঁচেক হল, কিন্তু বহিষ্কৃত হলেন ছয় বছরের জন্য। বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্টকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে 'হাতের' কোপে পড়লেন পাহাড়ের কংগ্রেস নেতা বিনয় তামাং। মঙ্গলবার সকালে রাজুকে সমর্থনের খবর ছড়িয়ে পড়লেও প্রথমে কংগ্রেস কড়া পদক্ষেপ করেনি। অনেক টালবাহানার পর সন্ধ্যায় প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) মনোজ চক্রবর্তী বিনয়কে বহিষ্কার করেন।

বিনয় অবশ্য দমতে নারাজ। তাঁর পালটা খোঁচা, 'দার্জিলিং পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সের মানুষ ও গোর্খারা যদি আমাকে বহিষ্কার করতেন, তাহলে সেটা চিন্তার বিষয় ছিল। কিন্তু কংগ্রেস আমাকে বহিষ্কার করেছে। এতে আমার কিছু যায় আসে না। কংগ্রেসের এই বহিষ্কারে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সের মানুষের জয় হল, পরাজয় হল কংগ্রেসের।'

প্রার্থী বাছাই নিয়ে গোসা হয়েছিল আগেই। অজয় এডওয়ার্ডের হাত ধরে মুনীশ তামাং কংগ্রেসে যোগ দিয়ে প্রার্থী হতেই বিদ্রোহ করে বসেছিলেন বিনয়। দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারেও বের হননি। ভোটের তিনদিন আগে মঙ্গলবার সকালে তাঁর একটি ভিডিও বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। সেখানেই বিনয় বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্টকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান।

বিনয়ের কথায়, 'আগামী ২৬ তারিখ লোকসভা ভোটে দার্জিলিং পাহাড়, শিলিগুড়ির সমতল, ডুয়ার্সের গোর্খাদের ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য, তাঁদের ভালোর জন্য বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্টকে আমি সমর্থন করছি। সমস্ত পাহাড়বাসী, আমাদের সমর্থক এবং যাঁরা আমার রাজনৈতিক জীবনে বরাবর সঙ্গ দিয়ে আসছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমি রাজু বিস্টকে ভোট দিয়ে জয়ী করার আবেদন জানাচ্ছি।'

বিনয়ের এমন সিদ্ধান্তের পর পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসে থেকেও বিজেপিকে সমর্থন করায় হইচই পড়েছে দলের অন্দরে। তবে এদিন কংগ্রেসকে নিয়ে একটিও কটু কথা বলেননি পাহাড়ের পোড়খাওয়া নেতা বিনয়। তাঁর যুক্তি, 'কেন্দ্রে বিজেপির সরকারই আসবে। ২০২৬-এ এই রাজ্যেও বিজেপি সরকার গড়বে। তাই বিজেপিকেই সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তাহলে কি কংগ্রেস ছেড়ে এবার বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, এই প্রশ্নে অবশ্য নিরুত্তর থেকেছেন তিনি।

বিনয় তাঁকে সমর্থন করায় স্বাভাবিকভাবেই খানিক অক্সিজেন পেয়েছেন রাজু। তিনি টেলিফোনে বলছেন, '২০১৯ সালে অনীত থাপা, বিনয় তামাংরা বলেছিলেন, তাঁদের সমস্যার সমাধান বিজেপিই করতে পারবে। দেরিতে হলেও বিনয় এটা বুঝেছেন। তাই আমি ওঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমি চাই আমাদের সমাজের লোক সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করুক। ছোট ছোট দল গড়ে আলাদা থাকার চাইতে একসঙ্গে মিলে কাজ করা বেশি প্রয়োজন।'

প্রথমে বিনয়কেই পাহাড়ে প্রার্থী করার কথা ভেবেছিল প্রদেশ কংগ্রেস। কিন্তু তারপর অজয় সেইসব হিসেবনিকেশ গুলিয়ে দেন। যার জেরে বিনয়ের বিদ্রোহ এবং বিজেপিকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী মনে করছেন, বিনয় কাজটা ঠিক করেননি। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'বিনয়কে আমরা কিন্তু ভালো চোখেই দেখে এসেছি। সর্বভারতীয় নেতৃত্ব মনে করেছে মুনীশ তামাংকে প্রার্থী করলে ভালো হবে, তাই তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে। তা বলে এটা নয়, যে বিনয় তামাংকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। ওঁর কাছে এটা আমরা আশা করিনি।'

পাহাড়ে নতুন অঙ্ক

- মুনীশ তামাংকে কংগ্রেস প্রার্থী করায় বিদ্রোহ করেছিলেন বিনয়
- এতদিন প্রচারেও দেখা যায়নি তাঁকে
- ভোটের তিনদিন আগে বিজেপি প্রার্থী রাজুকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত
- কংগ্রেস প্রথমে চুপ থাকলেও পরে ৬ বছরের জন্য বহিষ্কার
- বিনয় মনে করছেন, বিজেপিই সরকার গড়বে

"দার্জিলিং পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্সের মানুষ ও গোর্খারা যদি আমাকে বহিষ্কার করতেন, সেটা চিন্তার বিষয় ছিল। কিন্তু কংগ্রেস আমাকে বহিষ্কার করেছে। এতে আমার কিছু যায় আসে না। এই বহিষ্কারে পরাজয় হল কংগ্রেসের।

-বিনয় তামাং

হালকা চালে...

প্রচারের ফাঁকে বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী। মঙ্গলবার।

কর্মখালি

Vi company তে কাজের জন্য ৫০ জন যুবক ও যুবতী দরকার। বেতন - ৩০ হাজার টাকা (টার্গেট নিয়ে কাজ করতে হবে)। কর্মস্থল - শিলিগুড়ি থেকে নক্সালবাড়ি, খড়িবাড়ি, দার্জিলিং, কার্সিয়াং, শহর পর্যন্ত যোগাযোগ করুন- 9733237406, 9830074102, 9830074083. (C/110488)]

SIP ABACUS Siliguri Hakimpara inviting Graduate ladies with good communication skill to become teacher (Part Time). No teaching experience required. Call @ 90883 36564 for interview. Refer www.sipabacus.com for details. Training cost included with 100% Job Guarantee.

সভা/সমিতি

আগামী ৪ঠা মে, ২০২৪, শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ মিত্র সম্মিলনীর সংবিধানের ৮ নং ধারা অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সদস্যদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। –সাধারণ সম্পাদক, মিত্র সম্মিলনী, শিলিগুড়ি। (C/110453)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮০৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮০৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

তৃতীয় লাইনের জন্যে চূড়ান্ত স্থানের জরীপ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/এপিআর/০৩ তারিখঃ ১২-০৪-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে। টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এসইউআর/এফএলএস/২০২৪/০৩। কাজের নামঃ সম্পূর্ণ সমগ্র নিকলমূহের সাথে রেলওয়ে বোর্ডের অন্তিম নির্দেশাবলী মর্মে জিওটেকনিক্যাল অনুসন্ধান, ইআইআরআর প্রস্তুতকরণ, ড্রিপিআরের জমা সহিত গুয়াহাটি - লামডিং খণ্ডের মধ্যে তৃতীয় লাইনের জন্যে (আনুমানিক দৈর্ঘ্য ১৮১.০০ কিলোমিটার) চূড়ান্ত স্থানের জরীপ (এফএলএস)। আনুমানিক রাশিঃ ২,৮৬,৫৭,৮৩২.২০ টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৫-২০২৪ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং খোলা হবেঃ ১০-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/১

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/এডিএমএন, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এর মে, ২০২৪ মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচি। নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৮.০৪.২০২৪

ক্র.নং.	ডিপো/ডিভিশন	অধিকারক্ষেত্র	তারিখ		
১	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশন	০৮.০৫.২০২৪	১৫.০৫.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪
২	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিশন	১৫.০৫.২০২৪	২৩.০৫.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪
৩	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও মালদা টাউন ডিভিশন	১০.০৫.২০২৪	১৭.০৫.২০২৪	২৪.০৫.২০২৪
৪	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	০১.০৫.২০২৪	০৮.০৫.২০২৪	২৯.০৫.২০২৪
৫	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	০৯.০৫.২০২৪	২১.০৫.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪
৬	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	০৭.০৫.২০২৪	১৪.০৫.২০২৪	২১.০৫.২০২৪
৭	মালদা টাউন ডিভিশন	মালদা টাউন ডিভিশন	১৫.০৫.২০২৪	২৯.০৫.২০২৪	-

STORES-06/2024-25 চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/এডিএমএন

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

भारतीय थल सेना
ভারতীয় স্থল সেনা
www.joinindianarmy.nic.in

अधिकारी प्रविष्टि

तकनीकी स्नातक कोर्स (टी जी सी–140) (जनवरी 2025 में निर्धारित) के लिए ऑनलाइन आवदेन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवदेन 10 अप्रैल 2024 से 09 मई 2024 तक खुले रहगें।

অফিসারদের প্রবেশ

কারিগরি গ্র্যাজুয়েট পাঠক্রমে (টিজিসি-১৪০) (জানুয়ারি ২০২৫ এতে নির্ধারিত) অনলাইন আবেদন আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

আবেদন ১০ এপ্রিল ২০২৪ থেকে ০৯ মে ২০২৪ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

नोट :
1. सेना में भर्ती पूर्णतया पारदर्शी और मुफ्त है। दलालों से सावधान रहें।
2. विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए, कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

দ্রষ্টব্য :
১। সেনাবাহিনীতে নিয়োগ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং মুক্ত। টাউটদের থেকে সাবধান থাকবেন।
২। বিস্তারিত নোটিফিকেশনের জন্য www.joinindianarmy.nic.in এতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

CBC 10601/11/0002/2425

ভোটারদের উৎসাহী করতে উদ্যোগ

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে লাইনে দাঁড়াবেন জেলা শাসক

পঙ্কজ মহন্ত ও সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল : পদমর্যাদায় তিনি জেলা শাসক। দায়িত্বে রয়েছেন নির্বাচন পরিচালনার। বিভিন্ন বুথে ঘুরে ভোট প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখার কথা তাঁর। কাজের সুবাদেই তিনি ইডি ভোটদানের অধিকারী। তবে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতে এবার বুথে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে চান দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা। কেরলের বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে তিনি এই রাজ্যেই থাকেন। ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন বালুরঘাটে। তাই বালুরঘাটে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়েই তিনি এবার ভোট দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বালুরঘাটে ভোট দেবেন দক্ষিণ দিনাজপুরের ডিএম বিজিন কৃষ্ণা।

দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা জন্মসূত্রে কেরলের বাসিন্দা। কয়েকবছর ধরে এই রাজ্যেই কর্মরত রয়েছেন। জেলার নির্বাচনি কাজের প্রশাসনিক শীর্ষপদে রয়েছেন তিনি। ভোটের কাজে নিযুক্ত থাকায় তিনি ইডি ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম প্রাধান্য পাবেন তা সকলেরই জানা কথা। কিন্তু ইডি ভোট দিতে তিনি নারাজ। নির্ধারিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াতে চান জেলা শাসক। কারণ, নিজের বুথে গিয়ে তিনি ভোটের আবহ আঁচ করতে চান। পাশাপাশি, জেলা শাসককে বুথে গিয়ে ভোট দিতে দেখে সাধারণ ভোটারও ভোটদানে আগ্রহী হয়ে উঠবেন বলে তিনি আশাবাদী।

যদিও বিভিন্ন বুথে জেলা শাসকদের পরিদর্শন করতে হামেশাই দেখা যায়। তবু বুথের ভেতরে গিয়ে বোতাম টিপে ভোটদানের আমেজ নিতে চান এই আইএএস অফিসার। তাই ২৬ এপ্রিল বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের ভোটে কার্যত ভোটের লাইনে দেখা যাবে জেলা শাসককে।

বালুরঘাট শহরের বন দপ্তরের আওতায় থাকা শিশু উদ্যানের পেছনেই জেলা শাসকের আবাসন। ঠিকানা অনুযায়ী তিনি বালুরঘাট পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাঁর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পুলিশলাইনের পাশেই ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের ভবনে। ভোটারসূচি অনুযায়ী ৪০ বছর বয়সি এই জেলা নির্বাচনি আধিকারিক ৭ নম্বর পার্টের ভোটার হিসেবে এখানেই ভোট দেবেন এবার।

জেলা শাসকের কথায়, 'এবছর বালুরঘাটের ভোটার হিসেবে তালিকায় নাম তুলেছি। তবে ইডি ভোট নয়, বুথে গিয়ে সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে ভোট দেব। এখানে এক অন্যরকম অনুভূতি রয়েছে। জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তাকে লাইনে দাঁড়াতে দেখে সাধারণ মানুষও ভোটদানে উৎসাহী হবেন বলে আমি আশা করছি।'

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অপরাজিত সত্যজিৎ

প্রয়াণ দিবসে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হল সত্যজিৎ সিরিজের 'অপরাজিত সত্যজিৎ' (চতুর্থ)। মঙ্গলবার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া।

বাড়বে তাপমাত্রা

বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ফের ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। জারি হয়েছে সতর্কবার্তাও।

চালকের মৃত্যু

জল আনতে গিয়ে হুগলির ডানকুনিতে একটি দূরপাল্লার ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মালগাড়ির চালকের। পাশের লাইনেই ওই মালগাড়িটি দাঁড়িয়েছিল।

কুপিয়ে খুন

স্ত্রীর দিকে কটু নজর দেওয়ায় উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় প্রতিবেশী এক বৃদ্ধকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে।

রায় নিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, নীরব অভিষেক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : একসময় ধর্মতলায় দিনের পর দিন অবস্থানরত যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের সমস্যা মেটাতে মাথা ঘামিয়েছেন শাসকদল তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে তাঁর অফিসে চাকরিপ্রার্থীদের নিয়ে বৈঠকেও বসেন। যদিও সুরাহা হয়নি। তবু সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে এই নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় ঐতিহাসিক রায়ের পর থেকে মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত এই নিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি অভিষেক। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার থেকেই রাজ্যজুড়ে একের পর এক জনসভায় রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চগ্রামে লাগাতার গর্জন করে যাচ্ছেন। তাঁর ভোটপ্রচারের মধ্যে সিংহভাগ সময় কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে বেআইনি বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। হাইকোর্টের রায়কে বিজেপির রায় বলে অভিযোগ করছেন তিনি।

অথচ বিস্ময়করভাবে এই ইস্যুতে নীরব অভিষেক। তিনি রাজ্যজুড়ে দলের হয়ে ভোটপ্রচার করতে জনসভা করে যাচ্ছেন। ভাষণও দিচ্ছেন। আক্রমণ করছেন বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে। অথচ শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে অভিষেকের মুখে একটি কথাও নেই। যা নিয়ে রীতিমতো জল্পনা শুরু হয়েছে শাসকদল তৃণমূলের অন্দরে। ভোটবাজারে এর প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কাও করছেন দলের একাংশ।

কেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এই ইস্যুতে এখনও চুপচাপ তা রহস্যজনক বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। এই মুহূর্তে রাজ্যে লোকসভা ভোটের প্রচারে মূলত দলের হয়ে জনসভা, পদযাত্রা সমানতালে করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেকই। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই আদালতের রায় ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী সব জনসভায় সমালোচনায় মুখর, অভিষেক নীরবই।

অভিষেক ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, কৌশলগত কারণেই অভিষেক এই ইস্যুতে মুখ খুলছেন না। এটা দলনেত্রীর সঙ্গে তাঁর পারস্পরিক বোঝাপড়া। যেহেতু এই মামলা ও রায়ের বিষয়টি পুরোপুরি সরকারি স্তরের সম্ভবত সেই কারণেই সরকারের এই ইস্যুতে জড়াতে চাইছেন না অভিষেক। তিনি চাইছেন, এই ব্যাপারে যা বলার মুখ্যমন্ত্রীই বলুন।

রাজনৈতিক মহলের অনুমান, অভিষেক তাঁর ঘোষিত আদর্শ ও নীতির কথা ভেবেই নিয়োগ দুর্নীতির এই ইস্যুতে নিজেকে জড়াতে চাইছেন না। বরাবর অভিষেক দুর্নীতি সংক্রান্ত ইস্যুতে দলের জিরো টলারেন্সের কথা বলে এসেছেন। তাই সম্ভবত এখন তিনি মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

'বাতিল' শিক্ষকদের নিয়ে দাবি বিজেপির

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষকদের জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ভোটের দায়িত্বে নিয়োগ করার দাবি জানাল বিজেপি। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে এ ব্যাপারে লিখিত দাবি জানিয়েছে তারা। সম্প্রতি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষককে বাতিল ঘোষণা করেছে আদালত।

বিজেপি নেতাদের দাবি, এদের অধিকাংশই এবার ভোটকর্মী হিসেবে ইতিমধ্যেই কমিশনের নিয়োগপত্র পেয়েছেন। আদালতের রায়ের পর তাঁদের বৈধতা না থাকায় ভোটকর্মীর অভাব হতে পারে। সেই অভাব পূরণ করতে কমিশন তড়িঘড়ি অস্থায়ী কর্মচারীদের নিয়োগ করতে চলেছে বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন। কিন্তু কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী কোনও অস্থায়ী কর্মীকে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা যায় না। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভোটকর্মীর অভাব পূরণ করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করুক কমিশন।

একই স্কুলের ৩৬ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল

সমস্যায় স্কুল প্রধানরা

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : প্রধান শিক্ষক সহ স্কুলে মোট শিক্ষক পদের সংখ্যা ৩৬। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ২২টি শূন্যপদে শিক্ষকের নিয়োগ হয়নি। ফলে মাত্র ১৪ জন শিক্ষককে নিয়েই কোনওরকমে স্কুল চালাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক মানস ভট্টাচার্য। এই চিত্র আলিপুরদুয়ারের শিশুবাড়ি হাইস্কুলের। সোমবার হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের নিয়োগপ্রাপ্ত যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে এই স্কুলের চারজন আছেন। এর মধ্যে দু'জন গ্রুপ-ডি ও দু'জন শিক্ষক। শিক্ষকদের একজন ইংরেজির, অপরজন বায়োসায়েন্সের। আদালতের নির্দেশের ফলে স্বভাবতই মাথায় হাত পড়েছে মানসবাবুর। কী করে স্কুল চালাবেন তা ভেবেই আকুল তিনি।

একই সমস্যায় পড়েছেন মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক অরূপ ভুঁইয়া। আদালতের নির্দেশের ফলে তাঁর স্কুলের কেমিস্ট্রি ও বায়োসায়েন্সের দুই শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। ফলে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়বে তাঁর স্কুলও। এইভাবে আদালতের নির্দেশে দুই শিক্ষকের চাকরি যাওয়া নিয়ে সন্তুষ্ট নন তিনি। উলটে ওইদিন দুই শিক্ষককে 'যোগ্য ও দায়বদ্ধ' বলে সার্টিফিকেট দেন তিনি।

একইভাবে ফরাক্কার অর্জুনপুর হাইস্কুলের মোট ৬০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে এক ধাক্কায় ৩৬ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে।

বাগমুণ্ডির সস নেতাজি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অবশ্য এর থেকে অনেক বেশি খারাপ। এই স্কুলের একজন গ্রুপ-সি ও একজন গ্রুপ-ডি কর্মী ও দুই শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে আদালতের নির্দেশে। ওই দুই শিক্ষকের একজন এডুকেশন ও অপরজন ইতিহাস পড়াতেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মতিলাল গড়াই বলেন, 'এমনিতেই স্কুলে মাত্র নয়জন শিক্ষক। অথচ ছাত্র সংখ্যা ২ হাজারেরও বেশি। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা, ইংরেজি, দর্শন ও অঙ্কের শিক্ষক নেই। এই বছরই অবসর নেবেন একমাত্র জীবন বিজ্ঞান শিক্ষক। ফলে স্কুলের পঠনপাঠন যে কোথায় দাঁড়াবে, তা সহজেই অনুমেয়। মতিলালবাবু জানান, স্থানীয় কিছু শিক্ষিত বেকার তরুণ সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে স্কুলে পড়ান বলে কোনওরকমে ক্লাস চলছে। এবার তাও বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু এই স্কুলই নয়, বাগমুণ্ডি ব্লকের বীরগ্রাম হাইস্কুলের হালও এমন শোচনীয়। এই স্কুলেও ২ হাজারের বেশি ছাত্র কিন্তু শিক্ষক মাত্র তিনজন। এই ব্লকের বুরদা হাইস্কুলেরও হালও একইরকম। এখানে ছাত্রসংখ্যা ১,৮০০-র বেশি। কিন্তু শিক্ষক মাত্র পাঁচজন। করোনার পর ব্যাপক হারে বদলির ফলে গ্রামের স্কুলগুলি কার্যত শিক্ষকহীন হয়ে পড়েছে। যার জেরে ভেঙে পড়ছে শিক্ষা ব্যবস্থা।

> স্কুলে মাত্র নয়জন শিক্ষক। ছাত্র সংখ্যা ২ হাজারেরও বেশি। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা, ইংরেজি, দর্শন ও অঙ্কের শিক্ষক নেই। এ বছরই অবসর নেবেন একমাত্র জীবন বিজ্ঞান শিক্ষক। ফলে স্কুলের পঠনপাঠন যে কোথায় দাঁড়াবে, তা সহজেই অনুমেয়।
>
> **মতিলাল গড়াই প্রধান শিক্ষক বাগমুণ্ডির সস নেতাজি আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়**

গরমের ছুটির পর স্কুল খুললেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হবে। মার্কশিট বিতরণের দিনই গ্রুপ-ডি কর্মীর অভাবে প্রবল সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে বলে মন্তব্য করেন কাঁকসা গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুমনা পাল। তাঁর স্কুলের চারজন চাকরি হারিয়েছেন। এদের মধ্যে দু'জন গ্রুপ-ডি ও দু'জন শিক্ষক। দুই গ্রুপ-ডি কর্মীর চাকরি বাতিলের ফলে স্কুল চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে বলে মন্তব্য করেন সুমনা। তাঁর বক্তব্য, স্কুল চালানোর ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকার মতোই অশিক্ষক কর্মীদের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। কীসের আশায় ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করবে বলে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর অভিমত, অযোগ্যদের চাকরি যাক, কিন্তু যোগ্যরা যেন সুবিচার পান।

শতাব্দী রায়ের সমর্থনে প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তারাপীঠে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

ভোটের জন্যই কেষ্টকে আটকে রেখেছে : মমতা

রামপুরহাট, ২৩ এপ্রিল : সোমবার সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের তদন্তকারী অফিসারদের দাবি, ওই ব্যক্তি অভিষেকের বাসভবন রেইকি করেছিল। অভিষেকের উপর হামলার ছক ছিল তার। সেই প্রসঙ্গ টেনে বীরভূমে তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে প্রচার সভায় বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ভোট চলাকালীন বিজেপির এক গদ্দার বলল বোমা ফাটাব, আরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এত রাগ তো বোমা ফাটিয়ে মেরে দে, অভিষেককেও তো খুন করতে গিয়েছিলি, ধরে ফেলেছিলাম আমরা।'

> এরা চায় যারা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের মেরে দাও। সত্যি যদি তোমাদের মনে হত তোমরা জিতবে তাহলে এত ভয় দেখানোর কী ছিল?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এসবের পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'এরা চায় যারা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের মেরে দাও। সত্যি যদি তোমাদের মনে হত তোমরা জিতবে তাহলে এত ভয় দেখানোর কী ছিল?' মমতার বক্তব্য, ভোটের জন্যই কেষ্টকে আটকে রেখেছে। দেখবেন, ভোটের পরই ছেড়ে দেবে।

পাশাপাশি এতজন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে বিজেপির দিকেও আঙুল তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর বক্তব্য, আগে জানানো হলে তাঁরাই ভুল সংশোধন করে নিতেন।

মমতার কথায়, 'ভুল তো যে কোনও কেউ করে দিতে পারে। সবটা কি আমি করি? আমি করি না। শিক্ষা দপ্তর আলাদা। এসএসসি আলাদা। প্রাথমিক বোর্ড, মাধ্যমিক বোর্ড, কলেজ কমিশন আলাদা রয়েছে। এগুলি (নিয়োগ) তারা দেখে।'

অভিনব প্রচার সুজাতার ।। মঙ্গলবার ওন্দার রামসাগরে নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে জাল নিয়ে সটান পুকুরে নেমে পড়লেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। ধরলেন মাছও। সেইসঙ্গে গুনগুন করে গাইলেন, 'দেখুক পাড়াপড়শিতে...!' সুজাতাকে তৃণমূল প্রার্থী না করলে এমন 'ব্যতিক্রমী' ভোট প্রচার দেখার সুযোগ মিলত না, বলছেন অনেকেই। ছবি ও তথ্য : কার্তিক ঘোষ

অভিষেকের ওপর হামলায় ৫ লিংকম্যানের হদিস

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর নাশকতার ঘটনায় কলকাতার পাঁচ লিংকম্যান যুক্ত বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। ওই পাঁচজনের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

গতমাসেই কলকাতার হোটেলে দুই আইএস জঙ্গির ঘাঁটি গেড়ে থাকার সন্ধান পেয়েছে এনআইএ।

এর মধ্যে চারটি হোটেলই মধ্য কলকাতার নিউমার্কেট থানা এলাকায় অবস্থিত। অভিষেকের ওপর হামলার চক্রান্তের ঘটনায় অভিযুক্ত রাজারাম রেগের সঙ্গে পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার যোগ পাওয়া গিয়েছে। রাজারাম রেগেও কলকাতায় নিউমার্কেট থানা এলাকার হোটেলে ছিল ও সেখান থেকেই অভিষেকের বাড়ি ও অফিসে রেইকি করেছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, যেভাবে লস্কর-ই-তৈবার চাঁই ডেভিড কোলম্যান হেডলির সঙ্গে মুম্বই হামলার আগে রাজারাম রেইকি করেছিল, সেই আদলে অভিষেকের বাড়ির আশপাশেও রাজারাম রেইকি করেছে। ১৮ এপ্রিল মুম্বই থেকে কলকাতায় আসে রাজারাম।

এসএন ব্যানার্জি রোডের একটি হোটেলের তিনতলায় ২০৪ নম্বর রুমে দৈনিক ৩,৫০০ টাকা ভাড়ায় সে দু'দিন ছিল। আগাম ৭ হাজার টাকা সে হোটেলে মিটিয়েও দিয়েছিল।

কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা ওই হোটেলের রেজিস্টার ও রাজারামের পরিচয়পত্র বাজেয়াপ্ত করেন।

হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করেন তদন্তকারীরা। আপাতত কলকাতার যে ৫ লিংকম্যানের খবর পাওয়া গিয়েছে, তাদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

মুখ্যসচিবকে রুল জারির হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ ধৃতদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর অনুমোদন চেয়ে মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছিল সিবিআই। কিন্তু এত দিনেও সেই অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে টুঁ শব্দটি করেননি মুখ্যসচিব। এই ঘটনায় মঙ্গলবার ক্ষুব্ধ বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মুখ্যসচিবকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আপনাকে ১০ দিন সময় দিলাম। এর মধ্যে রিপোর্ট না দিলে আপনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করতে বাধ্য হবে আদালত।'

এসএসসি সহ শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং এসএসসির চার আধিকারিক সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক কুমার সাহা ও শান্তিপ্রসাদ সিনহা আদালতে জামিনের আবেদন করেছিলেন। সেই জামিনের বিরোধিতা করেছিল সিবিআই। সিবিআইয়ের বিরোধিতার প্রশ্নে বিচারপতি সিবিআইয়ের আইনজীবীকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তাঁদের জামিন দেওয়া যাবে না? জবাবে সিবিআইয়ের আইনজীবী জানিয়েছিলেন, তাঁরা নিম্ন আদালতে এই মামলার ট্রায়াল শুরুই করতে পারেননি। একথা শুনে ক্ষুব্ধ বিচারপতি সিবিআইয়ের আইনজীবীকে পালটা বলেন, 'এতদিন ধরে মামলা চলছে, আপনারা এখনও মামলা শুরুই করতে পারেননি কেন?' জবাবে সিবিআইয়ের আইনজীবী জানিয়েছিলেন, যেহেতু ধৃতরা মন্ত্রী এবং সরকারি উচ্চপদস্থ আমলা তাই তাঁদের বিরুদ্ধে ট্রায়াল শুরু করতে গেলে মুখ্যসচিবের অনুমোদন দরকার হয়। দু'বছর আগে সেই অনুমোদন চেয়ে মুখ্যসচিবের কাছে চিঠি দিয়েছিল সিবিআই। কিন্তু আজও সেই অনুমতি পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার এই বিষয়ে সরকারকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু তারপরও মুখ্যসচিব কোনও রিপোর্ট জমা দেননি। এরই মধ্যে মুখ্যসচিব রিপোর্ট জমা না দিয়ে আদালতকে জানিয়েছিলেন, নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য এই মুহূর্তে এই তদন্তের ব্যাপারে কোনও অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। মুখ্যসচিবের এই যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছে না আদালত।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, এত বড় দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নির্বাচন কোনও বাধা হতে পারে না। এক্ষেত্রে নির্বাচনকে ঢাল করে মুখ্যসচিব সিবিআই তদন্তে বাধা দিচ্ছেন, যা কাম্য নয়। একইসঙ্গে বিচারপতি এই প্রশ্নও তুলেছেন, দু'বছর আগে যে অনুমতি চেয়েছে সিবিআই তা এতদিন কেন দেওয়া সম্ভব হল না? এরপরই এদিন ক্ষুব্ধ বিচারপতি মুখ্যসচিবকে সতর্ক করে বলেন, '২ মে মামলার পরবর্তী শুনানি। তার মধ্যে রিপোর্ট না দিলে মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করবে আদালত।'

'কুইক রেসপন্স টিম' বাড়াচ্ছে নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : প্রথম দফায় কোচবিহারের ভোটের থেকে শিক্ষা নিয়ে শুক্রবার উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোটে অশান্তি রুখতে আরও কড়া হল নির্বাচন কমিশন। অশান্তির আবহাওয়ায় ভোটাররা নিশ্চিন্তে ভোট দিতে যেতে পারবেন না, এটা কিছুতেই মানতে পারছে না কমিশন। আইনশৃঙ্খলার অবনতির ঘটনা ঘটলে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী সময়মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছোবে না, একথাও শুনতে নারাজ কমিশন। প্রথম দফার ভোটে এই ধরনের কিছু অভিযোগ কমিশনের কাছে আসার পর দ্বিতীয় দফার ভোটে যাতে এসবের পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য আগাম সতর্ক কমিশন।

কমিশন সূত্রে খবর, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভোটের দিন অটুট রাখতে কুইক রেসপন্স টিমের সংখ্যা

দ্বিতীয় দফায় ভোট

কয়েকগুন বাড়াচ্ছে কমিশন। প্রথম পর্যায়ের ভোটে বুথে ওয়েবকাস্টিং (সরাসরি সম্প্রচার ও নজরদারি) থেকে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে কমিশনের, তার ওপর ভিত্তি করেই কুইক রেসপন্স টিমের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এই কিউআরটি-তে ৮ জন আধাসেনার সঙ্গে একজন করে অভিজ্ঞ পুলিশ আধিকারিককে রাখা হয়। গণ্ডগোলের খবর পেলেই এই টিমের ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাওয়ার কথা। ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে দিতে সাহায্য করারও কথা এই কুইক রেসপন্স টিমের।

কমিশনের সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন ভোটগ্রহণকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সমসংখ্যক বা তার চেয়ে বেশি কুইক রেসপন্স টিম রাখা হবে। শুক্রবার দ্বিতীয় দফার ভোটে রায়গঞ্জে ৬০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ৬০টি কিউআরটি টিমও থাকবে। ইসলামপুরে ৪১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ৪১টি কুইক রেসপন্স টিমও থাকবে। দক্ষিণ দিনাজপুরে ৭৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ৭৩টি কিউআরটি, দার্জিলিংয়ে ৫১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ৫০টি কিউআরটি, কালিম্পংয়ে ১৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ১৫টি কিউআরটি ও শিলিগুড়িতে ২১ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ২১টি কিউআরটি টিম থাকবে।

আজ টিভিতে

সান বাংলায় কনস্টেবল মঞ্জু-র মহাসপ্তাহ- রাত ৮.৩০টায়।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ অষ্টমী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে, ৯.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ১০.০০ মিঠিঝোরা, ১০.৩০ মন দিতে চাই
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ রামপ্রসাদ, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ লাভ বিয়ে আজকাল, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণ, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ ব্যোমকেশ

আকাশ আটে দুপুর ১.৩০টায় রাঁধুনিতে টুম্পা বোস শেখাবেন চিকেন টিক্কা কাবাব এবং পাইনঅ্যাপল মোহিতো।

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ঘরজামাই, দুপুর ১.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, বিকেল ৪.০০ বিধাতার খেলা, সন্ধ্যা ৭.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ রাজাবাবু
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ রাখাল রাজা, দুপুর ১.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, বিকেল ৪.০০ মেমসাহেব, সন্ধ্যা ৬.৩৫ সুলতান-দ্য সেভিয়ার, রাত ৯.২০ মায়াবিনী, রাত ১১.৪৫ কিডন্যাপ
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ অমানুষ, দুপুর ১.১৫ পারবো না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৩.৫০ সংঘর্ষ, সন্ধ্যা ৭.০০ হিরোগিরি, রাত ১০.১০ মিসকল

জি বাংলা সিনেমায় সুলতান- দ্য সেভিয়ার সন্ধ্যা ৬.৩৫ মিনিটে।

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কুরুক্ষেত্র
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দালাল

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে গজনি বিকেল ৪.১৮ মিনিটে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। নতুন ব্যবসার জন্য ঋণের পরিমাণ বাড়বে। **বৃষ :** হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার সুযোগ। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়বেন। **মিথুন :** বারেবারে যে কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই কাজে আজ সাফল্য পাবেন। চোখের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। **কর্কট :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। **সিংহ :** মায়ের সঙ্গে মতবিরোধ। বাড়িতে অনুষ্ঠানে অতিথি সমাগম। **কন্যা :** কাউকে ছোট করে দেখবেন না। নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। প্রেমে শুভ। **তুলা :** বারেবারে যে কাজে ব্যর্থ হয়েছেন, আজ সেই কাজে সফল হয়ে আনন্দ। নতুন অফিসে যোগ দিতে পারেন। **বৃশ্চিক :** বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসা আরম্ভ। ডাক্তার ও প্রফেসরদের জন্য আজ শুভ। **ধনু :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। জমির কাগজপত্র নিয়ে সমস্যা। **মকর :** আজ তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। নতুন ব্যবসা শুরু। **কুম্ভ :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সমস্যা। **মীন :** দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ। পথে চলতে আজ সতর্ক থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১১ বৈশাখ, ১৪৩১, ভাঃ ৪ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল ২০২৪, ১১ বহাগ, সংবৎ ১ বৈশাখ বদি, ১৪ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৩, অঃ ৫।৫৮। বুধবার, প্রতিপদ অহোরাত্র। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ১২।১। অসুকযোগ শেষরাত্রি ৪।৩৯। বালবকরণ অপরাহ্ণ ৫।৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১২।১ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১২।১ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে। কালবেলাদি ৮।২৫ গতে ১০।০ মধ্যে ও ১১।৩৬ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৫ গতে ৩।৪৯ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১২।১ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।২২ গতে ১১।৬ মধ্যে ও ৩।২৬ গতে ৫।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৫।১৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৩ গতে ৩।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

আমার উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৪ এপ্রিল ২০২৪

নানা বয়সিদের ভিড় দেখে উচ্ছ্বসিত পাপিয়া

খোকন সাহা

গোঁসাইপুর, ২৩ এপ্রিল : রোদের তেজ বেশ ভালোই ছিল। একদল তরুণ-তরুণী ঠায় দাঁড়িয়ে সকাল থেকে। অপেক্ষা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শোনার। ওই ভিড়ে অনেক নতুন ভোটারও ছিলেন। দার্জিলিং কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে গোঁসাইপুরে আয়োজিত সভায় দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা তখন কানায় কানায় পূর্ণ। নানা বয়সিদের ভিড়।

বেশ কয়েকজন মহিলা জোড়াফুল শিবিরের 'থিম সং'-এ নাচছিলেন। উৎসাহ-উদ্দীপনার কমতি নেই। মঞ্চে উঠে মিনিটপাঁচেক বক্তব্য রাখার পর অভিষেকের নজর যায় তরুণ-তরুণীদের দিকে। তাঁদের উন্মাদনা দেখে শাসকদলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মাইকে বলেন, 'আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে, মঞ্চের বাঁদিকে চলে আসুন।' সেই কথা শোনার পরই বাঁশের ঘেরা টপকে মুহূর্তের মধ্যে ভেতরে চলে আসেন বহু মানুষ।

সভার টুকিটাকি

- সভাস্থলে প্রবীণদের পাশাপাশি তরুণ-তরুণীরাও
- তৃণমূলের 'থিম সং'-এ নাচ মহিলাদের
- শালবাড়ি থেকে ৭৯ বছরের হেমা ছেত্রী
- অভিষেককে স্বাগত জানাতে বিভিন্ন জনজাতির নাচের দল
- নিরাপত্তায় কড়াকড়ি নিয়ে ক্ষোভ, রেয়াত পাননি নেতারাও
- পুলিশের বিরুদ্ধে বেসরকারি সংস্থার কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

দর্শকদের ভিড়ে ছিলেন ৭৯ বছরের হেমা ছেত্রী। তিনি শালবাড়ি থেকে অভিষেককে দেখতে এসেছিলেন। বললেন, 'এত গরমে কষ্ট হচ্ছে ঠিকই, তবে শেষপর্যন্ত অভিষেককে দেখলাম।' এদিন সভাস্থলে অভিষেককে স্বাগত জানাতে পাথরঘাটার কামতা রাজবংশী পরিষদের নাচের দল ও মতিধর চা বাগানের আদিবাসী নাচের দল, মতুয়া সংঘ উপস্থিত ছিল।

জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলছিলেন, 'হাজার হাজার মানুষ এদিন সভায় এসেছেন। মঞ্চের সামনে যত লোক ছিল, তার চেয়ে বেশি ভিড় ছিল বাইরে গাছের ছায়ায়। আরও লোক আসার জন্য প্রস্তুত ছিল বিভিন্ন জায়গায়, তবে গাড়ি কম থাকায় আসতে পারেননি।' এরপরই জেলা সভানেত্রীর গলায় উচ্ছ্বাসের সুর, 'গোপাল লামাকে প্রার্থী করায় বিরোধীরা কোনও ইস্যু খুঁজে পাচ্ছে না। মানুষের উৎসাহ-উন্মাদনা বলে দিচ্ছে, এবার আমরাই জিতব। এদিনের জনসভায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে বহু লোকের দিনরাত পরিশ্রম।'

অভিষেকের সভাকে ঘিরে গোঁসাইপুর উপনগরীতে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ক্ষুব্ধ সভায় আসা অনেকেই। তাঁদের অভিযোগ, কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন পুলিশকর্তারা। এমনকি দলের নেতাদেরও রেয়াত করা হয়নি। অন্যদিকে, গোঁসাইপুর নতুনপাড়ার বাসিন্দা অভিষেক ঘোষ নামে একজনকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন সামগ্রী বিক্রি সংস্থার ডেলিভারি বয় অভিষেক জানালেন, তিনি উপনগরীর ২ নম্বর গেট দিয়ে ভেতরে পণ্য ডেলিভারি দিতে যাওয়ার সময় পুলিশের অনুমতি নিয়েছিলেন। ফেরার সময় তাঁকে আটকে রেখে মারধর করে স্কুটারের চাবি, মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয়। পরে এক নেতার মধ্যস্থতায় সমস্যা মেটে। বিকেলে অভিষেক মা ও মাসিকে সঙ্গে নিয়ে বাগডোগরা থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন থানা থেকে বহু পুলিশ এসেছিল। খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

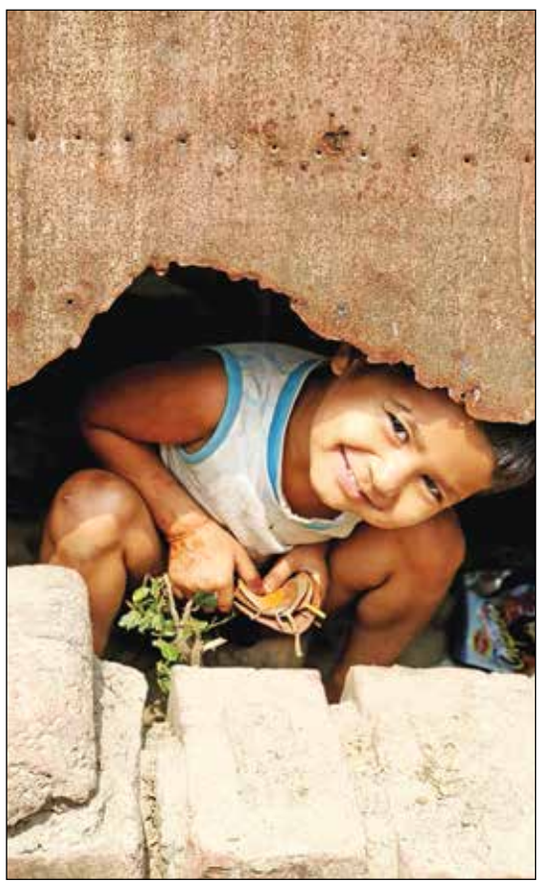

টুকি।। খোচাবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন রামগঞ্জের ওয়াসিম আক্রাম।

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

সেয়ানে-সেয়ানে

তৃণমূলের জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গৌতম দেব, পাপিয়া ঘোষ। (ডানদিকে) বিজেপির রোড শোয়ে শুভেন্দু অধিকারী, নিশীথ প্রামাণিক। গোঁসাইপুর ও শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য ও সূত্রধর

পাহাড়ের উন্নয়নে ২ বছর চান অভিষেক

বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার নিদান

রণজিৎ ঘোষ

গোঁসাইপুর, ২৩ এপ্রিল : কোচবিহারের বিজেপি নেত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করার হুমকি দেওয়ার এক সপ্তাহ পরও সেই দলের নেতৃত্ব কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। যা নিয়ে মঙ্গলবার গোঁসাইপুরে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত সভা থেকে সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করতে চান, তাঁদের ২৬ এপ্রিল ভোটে যোগ্য জবাব দিন।'

অভিষেক বলেছেন, '২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের পর ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে আপনারা বিজেপিকে জিতিয়েছেন। ভোটে জিতে আপনার অধিকারের টাকা এই বিজেপির বিধায়ক, সাংসদরা বন্ধ করিয়েছে। এদের উচিত শিক্ষা দিন।'

গোর্খাল্যান্ডের প্রলোভন দেখিয়ে বিজেপি বারবার দার্জিলিং থেকে জিতলেও পাহাড়ের উন্নয়নে কিছুই করেনি বলে তোপ দেগেছেন অভিষেক। তাই জনতার রায় তৃণমূলের দিকে ফেরাতে পাহাড় প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, '১১টা জনজাতিকে তফশিলি উপজাতির মর্যাদা দেবে বলেছিল, কিছুই করেনি। আমরা ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় এসে জিটিএ তৈরি করে পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়েছি। আমি বিভিন্ন জনজাতির মানুষের সঙ্গে শিলিগুড়িতে বসে কথা বলেছি। কেন্দ্রে ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল সরকার তৈরি হওয়ার পর আমরা ১১টি জনজাতিকে তফশিলি উপজাতিভুক্ত করব। আমরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিই না। আমরা কাজ করি।'

দার্জিলিং নিয়ে অভিষেকের প্রতিশ্রুতি, 'গোপাল লামাকে জেতান। পাঁচ বছর চাইছি না, দু'বছর সময় দিন। আমরা পাহাড়, সমতলের চেহারা বদলে দেব। আর তা না হলে বিধানসভায় আমাদের ভোট দেবেন না।' প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর খোঁচা, '১০ বছরে ট্রেলার দেখেছেন, পিকচার বাকি রয়েছে। ট্রেলারেই জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, তাহলে পিকচারে কী হবে?' রাজু বিস্টকে পরিযায়ী, বহিরাগত বলে মন্তব্য করে ভূমিপুত্র গোপাল লামাকে ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন অভিষেক। তাঁর অভিযোগ, ২০ হাজার কোটি টাকা খরচ করে প্রধানমন্ত্রী এবং উপরাষ্ট্রপতির বাসভবন তৈরি হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষের বাড়ির জন্য এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া বন্ধ।

'একবার জেতান'

গোপাল লামাকে জেতান। পাঁচ বছর চাইছি না, দু'বছর সময় দিন। আমরা পাহাড়, সমতলের চেহারা বদলে দেব

ভোটে জিতে আপনার অধিকারের টাকা এই বিজেপির বিধায়ক, সাংসদরা বন্ধ করিয়েছে। এদের উচিত শিক্ষা দিন

আমরা ২০২১-এ শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়ায় জিতিনি। কিন্তু একজনও দেখান তো, আমাদের ভোট না দেওয়ায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাননি

গোঁসাইপুরের সভায় প্রথম থেকেই বিজেপির প্রতি সুর চড়ান অভিষেক। মোদি সরকারকে জনবিরোধী কটাক্ষ করে বলেন, 'আধারের সঙ্গে প্যান কার্ড লিংক করার জন্য ১০০০ টাকা নিচ্ছে। কেউ বলতে পারবে, দুয়ারে সরকারে পরিষেবা পেতে আবেদনের জন্য টাকা দিতে হয়েছে?' উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া মেটানোর দাবিতে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আন্দোলন করলেও দার্জিলিংয়ের সাংসদ কেন্দ্রকে একটা চিঠিও দেননি বলে অভিযোগ করেন অভিষেক।

তাঁর দাবি, 'ক্ষমতা থাকলে বিজেপি গত ১০ বছরে দার্জিলিং, শিলিগুড়ির উন্নয়নে কী করেছে তার খতিয়ান দিক। আমিও গত ১২-১৩ বছরে আমাদের সরকার কী করেছে তার পরিসংখ্যান দেব। আমি নিশ্চিত ওরা পারবে না।' তাঁর যুক্তি, 'আমরা ২০২১-এ শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়ায় জিতিনি। কিন্তু একজনও দেখান তো, আমাদের ভোট না দেওয়ায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাননি। দেখাতে পারবেন না। কারণ আমরা সবার জন্য কাজ করি।'

অভিষেক নিজের মোবাইল হাতে নিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইস্যুতে বিজেপি নেত্রীর হুঁশিয়ারির অডিও মাইক্রোফোনের সামনে ধরে উপস্থিত জনতাকে শুনিয়ে বলেন, 'বিজেপি আপনাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কেড়ে নিতে চায়। এই বক্তব্যের পরে সাতদিন কেটে গিয়েছে। এখনও বিজেপির কেউ এই নিয়ে ক্ষমা চাইলেন না? কেন কেউ বললেন না যে এটা দলের বক্তব্য নয়?' বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভোটাধিকার সহ সমস্ত পরিষেবাই বন্ধ করে দেবে বলেও অভিষেক অভিযোগ তুলেছেন।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরব শুভেন্দু

'উলটো পথে' হেঁটে কটাক্ষ মমতাকে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : লক্ষ্য এক এবং পথও একই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উলটো পথে হাঁটলেন শুভেন্দু অধিকারী। দলীয় প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে ১৬ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী হেঁটেছিলেন এয়ারভিউ মোড় থেকে বাঘা যতীন পার্ক পর্যন্ত। মঙ্গলবার রাজু বিস্টকে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে বিরোধী দলনেতা হাঁটলেন হাসমি চক থেকে মাল্লাগুড়ির হনুমান মন্দির পর্যন্ত। দিনের শেষে কার পদযাত্রা কাকে টেক্কা দিল, তা নিয়ে আলোচনা চলল শহরে।

শুভেন্দুর পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে এদিন ভিড়টা নেহাত কম হয়নি। আর ভিড়ের বহর দেখে সুর চড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতাও। এদিন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরব হন শুভেন্দু। যথারীতি তাঁর সমালোচনা থেকে বাদ যাননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

প্রথমে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে টর্নেডো এবং পরবর্তীতে ভোট প্রচারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বেশ কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে ছিলেন। কিন্তু এবার আর পাহাড়ে ওঠেননি। তা নিয়েও শুভেন্দুর কটাক্ষ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়ে উঠতে পারেননি কেন? দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াংয়ে গেলে বুঝতে পারতেন ওঁর জন্য ভালো আপ্যায়ন রেখেছিলেন নেপালি গোর্খারা।' বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার যোগ্য জবাব দেবেন বলেও মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা।

'এইমস হবেই'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়ে উঠতে পারেননি কেন? দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াংয়ে গেলে বুঝতে পারতেন ওঁর জন্য ভালো আপ্যায়ন রেখেছিলেন নেপালি গোর্খারা

মমতার বাধা কাটিয়েই এইমস হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের জমিতেই এইমস গড়ে উঠবে

সব বুথে এজেন্ট দিতে পারবে কি না, সেটা আগে দেখুক। বলে গেলাম সব বুথে এজেন্ট দিতে পারবে না

উত্তরবঙ্গে এইমস হবে বলে করণদিঘির সভায় আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ওই প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, 'মমতার বাধা কাটিয়েই এইমস হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের জমিতেই এইমস গড়ে উঠবে।' গোঁসাইপুরের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের কথা বলেছেন। পালটা দিতে শুভেন্দু বলেন, 'সব বুথে এজেন্ট দিতে পারবে কি না, সেটা আগে দেখুক। বলে গেলাম সব বুথে এজেন্ট দিতে পারবে না।'

মঙ্গলবার কার্যত অভিষেক ও শুভেন্দুর মেগা ডুয়েল ছিল। কিন্তু দিনের শেষে তুলনা চলেছে মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতার পদযাত্রা নিয়ে। ১৬ এপ্রিল মমতার পদযাত্রায় শামিল করা হয়েছিল আদিবাসীদের। তাঁদের তালে তাল মিলিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এক সপ্তাহ পর এদিন বিরোধী দলনেতার কর্মসূচিতে শামিল করা হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরা নেপালি মেয়েদের। পদযাত্রায় বিজেপির পতাকার সঙ্গে মিলেমিশে ছিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার পতাকা। বিজেপি নেতাদের সঙ্গে পদযাত্রার সভায় উপস্থিত ছিলেন মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি। তাঁর দাবি, পাহাড়ে '১৯-এর রেকর্ড ভাঙবেন রাজু বিস্ট।

এদিন কার্সিয়াং, সুকনার কর্মসূচিতে শামিল হওয়ার পরে শিলিগুড়িতেও বক্তব্য রাখেন কিরেন রিজিজু। ছিলেন নিশীথ প্রামাণিক, বিধায়ক শংকর ঘোষ, শিখা চট্টোপাধ্যায়, আনন্দময় বর্মন, দুর্গা মুর্মু। শংকর বলেন, 'শিক্ষকদের চাকরি হারানো নিয়ে বিচার ব্যবস্থাকে দায়ী করা হচ্ছে। কিন্তু যোগ্যদের তালিকা আদালতে জমা দেয়নি এসএসসি। যার ফলে যোগ্যদেরও চাকরি গিয়েছে। এর দায় নিতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন সুকনা, রোহিণীর পাশাপাশি রাজগঞ্জ থেকে বিজেপি সমর্থকরা পদযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন।

'নো ভোট টু বিজেপি, তৃণমূল'

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : দুই ফুলে কোনও ভোট নয়। লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে মানুষের কাছে এমনটাই আবেদন করছে চিটফান্ডে প্রতারিতদের হয়ে লড়াই করা বিভিন্ন সংগঠন। পরিবর্তে বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে ভোট দিয়ে জেতানোর কথা বলছেন সংগঠনের নেতারা। বুধবার শিলিগুড়িতে এবং শুক্রবার কলকাতায় দুটি সাংবাদিক বৈঠক করে এই বক্তব্য তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছেন চিটফান্ড সাফারার্স অ্যান্ড এজেন্ট ইউনিটি ফোরামের উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক পার্থ মৈত্র।

পার্থ বলছেন, 'দেশের শীর্ষ আদালত তদন্ত করে টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি এখনও তদন্ত শেষ করতে পারেনি। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির কোনও সাংসদ এই বিষয়ে সংসদে কোনও প্রশ্ন তোলেননি। সেই কারণে আমরা এই দুটি দলকে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

রাজ্যজুড়ে চিটফান্ড কাণ্ডে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রতারিত হয়েছিলেন। এই কাণ্ডের পর রাজ্যে

প্রতারিতদের সংগঠনগুলির আর্জি

বেশ কয়েকটি সংগঠন গড়ে তুলে আন্দোলনে নামেন বিভিন্ন অংশের মানুষ। তৎকালীন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান, আইনজীবী ও সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুজন চক্রবর্তী সহ অনেকেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সংগঠনের নাম দেওয়া হয় চিটফান্ড সাফারার্স ইউনাইটেড ফোরাম। এছাড়াও উত্তরবঙ্গে পাহাড়ে আন্দোলন শুরু করে চিটফান্ড পীড়িত জনতা নামে আরও একটি সংগঠন। বর্তমানে সংগঠনগুলির তরফে শতাধিক কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বিকাশের মন্তব্য, 'আমরা চাই রাজ্যের প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষ তাঁদের লুঠ হওয়া টাকা ফেরত পাক। কিন্তু দুই ফুলের চোর-লুঠেরা সাংসদ, বিধায়করা থাকতে সেটা সম্ভব নয়। তখন অনেকেই ঘাসফুলের মধু খেয়ে চিটফান্ডের টাকা পকেটে ঢুকিয়েছিল। এখন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পদ্মবনে গিয়ে নিজেকে সাধু প্রমাণ করতে চাইছেন।' প্রায় একইভাবে সমালোচনা করেছেন পাহাড়ের নেতা নরেন্দ্র প্রধান।

দলত্যাগীরা 'মিরজাফর', কটাক্ষ প্রাক্তন মন্ত্রী সাইরানির

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ২৩ এপ্রিল : তিন দলত্যাগী ব্লক সভাপতিকে 'মিরজাফর' বললেন প্রাক্তন মন্ত্রী। সোমবার চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর ও ইসলামপুর ব্লকের তিন কংগ্রেস সভাপতি তৃণমূলে যোগ দেন। ভোটের মুখে অস্বস্তিতে পড়ে কংগ্রেস। এরপরই দলত্যাগীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সহ সভাপতি হাফিজ আলম সাইরানি। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ড্যামেজ কন্ট্রোলে মঙ্গলবার তড়িঘড়ি গোয়ালপোখরের জৈনগাঁওতে কর্মীসভা করে কংগ্রেস নয়া ব্লক সভাপতি মনোনীত করে। উল্লেখ্য, রায়গঞ্জে কংগ্রেস শিবিরের অন্দরমহলে কান পাতলেই আদি-নব্যের দ্বন্দ্বের কথা শোনা যায়। সাইরানি ও ভিক্টর কংগ্রেসে নাম লেখানোর পর থেকেই এই দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে।

২০২২-এর সেপ্টেম্বরের আগে চাকুলিয়া, গোয়ালপোখরে কংগ্রেসের সংগঠন ছিল না। চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী হাফিজ আলম সাইরানি কংগ্রেসে যোগ দেন। এরপর দুই এলাকার পরিস্থিতি বদলে যায়। ফরওয়ার্ড ব্লক ত্যাগী দুই নেতা বামেদের ধাঁচে সংগঠন তৈরিতে মন দেন। ফলে, দলে আদি ও নব্যের বিভাজন শুরু হয়। চাকুলিয়ায় ব্লক সভাপতি ছিলেন দলের আদি নেতা মহম্মদ মোস্তফা। গোয়ালপোখর, ইসলামপুরে ছিলেন যথাক্রমে নুর এহশান নুর ও ডাঃ সাদেকুল ইসলাম। তাঁদের অভিযোগ, দলের নয়া নেতৃত্ব কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র মানছে না। মিটিং-মিছিলে পুরোনোদের ডাকা হয় না। যাঁরা গত ৫০ বছর ধরে কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে সিপিএম, তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তাঁদের মর্যাদা দেওয়া হয় না। এটাই তাঁদের কংগ্রেস ছাড়ার মূল কারণ বলে জানান।

এ প্রসঙ্গে সাইরানির ব্যাখ্যা, আজ থেকে ২৮৭ বছর আগে সিরাজের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ হয়েছিল। সিরাজের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মিরজাফর। এখনও তাঁর নাম শুনলে মানুষ বোঝে ধোঁকাবাজের কথা। মঙ্গলবার সেই প্রসঙ্গ টেনে সদ্য দলত্যাগী তিন নেতাকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'যাঁরা এতদিন কংগ্রেসের পদে থেকে এখন ময়দান ছেড়ে পালালেন তাঁরাই হলেন প্রকৃত মিরজাফর। তাঁদের কথা মানুষ বিশ্বাস করবে না। তাঁদের প্রতি মানুষের ঘৃণা হতে পারে, ন্যূনতম ভালোবাসা থাকতে পারে না।' এরপরই আদি কংগ্রেসের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি মহম্মদ মোস্তফা বলেন, 'কাউকে মিরজাফর বলার আগে নিজেদের মুখ একবার আয়নায় দেখা উচিত। তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কি ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে বেইমানি করেননি?'

প্রসঙ্গত, সোমবার চাকুলিয়ার শিরশী সিনিয়র মাদ্রাসার মাঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় ওই তিন কংগ্রেস নেতা তৃণমূলে যোগ দেন। ঘটনায় ইসলামপুরের রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায়।

এদিন জৈনগাঁওয়ের কর্মীসভায় নাশিম মহম্মদ এহশানকে কার্যনির্বাহী ব্লক সভাপতি মনোনীত করা হয়। পরে নাসিম বলেন, 'গোয়ালপোখর থেকে কংগ্রেসের কেউ তৃণমূলে যাননি। একজন গেলে দলের ক্ষতি হবে না। তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি নেই বলেই নাটক করছে।'

মুনীশের সমর্থনে মিছিল

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মুনীশ তামাংয়ের সমর্থনে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিন বিকেলে বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে পদযাত্রাটি শুরু হয়ে মহাত্মা গান্ধি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পদযাত্রায় কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে পা মেলান দলের জেলা সভাপতি শংকর মালাকার, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকার, সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য, হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড প্রমুখ।

পদযাত্রায় পাহাড় থেকে হামরো পার্টির শতাধিক কর্মী-

> মানুষ এবার বোতাম টিপে ভাগ্য বদলাতে চাইছেন। মুনীশ এখানে যেমন জনপ্রিয়, তেমন দিল্লিতেও। মুনীশ দার্জিলিংয়ের জন্য কিছু করতে চান।
>
> **পবন খেরা**
> *কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা*

সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। মিছিলের আগে এদিন দুপুরে অনীল বিশ্বাস ভবনে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা পবন খেরা বলেন, 'মানুষ এবার বোতাম টিপে ভাগ্য বদলাতে চাইছেন। মুনীশ এখানে যেমন জনপ্রিয়, তেমন দিল্লিতেও। মুনীশ দার্জিলিংয়ের জন্য কিছু করতে চান।'

পবন আরও বলেন, 'এতদিন ধরে বিজেপি নেতারা দার্জিলিং থেকে শুধুই সমর্থন নিয়েছেন। কিন্তু দার্জিলিংকে কিছুই দেননি। বিজেপি দার্জিলিংয়ের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে গিয়েছে।' সাংবাদিক বৈঠকে সিপিএমের সমন পাঠক, কংগ্রেসের তরফে সুনীল তির্কির পাশাপাশি প্রার্থী নিজেও উপস্থিত ছিলেন।

বিয়েবাড়ি গিয়ে ধর্ষণের শিকার নাবালিকা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৩ এপ্রিল : বিয়েবাড়িতে বছর ষোলোর এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল নকশালবাড়িতে। মঙ্গলবার অভিযোগ দায়ের করার এক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ অভিযুক্তকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। তারা নকশালবাড়ি সাতভাইয়া চা বাগান এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। তারা আরও জানায়, মাটিগাড়া ব্লকের এক চা বাগানের বাসিন্দা ওই নাবালিকা রবিবার নকশালবাড়িতে এক আত্মীয়ের বাড়ির বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিল।

অভিযোগ সোমবার রাতে ওই নাবালিকাকে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে এক পরিচিত তরুণ ফুসলিয়ে চা বাগানের এক প্রান্তে নিয়ে যায়। সেখানে ওই তরুণের সঙ্গীরা আগে থেকে লুকিয়ে ছিল। এরপর খুনের হুমকি দিয়ে পাঁচ তরুণ তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে ওই নাবালিকাকে ওই পাঁচ তরুণের একজন বাসে করে নিয়ে গিয়ে মাটিগাড়ার ওই চা বাগানে ছেড়ে দিয়ে আসে। তবে, নাবালিকার শারীরিক অবস্থা দেখে পরিবারের সবার সন্দেহ হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে গোটা ঘটনার কথা জানায়। সব শুনে নাবালিকার মা-বাবা সহ প্রায় ৪০ জন গ্রামবাসী মাটিগাড়া থেকে গিয়ে নকশালবাড়ি থানা ঘেরাও করেন। থানায় গোটা ঘটনাটি জানিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়। নাবালিকা সহ মা-বাবাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে ওই নাবালিকার গোপন জবানবন্দিও নেয়। খবর পেয়ে দার্জিলিং জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা থানায় আসেন। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়ের নেতৃত্বে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়। পকসো মামলায় অভিযোগ দায়েরের ভিত্তিতে পুলিশ সন্দেহজনক সাত তরুণকে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রথমে আটক করে।

নাবালিকার গোপন জবানবন্দির ভিত্তিতে আটক তরুণদের শনাক্তকরণের পর পাঁচ তরুণকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ জানান, পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন নাবালকও রয়েছে। তাদের বয়স যাচাই করা হচ্ছে। বুধবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে।

নাবালিকা সহ মা-বাবাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে ওই নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নেয়। পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কী অভিযোগ

- এক পরিচিত তরুণ নাবালিকাকে ফুসলিয়ে চা বাগানের প্রান্তে নিয়ে যায়
- ওই তরুণের সঙ্গীরা আগে থেকে লুকিয়ে ছিল সেখানে
- খুনের হুমকি দিয়ে নাবালিকার উপর অত্যাচার
- তার শারীরিক অবস্থা দেখে পরিবারের সন্দেহ

নাবালিকা অপহরণে ধৃত ২

আরেক অভিযুক্তের খোঁজ চলছে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : রাতে কাকুর বাড়িতে শুতে যাওয়ার সময় এক নাবালিকাকে স্কুটিতে করে অপহরণের অভিযোগ উঠল। এমনকি, ওই নাবালিকাকে একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শারীরিক নির্যাতনেরও অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রাহুল যাদব এবং দিলীপ কুমার। বিকি যাদব নামের আরেক তরুণের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। মঙ্গলবার ওই নাবালিকার মেডিকেল টেস্ট করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাত সাড়ে দশটার দিকে। ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা তেরো বছরের ওই নাবালিকার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে কাকুর বাড়ি। সেখানেই সেদিন সে ঘুমাতে যাচ্ছিল। পরিবার জানিয়েছে, ওই নাবালিকা প্রতিদিন রাতে কাকুর বাড়িতেই ঘুমাতে যেত। সেদিনও সেখানে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল। রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেলেও ভাইঝি না আসায় কাকু ফোন করেন ওই নাবালিকার বাবাকে। এরপর শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। এরমধ্যে পাড়ার এক মহিলা তাঁদের জানান, এলাকারই দুই তরুণ বিকি এবং দিলীপ ওই নাবালিকাকে স্কুটিতে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

চলল নির্যাতনও

- রবিবার রাতে কাকার বাড়িতে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল নাবালিকা
- রাস্তায় তাকে স্কুটিতে তুলে নিয়ে যায় বিকি ও দিলীপ
- স্থানীয় এক মহিলা এই ঘটনাটি দেখে মেয়েটির পরিবারকে জানান
- পরিবারের লোকরা রাহুলের বাড়িতে গেলে স্কুটি দেখতে পান
- ভেতর থেকে নাবালিকার চিৎকারের আওয়াজও পান তাঁরা

রাহুলের বাড়িতেই বিকি ও দিলীপ ভাড়ায় থাকে। এলাকার লোকেরা রাহুলের বাড়িতে যেতে ওই স্কুটি দেখতে পান। ভেতর থেকে নাবালিকার চিৎকার-চ্যাঁচামেচির আওয়াজ শুনে স্থানীয়রা ভেতরে গিয়ে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তিন তরুণ পালিয়ে যায়। পরেরদিন সকালে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ওই নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সোমবার রাতে রাহুলের বাড়ি থেকেই রাহুল এবং দিলীপকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু তৃতীয় অভিযুক্ত বিকির এখনও কোনও খোঁজ নেই। পুলিশ জানিয়েছে, বিকির খোঁজ চলছে, খুব তাড়াতাড়ি তাকেও ধরা হবে।

এদিকে, শারীরিক অসুস্থতার কারণে গ্রেপ্তারের পরেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় রাহুলকে। আর দিলীপকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে ভক্তিনগর থানা।

দাসপাড়ার জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। চোপড়া বাজারে রোড শো-তে অভিনেতা-বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। মঙ্গলবার।

গোপালের সমর্থনে সভা ও রোড শো

চোপড়া, ২৩ এপ্রিল : দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে মঙ্গলবার চোপড়া বিধানসভা এলাকায় রোড শো এবং জনসভায় অংশ নিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। এদিন সদর চোপড়ার দলীয় কার্যালয় থেকে বাইক র‍্যালি বের হয়। মাঝিয়ালি দিয়ে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দীগছে হাইস্কুল প্রাঙ্গণে বিকালে জনসভা করা হয়। সঙ্গে ছিলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। মন্ত্রী রাজ্য সকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সুবিধার কথা তুলে ধরেন। অন্যদিকে, সোহম বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, 'ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে বিজেপি মানুষে মানুষে বিভাজন সৃষ্টি করে। এদেরকে একটাও ভোট নয়।' হামিদুল পুরোনো কথা মনে করিয়ে বলেন, 'চেতনাগছে চার শিশুর মাটিচাপা পড়ে মৃত্যুর ঘটনার পর রাজু বিস্ট সাংসদ থাকাকালীন খোঁজ নিতে আসেননি। রাজ্য সকারের তরফে সবরকম সহযোগিতা করা হয়।' এদিন সোহমকে দেখতে জনসভায় মানুষের ভিড় উপচে পড়ে।

পুজো দিলেন অরূপ, শুভেন্দুরা

হনুমান জয়ন্তীতে ভিড় নেতাদের

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : রামনবমীর মতো মিছিল হয়নি বটে। কিন্তু হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শহরকে গেরুয়া করে তোলার ক্ষেত্রে তেমন কোনও খামতি ছিল না। দ্বিতীয় দফায় রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটের সঙ্গে ভোট রয়েছে দার্জিলিং কেন্দ্রে। ফলে মঙ্গলবারও হিন্দুত্ব উসকে দেওয়ার চেষ্টা চলল। তবে বিজেপিকে একা ফায়দা তুলতে দিতে চায়নি তৃণমূল। রামনবমীর মিছিলে বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্টের সঙ্গে অনেকটা পথ হেঁটেছিলেন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। মঙ্গলবার বিজেপি এবং তৃণমূল নেতৃত্ব মুখোমুখি হননি ঠিকই, কিন্তু আলাদা আলাদা পুজো সেরেছেন। যেমন সন্ধ্যায় শংকর ঘোষদের নিয়ে মাল্লাগুড়ির সংকটমোচন মন্দিরে পুজো দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তার কিছুক্ষণ পরেই সেখানে পুজো সারেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সঙ্গে ছিলেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী, শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকাররা।

ভোট বড় দায়। ভোট এলে যে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটে এবং মন্দিরে মন্দিরে ভিড় বাড়ে প্রার্থী এবং নেতাদের, তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। তাই মঙ্গলবার হনুমান জয়ন্তীতে শহর শিলিগুড়ির প্রায় প্রতিটি হনুমান মন্দিরেই পা পড়েছে নেতাদের। তাঁরা পুজো দিয়েছেন বজরঙ্গবলীর। রামনবমীর মতো এদিনও হিন্দুত্বের খোঁচা অব্যাহত ছিল। শুভেন্দু, অরূপদের মতো এদিন বিভিন্ন মন্দিরে যাওয়ার পাশাপাশি পুজো দেন

মেয়র গৌতম দেব। তিনি প্রথমে যান নেহরু রোডে হনুমান মন্দিরে। পরে তিনি কম্বলপট্টির হনুমান মন্দিরেও যান। সেখানে তিনি বলেন, 'আমি বাড়িতেও পুজো দিয়েছি। আমার বাড়িতে সমস্ত দেবদেবীর অধিষ্ঠান রয়েছে। তবে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না। প্রশ্রয় দিই না।'

বাড়িতে পুজো দেওয়ার কথা জানান তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষও। এদিন দুপুরের দিকে বিধান মার্কেটে কম্বল পট্টিতে হনুমান মন্দিরে পুজা দিতে যান শিলিগুড়ি বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'আজ পুজো দিয়েছি। প্রার্থনা করেছি যাতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের আরও উন্নতি হয়।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন শুভেন্দুর পদযাত্রা উপলক্ষ্যে হাসমি চকে যে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল, সেখানে দিনভর বেজেছে রামনবমী এবং হনুমান জয়ন্তীর গান। বক্তব্য শুরুর আগে প্রত্যেকেই হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বারবার ধ্বনি উঠেছে রামের নামে।

নেতাদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভিড় নেহাত কম ছিল না মন্দিরগুলিতে। প্রতিটি জায়গায় ভক্তদের ঢল উপচে পড়েছে। মাল্লাগুড়ির সংকটমোচন মন্দির, বাগরাকোটের হনুমান মন্দির, সালাসার দরবার সহ একাধিক জায়গায় প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রবণনগর হনুমান মন্দিরে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের তরফে পুজো দেওয়া হয়। সেখানে প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুনে বার্তা দেওয়া হয়, 'যিনি প্রভু রামকে এনেছেন, আমরা তাঁকেই পুনরায় আনব।' মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডলের যুক্তি, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সময়কালে ৫০০ বছর পর হিন্দুদের সম্মান, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। কাশী, বিশ্বনাথের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও যেখানে হিন্দু মন্দিরের ইতিহাস চাপা দেওয়া হয়েছে আমরা সেগুলো বের করব।'

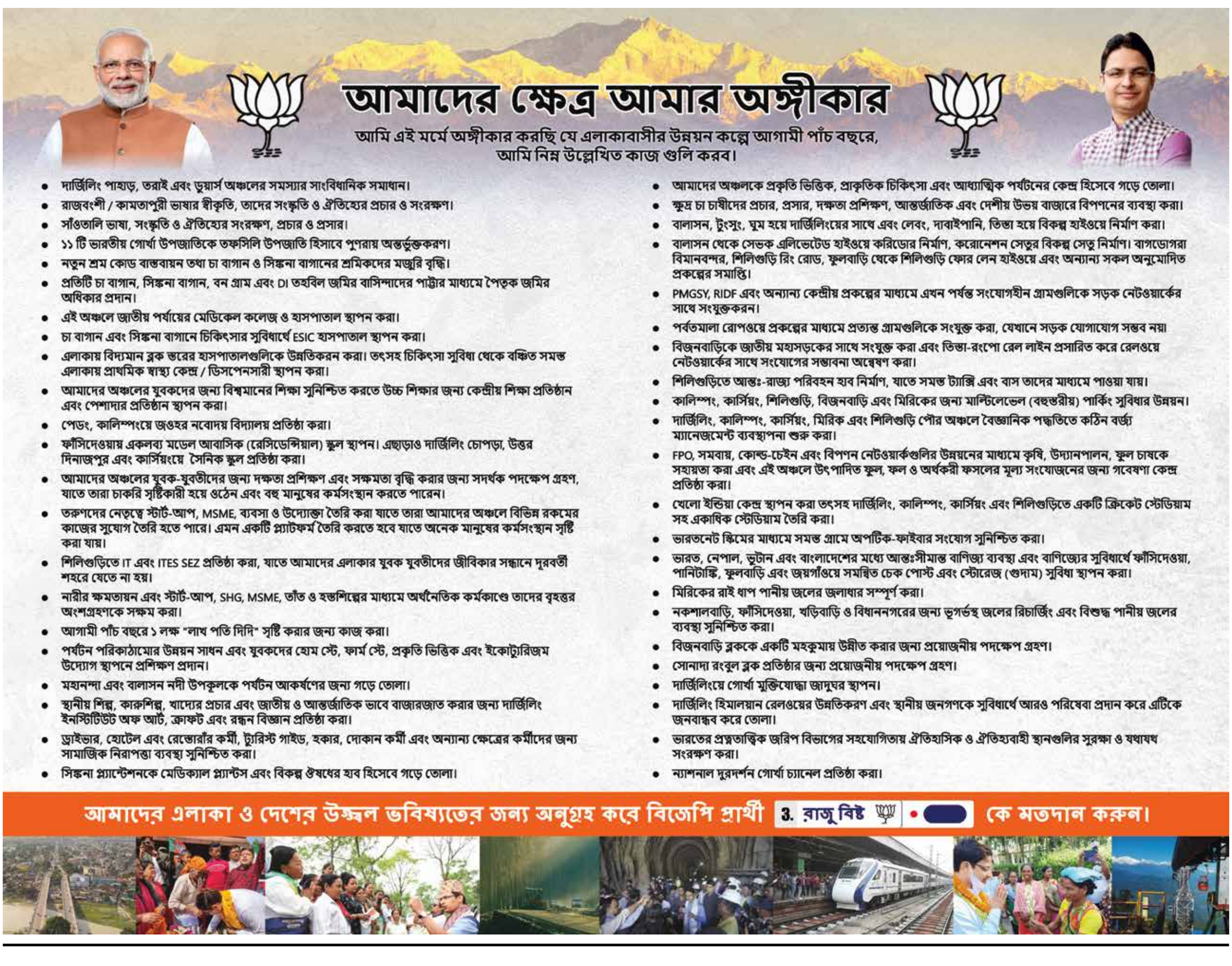

সম্পাদকীয়

বুধবার, ১১ বৈশাখ ১৪৩১, ২৪ এপ্রিল ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৪ বর্ষ ■ ৩৩৫ সংখ্যা

আলোচিত

ভোট দিতে যেতে খুবই ভয় লাগে। পান থেকে চুন খসলেই গুলি চালিয়ে দেয়। চারদিকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। মনে হয় চোরের দায়ে ধরা পড়েছি। গোলাগুলির পরিস্থিতির মধ্যে কেন ভোট দিতে যাব? দেশে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা দরকার। মিলিটারি রাস্তায় ঘুরবে, সেটাই ভালো হবে। সব লাইনে চলে আসবে। *-খরাজ মুখোপাধ্যায়*

ভাইরাল

কথায় আছে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। অনিমেষ প্রধান ইউপিএসসি-২০২৩ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছেন। তিনি শুধু পড়াশোনায় নয় নাচেও দক্ষ। তাঁর নাচের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। পরনে বেগুনি রংয়ের শার্ট আর হাফপ্যান্ট। বিখ্যাত ভোজপুরি 'হিরোইন হো হিরোইন' গানের তালে নাচছেন তিনি।

আজ

১৯৭২

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের জীবনাবসান হয় ১৯৭২ সালে আজকের দিনে।

১৯৭৩

১৯৭৩ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন মাস্টারব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকার।

জোড়া বিপদ

গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসব শুরু হয়েছে ভারতে। ইতিমধ্যে লোকসভার ৫৪৩টি আসনের ১০২টিতে নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। সাত দফা নির্বাচনের বাকি ছয় দফার জন্য চলছে কোমর কষে প্রচার। নরেন্দ্র মোদি তৃতীয়বারের জন্য কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলে মরিয়া হয়ে দেশের নানা প্রান্তে কার্যত 'ডেইলি প্যাসেঞ্জারি' করছেন। এর মধ্যে শুরু হয়েছে বিয়ের মরশুম। বিয়ের প্রধান অনুষঙ্গ গয়না। সেই গয়নার বাজারে মধ্যবিত্ত ছাপোষা মানুষের কেনাবেচার সাধ্য কম। সোনার দাম ৭৩ হাজার ছাড়িয়ে ৭৫ হাজারের পথে।

পাল্লা দিয়ে পড়ছে ভারতীয় টাকার মূল্য। এক আমেরিকান ডলারের দাম ঠেকেছে ৮৪ টাকারও বেশি। অথচ এ নিয়ে ভোট বাজারে কেউ ভাবিত নন। অন্তত এখনও তেমন কিছু নজরে পড়ছে না। না শাসক, না বিরোধী। সবাই ঠুলি পরে রয়েছে। কোনও দলের প্রচারের এ নিয়ে টুঁ শব্দ নেই। নরেন্দ্র মোদির পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির আকাশে আশঙ্কার কালো মেঘ ছেয়েছে। সেদিকে চোখ নেই বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের। ৫৬ ইঞ্চি ছাতির প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ গড়ার স্বপ্নের সওদা ফেরিতে ব্যস্ত।

অথচ সাত দফা নির্বাচনের প্রথম পর্ব শুরুর আগেই সেই স্বপ্নের বুনিয়াদে জোর ধাক্কা লেগেছে। উন্নয়নের যত বড়াই-ই করা হোক কিংবা সাফল্যের যত ফিরিস্তিই প্রচার করা হোক, ভারতীয় টাকার মূল্যের পতন ও সোনালি ধাতুর দামের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা আপাতত অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বর্তমান বাজারে তাতে লাগাম পরার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ভবিষ্যতেও তেমন সম্ভাবনার আলোর কথা শোনাতে ব্যর্থ অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সুতরাং, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, অর্থনীতিতে এই বিরূপ পরিস্থিতি আপাতত চলতে থাকবে।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি দিল্লির তখতে বসার আগে টাকার দামের ক্রমপতন নিয়ে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে ধারাবাহিক আক্রমণ করতেন। তিনি সেসময় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে অত্যন্ত কদর্যভাবে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতেন। বলতেন, ডলারের তুলনায় টাকার দাম প্রধানমন্ত্রীর বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি তা তাঁর বয়সকেও ছাপিয়ে যাবে। ২০১৪ সালে প্রতি দশ গ্রাম গয়না সোনার দাম ছিল ২৮ হাজার ৬ টাকা। ২০২৪ সালে সমপরিমাণ গয়না সোনার দাম হয়েছে ৭৩ হাজার ৯৯০ টাকা। অর্থাৎ এই দশ বছরে সোনার দাম বেড়েছে ৪৫ হাজার ৯৮৪ টাকা।

২০০৪ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী জমানার শেষ পর্বে ডলারের বিক্রয়মূল্য ছিল ৪৫ টাকা। ২০১৪ সালে মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বের শুরুতে তা বেড়ে হয়েছিল ৬২ টাকা। সে সময় মোদি ও তাবড় বিজেপি নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি ছিল, কেন্দ্রে তাঁরা ক্ষমতায় এলে ডলারের দাম ৪০ টাকায় নামিয়ে দেবেন। ক্ষমতায় এসে বিজেপি সেই প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে। উলটে ওই সময়ে ডলারের দাম পৌঁছেছে ৬২ টাকায়। সেই দাম বাড়তে বাড়তে এখন ৮৪.১৬ টাকায় এসে ঠেকেছে।

গত ১৬ মার্চ দেশের শেয়ার বাজার বন্ধের পর অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পরদিন ছিল রবিবার। ফলে বাজার বন্ধ ছিল। ১৮ মার্চ সোমবার বাজার খুলতেই প্রতি দশ গ্রাম গয়না সোনার দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৩ শতাংশ হারে জিএসটি বাদ দিলে ৬২ হাজার ৯৫০ টাকায়। এখন সেই সোনার প্রতি দশ গ্রামের দাম উঠেছে জিএসটি বাদ দিয়ে ৭৩ হাজার ৯৯০ টাকায়। এ থেকে স্পষ্ট, দেশের আর্থিক পরিস্থিতি রাজনৈতিক দলগুলির কাছে গুরুত্বহীন। দেশ যাক 'ভাড় মে', তারা ব্যস্ত কুর্সি দখলে।

অমৃতধারা

মন যখন যাহা অবলম্বন করে তাহাই অনুভূতি হয়। মন হইতে কেবল মাত্র সুখ আর দুঃখই প্রাপ্ত হয়, কর্মের দ্বারা স্বর্গ আর নরকই স্থান পায়। ভগবানের সেবাই পরম পুরুষার্থ, দ্বৈত বুদ্ধি হইতে উদ্ধার করেন। ... সহিষ্ণুতা বস্তুর আশ্রয় নিয়া যথাসাধ্য তাহার অধীন হইতে চেষ্টা করাই সাধন ভজন। ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় হইতে বিভাগ থাকাই সুখ। গুরুর আজ্ঞা -- ধরিয়া থাকাই ধর্ম, ইহাই নিষ্কাম যজ্ঞ, ইহাই হরিনাম এবং ভগবৎ সেবা। এই সেবা নিত্য বলিয়াই উদ্ধার শব্দে প্রতিপাদ্য হয়। স্বর্গ আর মুক্তি উভয়ই নরক, কারণ স্বর্গে সুখভোগ অবসানে পুনরাবর্তে সেই সুখে বঞ্চিত হইয়া দুঃখী হয়। নরকের দুঃখেই তাহার স্বভাব, অতএব দিবানিশি উপস্থিত প্রয়োজনীয় কর্মের জন্য যত্ন করিয়া সাধ্যমত গুরুর বাক্য স্মরণের চেষ্টা করাই উচিত।

- বেদবাণী

সোজা-সাপটা

পি সি সরকার জুনিয়ারের বাবা যেমন বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর ছিলেন, কাকা অতুলচন্দ্র সরকারও ছিলেন নামকরা জাদুকর। ভাইয়ের এই গুণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সিনিয়ার সরকারও। তবে প্রতিভা অনুযায়ী সাফল্য পাননি অতুলচন্দ্র। সবকিছু ছিল তাঁর। পি সি সরকার সিনিয়ার ও অতুলচন্দ্র সরকারকে নিয়ে লিখলেন পি সি সরকার জুনিয়ার।

একসঙ্গে ম্যাজিক দেখাতে পারলেন না ওঁরা

পি সি সরকার

আমার কাকা অতুলচন্দ্র সরকার পরিচিত ছিলেন জাদুকর এ সি সরকার নামে। আমার কাকা বলে বলছি না, সত্যিকার হিসেবে খুবই উঁচুমানের জাদুকর ছিলেন উনি। অসাধারণ ছিল কণ্ঠস্বর। ইংরেজি উচ্চারণ করতে পারতেন সাহেবদের মতো করে। আকাশবাণী দিল্লি থেকে ইংরেজিতে খবর পড়বার জন্য বারবার অনুরোধ এসেছিল ওঁর কাছে। নাক দিয়ে গিটারের আওয়াজ করে বাজাতেন কাকা। চোখ বুজে শুনলে মনে হত সত্যিকারের গিটার বাজছে। বাবার চেয়ে ষোলো বছরের ছোট ছিলেন তিনি। ছোটভাই। রাশভারী বাবাকে দেখতাম ছোটভাইয়ের ব্যাপারে বেশ দুর্বল। কাকা যখন বড় হলেন বাবা তখন মধ্যগগনে। নানা রকম গুণ থাকা সত্ত্বেও ম্যাজিক ছাড়া কাকার পক্ষে অসুবিধে ছিল।

রসিক ছিলেন তিনি। কথায় কথায় রসিকতা করতে পারতেন। আমাকে ডাকতেন পটেশ বলে। ছেলেবেলায় আমি একটা দশ পয়সা হাতের মধ্যে থেকে অদৃশ্য করে পকেট থেকে বের করতাম। উচ্চারণগত ত্রুটির জন্য মুখ দিয়ে বেরোত 'পটেশ থেকে পয়সা বেরোবে।' পকেটটা পটেশ হয়ে যেত। সেজন্য কাকা আমাকে ডাকতেন পটেশ বলে। এখনও মনে আছে পটেশবাবু ডাকটার মধ্যে কেমন যেন একটা স্নেহ, একটা ভালোবাসার স্পর্শ পেতাম।

আমরা বেশ সুখেই ছিলাম। বাবা-কাকা একসঙ্গে ম্যাজিক করতেন। মায়ের পরামর্শে কাকাকে তাঁর স্টেজ ম্যানেজার করে নিলেন বাবা। কাকা বাবার সঙ্গে বিদেশ চলে গেলেন। মাসকয়েক পর দুজনে যখন ঘরে ফিরলেন, দুজনের মুখই গম্ভীর। আসলে এক আকাশে যেমন দুটো সূর্য ওঠে না তেমনই প্রতুলচন্দ্র আর অতুলচন্দ্র একসঙ্গে ম্যাজিক দেখাতে পারলেন না। কাকা দেখলেন, যতই তিনি তাঁর শিল্পের পরিচয় দিন না কেন, প্রত্যাশিত খ্যাতি, গ্ল্যামার কিংবা জনপ্রিয়তা তাঁর ভাগ্যে ঠিকমতো জুটছে না। আমাদের সমাজে দুর্বুদ্ধি দেওয়ার অভাব নেই। বেশ কিছু মানুষ জুটে গেল, যারা ক্রমাগত কাকাকে বোঝাতে লাগল, আপনি পি সি সরকারের গ্রুপ ছেড়ে দিন। আপনি কারও চেয়ে কম নন। পি সি সরকারের সঙ্গে থাকলে আপনি কোনও দিনই স্বাধীন হতে পারবেন না। আপনি কত বড় ম্যাজিশিয়ান তা লোকে বুঝবে না। অতএব যা ভবিতব্য তাই হল। প্রথমে মতান্তর, তারপর মনান্তর হল।

কাকা সেলিমপুরে বাড়ি করে চলে গেলেন। কাকা চলে যাওয়ার পর জগৎটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেল। বাবা আমাদের যত প্রিয় হোক, এত রাশভারী ছিলেন যে, একটু দূরত্ব থাকতই। কাকার সঙ্গে ওই দূরত্ব ছিল না। আমি তখন স্কুল ফাইনাল পাশ করে গেছি। একা একা শো করছি। শুনছি, বাবা লোক-টোক পাঠাচ্ছেন আমার শো দেখতে। এরকম সময় একদিন কাকার সঙ্গে দেখা। বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সেই প্রথম।

'তোরা তো আর আমাদের বাড়িতে যাবি না।' কাকার এই কথাটুকুর মধ্যে কী ছিল জানি না! বাড়িতে

সেরা সময়ে মঞ্চে পি সি সরকার সিনিয়ার।

এসে চিৎকার করে সবাইকে বললাম, 'কাকার বাড়িতে কাল আমাদের সবার নেমন্তন্ন।' মা তো কেঁদেই ফেলল। গেলাম আমরা সেলিমপুরে। আমি আর মা। জেঠিমা এসেছে দেখে নীতা-শিবানী-নানু-শঙ্কররা হইচই বাঁধিয়ে ফেলল। আমার কাকিমার নাম আলোরানি। ঠাকুমা তখনও বেঁচে। ঠাকুমা কিন্তু নিয়মিত যেতেন। কিন্তু মা সেই প্রথম। স্বাভাবিকভাবেই সবার মধ্যে বেশ খুশি খুশি ভাব। দুই পরিবারের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের শুরু আবার। কিন্তু বাবা-কাকার মধ্যে সম্পর্ক আর সেভাবে স্থাপিত হল না। এমনকি আমার বড়দিদি ইলার বিয়েতেও নয়। দিদির বিয়ের দিন সকাল থেকে বাড়ি মাত করে ফেললেন কাকা। সব ব্যাপারে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। 'ইলু'র বিয়ে বলে কথা। কিন্তু লক্ষ করলাম, বাবা আর কাকা মুখোমুখি হলে একে অপরকে যেন দেখেননি এমন ভাব করে পাশ কাটিয়ে যেতে ব্যস্ত। দুজনেই কাঠ বাঙাল তো! কে আগে কথা বলবে? কেউই ভাঙতে চাইছেন না। দুজনের মুখ দেখলেই বোঝা যায়, কথা বলবার জন্য পাগল। কিন্তু বাক্যালাপ শুরু হল না।

বাবা-কাকা, দুজনেই আর ইহলোকে নেই। পরবর্তীকালে এই নিয়ে অনেক ভেবেছি। আসলে স্বভাবশিল্পীদের একটা স্বাভাবিক স্বাভিমান থাকে। সেটার উৎপত্তি আত্মবিশ্বাস থেকে। কাকা নিজে জানতেন, তিনি কত বড় জাদুকর। কাকার এই গুণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বাবাও। তবে প্রতিভা অনুযায়ী সাফল্য পাননি কাকা। সবকিছু ছিল তাঁর। কিন্তু কীসের অভাবে পি সি সরকারের ম্যাজিকের মধ্যে তফাত হত, তা বুঝে ওঠা মুশকিল। এমন নয় যে দুজনে দু'রকম ঘরানার ম্যাজিশিয়ান। একই ঘরানার। একই পরম্পরা। তবু এই অসাফল্যই দুজনের সম্পর্কে চিড় ধরিয়েছিল। হয়তো সেজন্যই কাকার একমাত্র ছেলে শঙ্কর প্রচুর গুণ থাকা সত্ত্বেও জাদুবিদ্যাকে পেশা করেনি। বাবা-জ্যাঠার ম্যাজিকের গুণ, সাহিত্য অনুরাগ কিংবা সুকণ্ঠ সবই পেয়েছে শঙ্কর। ও প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। আমার দাদুর খুব শখ ছিল তাঁর দুই ছেলের মধ্যে একজন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু দুজনেই হলেন ম্যাজিশিয়ান। পরের প্রজন্ম অবশ্য দাদুর ক্ষোভ খানিকটা কমিয়েছে। আমার দাদা ইঞ্জিনিয়ার। শঙ্কর ডাক্তার।

কাকা আলাদা হয়ে চলে যাওয়ার পর, আগেই বলেছি, আমার অনুসন্ধানী সত্তা খানিকটা ধাক্কা খেল। কাকার সঙ্গে নানা বিষয়ে আমার আলোচনা হত। বাবার কাছে যা পেতাম না, তার কিছু কিছু উশুল করতাম কাকার কাছ থেকে। কিন্তু ম্যাজিকের জগতে ঢুকেই বুঝতে পারলাম, কাকার কাছ থেকে শুধু বাবা নয়, আমিও অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছি। কাকার সঙ্গে আমার মনোভেদ! আমি ভাবতেও পারিনি। বাবার সঙ্গে যা ছিল ছিল, আমার সঙ্গে তোমার রাগ কেন? আর এত রাগ চড়ে যাওয়ার কী আছে!

স্বীকার করছি, তখন কাকাকে আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করেছি। এই চিন্তার শুরু আমার দিক দিয়ে নয়। নিউটনের থার্ড ল' অফ মোশন-টু এভরি অ্যাকশন, দেয়ার ইজ অ্যান ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন! আমার প্রতি কাকার অ্যাকশনগুলো রিঅ্যাকশন বা প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমার গা থেকে ঠিকরে বেরোতে লাগল। কী অদ্ভুত পরিস্থিতি! মহাভারতের ধর্মযুদ্ধের মতো। বুকে আমার নিখাদ শ্রদ্ধা, কিন্তু রক্তে টগবগ করছে প্রতিশোধ নেবার কাঁপুনি। জাদুকর প্রদীপচন্দ্র সরকারের সঙ্গে এবার শুরু হল জাদুকর অতুলচন্দ্র সরকারের লড়াই। লড়াই বলতে কাকাকে ছাপিয়ে যাওয়ার লড়াই। আমি চিরকালই অতুলচন্দ্রকে খুব বড় জাদুকর ভেবে এসেছি। আজও ভাবি।

আমার তখনকার শোগুলো কীরকম হচ্ছে, তা জানার জন্য বাবা লোক পাঠাতেন। ওরা গোপনে শো দেখে এসে রিপোর্ট দিত এবং বাবার সহকারীদের চোখের দৃষ্টিতেই আমি বুঝতে পারতাম কীরকম করছি! মনে মনে ভাবতাম, আমি বড় জাদুকর। কিন্তু আবার এও ভাবতাম, বড়ই যদি হব, তাহলে আমার শো করার জন্য লোক আসছে না কেন! কিশোর মনের মধ্যে উঁকি দিল, প্রচার চাই, প্রচার। কিন্তু কীভাবে প্রচার করব? আমি যে ম্যাজিক পারি, ম্যাজিক বুঝি, তার জানান দিতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞাপন দিতে তো প্রচুর টাকা দরকার। আর আমার হয়ে বলারও কেউ নেই। ঠিক করলাম ম্যাজিকের ওপর লেখা নিয়ে নিজেই যাব বিভিন্ন ম্যাগাজিনের অফিসগুলোতে। তখন ছোটদের কাগজ বলতে বোঝাত শুকতারা। আমরা শুকতারা গোগ্রাসে গিলতাম। কলেজ স্ট্রিটের ওদিকে শুকতারার অফিস, তা জেনে নিলাম গ্রুপের বড়দের কাছ থেকে। কিন্তু যাব কী করে? মাধববাবু বললেন, টু-বি বাসে চড়ে গোলদিঘির সামনে নেমে খোঁজ করতে। ওভাবেই বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে খুঁজে খুঁজে চলে গেলাম শুকতারার ঝামাপুকুর লেনের অফিসে। সম্পাদক মধুসূদন মজুমদার যে 'দৃষ্টিহীন' তা আমার জানা ছিল না। ঘরে ঢুকে পরিচয় দিতেই কাছে ডাকলেন, আর তারপর আমার মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কম বয়সে তোমার বাবারও ঠিক এমন চেহারা ছিল।' আমি অবাক হয়ে যাই। ভদ্রলোক হাতের স্পর্শ দিয়েই দেখতে পান নাকি?

ওঁকে বললাম আসার উদ্দেশ্য। আমার লেখা 'ম্যাজিকের কথা' আর্টিকেলটা উনি আমায় পড়ে শোনাতে বললেন। পড়তে শুরু করলাম। ভদ্রলোক সেসব শুনে হেসে ফেললেন। 'ওভাবে নয়, এভাবে লেখো।' আসলে ওইটুকু ছেলে নিজে থেকে নিজের লেখা প্রকাশ করতে এসেছে দেখে উনি মনে হয় অবাক হয়েছিলেন। আমি আরও অবাক হলাম মাস পাঁচেক পর শুকতারায় ওই লেখাটা বেরোতে দেখে। সাহস পেয়ে গেলাম। যেতে আরম্ভ করলাম লোকসেবক, যুগান্তর এবং অন্যান্য দপ্তরে। তখন ওই সব কাগজে ছোটদের বিভাগে আমার ম্যাজিকের লেখা বেরোতে লাগল। সংবাদও বেরোল। অবশ্যই প্রশংসা করে। সারা সপ্তাহ তাকিয়ে থাকতাম নির্দিষ্ট দিনটার দিকে। যেদিন সংবাদ বেরোত, সেদিন আমাকে আর পায় কে! সব কেটে কেটে সাজিয়ে রাখতাম। সেই ক্লিপিংগুলো এখনও আমার কাছে আছে। সারা জীবন থাকবে। ওগুলো আমার সম্পদ। আমার ম্যাজিকের খবর কাগজে বেরোচ্ছে, এ সংবাদ বাবার কানেও পৌঁছাল। মনে মনে আমি তখন নিজেকে বলছি, 'হুঁ হুঁ বাবা। আমিও কম নাকি!' আর রোজই ভাবি, বাবা হয়তো কোনও দিন সকালে মাকে দিয়ে আমাকে ডাকবেন এবং ম্যাজিক নিয়ে আলোচনায় বসবেন। দু'-চারটে ম্যাজিক শেখাবেন! না, তা আর হল কোথায়! অতএব সেই মহাবিদ্যার সাহায্য নিতেই হল। অপেক্ষা করে থাকতাম, উনি কখন বাড়ির বাইরে যাবেন! কাউকে কিছু না বলে ওঁর পড়ার ঘরে ঢুকে পড়তাম। জানতাম, ম্যাজিকের সব গোপন ব্যাপারগুলো উনি ডায়েরির মধ্যে লিখে রাখতেন। সাংকেতিক সব শব্দ, আঁকিবুকি। প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতাম না। তবে নিজের ডায়েরিতে সেগুলো নোট করে নিতাম। বারবার দেখেও বোধগম্য হত না। রাতে নিউ এম্পায়ারে শো দেখতে যেতাম বাবার। শো দেখার পর আঁকিবুকিগুলো আস্তে আস্তে প্রাণ পেত।

এখন বুঝি, আসলে গোপনীয়তা ম্যাজিকের প্রাণ। গোপনীয়তা নষ্ট হলে সব শেষ।

জনমত

নারী স্বাধীনতা এখনও প্রশ্নের মুখে

নারী স্বাধীনতা সমাজে এক বহুলচর্চিত বিষয়। পুরোনো দিনের তুলনায় যদিও এখনকার সমাজে নারীদের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের পরিসর অনেকটা বেড়েছে, তবুও এখনও নারী স্বাধীনতাকে ঘিরে কিছু প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে।

এখনও শিশুকন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তাদের ওপর ঘুরপথেই বেশ কিছু বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেয়। প্রতিদিন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় একটি অন্তঃসারশূন্য নীতিবাক্য, পুরুষ মানুষ সোনার আংটি, বাঁকাও ভালো, যেন সব কর্মকাণ্ডেই তারা পুরুষের থেকে একধাপ পিছিয়ে।

জন্মের পর অনেকেই কন্যাকে লক্ষ্মী মেয়ে হতে নিদান দেন। দুর্গা বা কালীর দৃষ্টান্ত তাদের দিতে দেখি না খুব একটা। প্রশ্ন ওঠে, মেয়েদের প্রতিবাদীরূপে দেখতে সমাজ কি ভয় পায়? বিয়ের পর একটি মেয়ে নির্যাতিত হলে অনেক সময়ই তাকে সে বিষয়ে চুপ থাকতে বলা হয়, বলা হয় একটু মানিয়ে নাও। অপমান বা নির্যাতনের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনতে গেলে কিংবা অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে, সমাজ তাকে কটূক্তির ভয় দেখায়, অনেক সময় পরিবারই তাকে বলে, বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে তারই সম্মানহানি হবে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন নারী যদি চাকরি করেন বা আর্থিকভাবে সচ্ছলও হন, তবুও তাঁর সেই পরিশ্রমকে অনেকে নীচু নজরে দেখেন। অথচ সেই তুলনায় একজন পুরুষের প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা আর্থিক সচ্ছলতা সমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। এখনও বাড়ির বাইরে কতক্ষণ থাকতে পারবেন একজন নারী কিংবা কতখানি নিজের মত প্রকাশ করবেন, তা নিয়ে অদৃশ্য ফতোয়া জারি করা হয় সমাজ বা পরিবারের তরফে।

অনেককাল আগে নারী স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন, অন্তঃপুরবাসিনী একজন নারীরও যে অভিমান হতে পারে, অভিযোগ হতে পারে, থাকতে পারে প্রতিবাদ করার শক্তি, তা তিনি তুলে ধরেছিলেন তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে। অথচ এত বছর পরেও আমরা অনেকেই নারী স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে সেভাবে ভাবিত নই।

মনে রাখতে হবে, বিশ্বায়নের এই যুগে আধুনিক নারীর অনেক ভূমিকা। তাকে যেমন ঘর সামলাতে হয় তেমনই কর্মক্ষেত্রেও যেতে হয়। বিশ্বায়ন নারীকে করে তুলেছে 'পাওয়ার উওম্যান', কিন্তু এই পথে প্রতি মুহূর্তে তাকে চলতে হয় লড়াই করে। সর্বোপরি এটাও বোঝা দরকার যে, নারী স্বাধীনতা মানে পুরুষের অধিকার খর্ব করা নয়, বরং নারী-পুরুষ উভয় মিলে একসঙ্গে চলা। এভাবেই একটা সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে, আর সেটাই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

মেঘা গুপ্ত
সাউথ কলোনি, মালবাজার।

হলদিবাড়ি থেকে শতাব্দী

শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনটির সুবিধা নিতে পারেন না জলপাইগুড়িবাসী। শতাব্দী এক্সপ্রেস ধরতে গেলে সকাল সাড়ে চারটেতে ট্যাক্সি করে প্রায় ২০০০ টাকা খরচ করে জলপাইগুড়ি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যেতে হয়। আসলে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের নামে জলপাইগুড়ি থাকলেও এর সুবিধা পুরোপুরি ভোগ করে শিলিগুড়ি শহর। তাই শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনটি হলদিবাড়ি থেকে চালালে মানুষের অনেক সুবিধা হবে।

তাছাড়া এখন রেল ট্র্যাক ইলেক্ট্রিফিকেশন সম্পূর্ণ হয়েছে। ফলে যাতায়াতের সময় কমেছে। হলদিবাড়িতে দার্জিলিং মেলের টার্মিনাল স্টেশন হয়েছে। সুতরাং আর একটি ট্রেনকে অনায়াসে ওখান থেকে চালানো যেতেই পারে।

যেসব যাত্রী সকালে কলকাতা গিয়ে আবার রাতের ট্রেনে উঠে ফিরে আসতে চান তাঁরা উপকৃত হবেন। তাছাড়া পুজোর সময়ও যাত্রীদের টিকিট পেতে সুবিধা হবে।

সুধাময় দে, জলপাইগুড়ি।

কোচবিহারে ল' কলেজ

কোচবিহার জেলার অনেক উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছেলেমেয়ে বিএ এলএলবি পড়তে চায়। কিন্তু কোচবিহার জেলায় কোনও সরকারি ল' কলেজ নেই। এমনকি কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলএম (পিজি) পড়ানো হলেও বিএ এলএলবি পড়ানো হয় না। ফলে যারা বিএ এলএলবি পড়তে চায়, তাদের জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি কিংবা অন্যত্র যেতে হয়। অনেক দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়িতে থেকে পড়া সম্ভব হয় না।

এমতাবস্থায় কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ এলএলবি পড়ানোর ব্যবস্থা করা হোক। আলাদা ল' কলেজ প্রতিষ্ঠা করেও কোচবিহারের ছাত্রছাত্রীদের বিএ এলএলবি পড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে ল' পড়তে আগ্রহীদের সুবিধা হবে বলে মনে করি।

জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নাটাবাড়ি, কোচবিহার।

গরমে সকালে ক্লাস নেওয়া যেত

ইতিমধ্যে বিভিন্ন সরকারি স্কুলে শুরু হয়ে গিয়েছে গরমের ছুটি। কিন্তু স্কুল ফের কবে খুলবে তা নির্দেশিকায় জানানো হয়নি। পরবর্তীতে আবহাওয়া বিচার করে তা বিবেচিত হবে। সুতরাং অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুলগুলি বন্ধ থাকছে।

আমার মনে হয়, গরমের ছুটি এভাবে না দিয়ে সকাল ৭:৩০ থেকে ১১:৩০ মিনিট পর্যন্ত স্কুলের পঠনপাঠন চালু রাখা যেতে পারত। স্কুলগুলি ক্লাসের নির্ধারিত সময় কমিয়ে প্রতি ক্লাসের জন্য ৩০ মিনিট বরাদ্দ করে নিজেদের মতো আপাত রুটিন সাজিয়ে চার ঘণ্টায় আটটা করে ক্লাস নিতে পারত। এতে শিক্ষকের পাঠদানের সময় হয়তো একটু কমত, কিন্তু শিক্ষার্থীদের স্কুলে নিয়মিত শিক্ষা পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের পুরোপুরি ছেদ পড়ত না। সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষার্থীদের কার্যত গৃহবন্দি করে রাখা হল। দু-চারদিন হলে তেমন একটা নেতিবাচক দিক শিশুমনে পড়ে না। কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি হলে শিক্ষার্থীরা যে দিশেহারা ও শোচনীয় অবস্থার মুখোমুখি হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দুঃখের বিষয়, শিক্ষা পরিবেশের পরিপন্থী এমন ছুটির বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজ নির্লিপ্ত। ছুটি সংক্রান্ত এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষক, শিক্ষাপ্রেমী মানুষের নেতৃত্বে বড় কোনও আন্দোলন কোথায়? ছুটির মতো অলস ও তাৎক্ষণিক আরামের মোহে হয়তো দু-চারজন শিক্ষক আত্মঘাতী স্রোতে গা ভাসালেও বাকিরা তা চায় না। বঙ্গের সরকারি ও বেসরকারি স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলির পঠনপাঠনের স্বাভাবিক পরিবেশ বহাল রেখে অবশ্যই বিকল্প পথ খোলা রাখতে হবে। আমরা চাই সরকার ও শিক্ষা দপ্তর তীব্র গরমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে যেমন গুরুত্ব দিচ্ছে, একইভাবে তাদের পঠনপাঠন নিয়েও আরও দায়িত্বশীল হোক।

গজেন মণ্ডল
উত্তর চকভবানী, বালুরঘাট।

দহনবেলায় সহায়ক হোক ভার্চুয়াল ক্লাস

সম্প্রতি সরকারি স্কুলে গরমের ছুটি ঘোষণা হয়েছে। ফের দীর্ঘদিন স্কুলের সেই চেনা ক্লাসরুমকে ভুলে থাকতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। দীর্ঘ এই সময়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার স্রোত ফিরিয়ে আনতে অনলাইন ক্লাস চালু থাকুক। অগাস্টে দ্বিতীয় সামেটিভ মূল্যায়ন, তাছাড়া সামার প্রোজেক্ট-সবমিলিয়ে এক চেনা ছন্দে থাকুক তাদের মন। কোভিড-১৯ চিনিয়েছিল ভার্চুয়াল দুনিয়াকে।

সেই ভার্চুয়ালই সহায়ক হোক গরমের ছুটিতে। নিয়ম করে সেই ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহচর্যে যেমন থাকবে, তেমনই সিলেবাসের পড়াগুলোও নিয়ম করে এগিয়ে যেতে পারবে। এতে তারা একটি প্রস্তুতির মধ্যে থাকবে। আজ কমবেশি সকলের বাড়িতেই মোবাইল আছে। তাই ক্লাসে অংশগ্রহণে তেমন কোনও অসুবিধে হবে না বললেই চলে।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮১৬

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। সেকেন্ডের ১৫০ ভাগের একভাগ ৫। বাড়ির ছাদের কাঠ ৬। যার চক্ষুলজ্জা নেই ৮। সাধারণত দেবতারা দিয়ে থাকেন ৯। পুরো ৩৬৫ দিন ১১। যা চিন্তা করা যায় না ১৩। পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বত দিয়ে ঘেরা মালভূমি ১৪। যে ক্রমাগত ছুটে বেড়াচ্ছে।

উপর-নীচ : ১। আচার ব্যবহার ২। কোনও কাজের নয়, বোকাসোকা ৩। স্পর্শ বা ছুঁয়ে দেওয়া ৪। গহ্বর, ছিদ্র ৬। যে গোপনে খবর জোগাড় করে ৭। লাঠি মাথায় জ্বলন্ত আগুন ৮। একসঙ্গে ফাল্গুন ও চৈত্র মাস ৯। রাজি হওয়া বা অনুমতি ১০। কর্ণের পালক পিতা ১১। যার এখনও খাওয়া হয়নি ১২। একদম চুপ ১৩। গিলে অথবা চিবিয়ে দু'ভাবেই খাওয়া যায়।

সমাধান ■ ৩৮১৫

পাশাপাশি : ১। অভিনব ৩। অলস ৫। পালাইপালাই ৬। সমর্থ ৭। শতেক ৯। পরশ্রীকাতর ১২। লাঙ্গল ১৩। করণিক।

উপর-নীচ : ১। অনায়াস ২। বদলা ৩। অজপা ৪। সরাই ৫। পার্থ ৭। শর ৮। কপর্দক ৯। পয়লা ১০। শ্রীফল ১১। তবক।

বিন্দুবিসর্গ

গোর্খাল্যান্ডে দলগুলির আগ্রহ নেই বুঝে ব্যবসায় ব্যস্ত দার্জিলিং

ভাস্কর বাগচী

দার্জিলিং, ২৩ এপ্রিল : পাহাড়ের রাজনীতিটা বরাবরই একটু অন্যরকম। ভোট এলেও পাহাড়বাসী 'জেগে ওঠেন' একটু দেরিতে। কিন্তু তা বলে ভোটের দু'দিন আগেও উচ্ছ্বাস থাকবে না, এমনটাও সম্ভব!

কার্সিয়াং পেরিয়ে সোনাদা, ঘুম হয়ে দার্জিলিং- কোথাও ভোটের লেশমাত্র নেই। সেভাবে চোখে পড়ে না রাজনৈতিক দলগুলির ঝান্ডা, ফ্লেক্সও। কিন্তু নজর কাড়ে একটু পরপর গেরুয়া ধ্বজা। রামের আবেগ যে পাহাড়েও কতটা প্রকট, তা ঠাহর করা যায় নিমেষে।

সাধারণ দোকানদার থেকে চা বিক্রেতা কিংবা হোটেল ব্যবসায়ী থেকে ফুটপাথের বিক্রেতা, এবারের লোকসভা ভোট নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথাই নেই। যে যার নিজের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত দিনভর। দার্জিলিংয়ের ম্যালে ফুটপাথে বসে ব্যবসা করেন কমলা তামাং। ভোট নিয়ে উচ্ছ্বাস নেই কেন? কমলার জবাব, 'দাদা, পেটের ভাত তো জোগাড় করতে হবে। মিটিং-মিছিলে গেলে আমাদের চলবে না। এখন পাহাড়ে প্রচুর পর্যটক রয়েছেন। তারা কেনাকাটা করছেন। তাই আমাদের নজর এখন ব্যবসাতেই।'

দার্জিলিং শহর থেকে ৭৫ কিলোমিটার নীচে সমতলে নামলেই কিন্তু দেখা যাবে ভিন্ন চিত্র। এখানে ভোট মানে রীতিমতো উৎসব। লাল, নীল, গেরুয়া পতাকা দিয়ে যেন গোটা শিলিগুড়ি শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকাকে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। পাড়ার মোড়ই হোক কিংবা চায়ের দোকান, আলোচনার একটাই বিষয়, 'ভোট'।

পাহাড়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রাজনৈতিক নেতা তো বটেই, পাহাড়ের রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদেরও পাহাড়ের মানুষের পালস বুঝতে রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা। বড় জনসভাই হোক কিংবা ছোটখাটো মিটিং লোক আসছেন বটে, কিন্তু সেভাবে উৎসাহ নেই। কেন এমন হাল? সত্তরোর্ধ্ব এক প্রবীণের কথায়, 'আগে ভোট হত গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে কেন্দ্র করে। ফলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটে অংশ নিতেন, প্রচারে বের হতেন। এখন মানুষ বুঝে গিয়েছেন গোর্খাল্যান্ডের শুধু স্বপ্ন দেখিয়ে যাবে রাজনৈতিক দলগুলো। তাই আর কেউ সময় নষ্ট করেন না।'

দার্জিলিং শহর থেকে সমতলে নামার পথে ঘুম, সোনাদার রাস্তার দুই ধারে গার্ডওয়ালে বেশ কিছু জায়গায় নজরে এল কংগ্রেস প্রার্থী মুনীশ তামাং ও হামরো পার্টির নেতা অজয় এডওয়ার্ডের ছবি দেওয়া পোস্টার। সোনাদার এক ফল ব্যবসায়ী অজয় গুরুংয়ের সঙ্গে আলাপ জমানোর পর বললেন, 'আমাদের এখানে ভোট নিয়ে মানুষের অত হইচই কোনও সময়ই থাকে না। আমরা ভোট দিতে যাব। ব্যাস, ওইটুকুই।'

সোনাদা স্টেশন থেকে একটু এগিয়ে কার্সিয়াংয়ের কাছাকাছি যেতেই রাস্তার বাঁ ধারে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরাট হোর্ডিং। সেখানে কয়েকটি জায়গায় দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামা ও অনীত থাপার ছবি দেওয়া বেশ কিছু পোস্টার। রাস্তার ধারেও এই ধরনের কিছু পোস্টার সাঁটানো।

কার্সিয়াং বাজারে কাছে হাতেগোনা ১০-১২টি বিজেপির পোস্টার চোখে পড়েছে। কিন্তু আর নেই। কার্সিয়াংয়ের এক হোটেলে কথা হল দীপক ছেত্রীর সঙ্গে। দীপক ওই এলাকায় ছোট একটি হোটেল চালান। তাঁর কথায়, 'আসলে পর্যটকরা আমাদের কাছে ভগবান। তাঁদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেটা আমরা পাহাড়বাসীরা সবসময় দেখার চেষ্টা করি।'

রোহিণীর রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে সমতলে আঙিনায় ঢুকতেই চোখ ধাঁধিয়ে যায় পতাকা, ফেস্টুনে। পাহাড় কি তবে অন্য জগতে, প্রশ্ন উঁকি দেয় মনে।

রামের পতাকায় ছেয়েছে সোনাদা চত্বর। - সংবাদচিত্র

ভোটের জন্য সিল করা হল পানিট্যাঙ্কির ভারত-নেপাল সীমান্ত।

ভোটের কারণে ভারত-নেপাল সীমান্ত সিল

খড়িবাড়ি, ২৩ এপ্রিল : নির্বিঘ্নে ভোট দান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সিল করে দেওয়া হল ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি চেকপোস্ট। ২৬ এপ্রিল শুক্রবার দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। ঠিক তার তিনদিন আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি চেকপোস্ট সিল করার নির্দেশ দিলেন জেলা নিবার্চন আধিকারিক তথা দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল। জেলা শাসকের নির্দেশ পাওয়ার পরেই এসএসবি আধিকারিকরা এদিন সন্ধ্যায় চেকপোস্ট সিল করে দেন। আগামী শুক্রবার ভোটদান প্রক্রিয়া শেষ হলেই শনিবার সকাল থেকে ফের সীমান্ত খুলে দেওয়া হবে বলে সীমান্তে প্রহরারত এসএসবি সূত্রে খবর।

বর্তমানে শুধুমাত্র ভারতীয় ভোটারদের নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র থাকলে তবেই নেপাল থেকে ভারতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও চিকিৎসার জন্য যাঁরা নেপালে রয়েছেন তাঁদের এবং বিমানযাত্রীদের জরুরিভিত্তিতে নেপাল থেকে ভারতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য জরুরি পরিষেবাও স্বাভাবিক থাকবে। তবে ভারতে থাকা নেপালের নাগরিকদের নেপালে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। পর্যটকদের কাছে বৈধ নথিপত্র থাকলে যাতায়াতে ছাড় দেওয়া হবে। পচনশীল বাণিজ্যিক সামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে পণ্যবাহী ট্রাকগুলিকে উপযুক্ত পরীক্ষানিরীক্ষার পর যাতায়াত করতে দেওয়া হবে। নির্বাচন দপ্তর সূত্রে খবর, ভোটের দিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের কোনও ভোটার যদি উপযুক্ত প্রমাণপত্র দেখায়, তাঁকেও নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে।

এদিন থেকেই ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত এসএসবি জওয়ান সীমান্তে টহলদারি শুরু করেছেন। নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে এবং দুষ্কৃতীরা যাতে ভারতে প্রবেশ করে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে তাই এই মুক্ত সীমান্তকে ভোটের দিন পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে বলে এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে।

আরটিআইয়ে মিলল জবাব

ন্যাকের তথ্য সুরক্ষিত নয়

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : সারাদেশের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য সুরক্ষিত নয়। যে কোনও মুহূর্তে প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত তথ্য বেহাত হয়ে যেতে পারে। এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহলের অনেকে। সম্প্রতি তথ্য জানার অধিকার আইনে ন্যাকের কাছে তাদের ওয়েবসাইট কতটা সুরক্ষিত সেটা জানতে চেয়ে আবেদন করা হয়। আবেদন করেন শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাসিন্দা মিঠু দাস। আবেদনের জবাবে ন্যাক জানায়, তাদের ওয়েবসাইট সিকিউর সকেটস লেয়ার (এসএসএল) দ্বারা সুরক্ষিত নয়। ফলে ওয়েবসাইটে থাকা তথ্য যে কোনও সময় অন্য কারও কাছে চলে যেতেই পারে।

> যে কোনও ওয়েবসাইটের তথ্য সুরক্ষিত রাখতে চাইলে এসএসএল দ্বারা সুরক্ষিত করে নেওয়াই ভালো। নাহলে তথ্য আদানপ্রদানের সময় অন্য কোনও চক্র এর মধ্যে বিশেষ ম্যালওয়্যার প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে। সেরকম হলে ওয়েবসাইট হ্যাক হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।
>
> **দেবাংশু চক্রবর্তী**
> সাইবার বিশেষজ্ঞ

এই বিষয়ে সাইবার বিশেষজ্ঞ শিলিগুড়ির দেবাংশু চক্রবর্তী মনে করছেন, যদি ওয়েবসাইটে কোনও গোপন ও বিশেষ দরকারি তথ্য না থাকে, তাহলে এসএসএল দ্বারা সুরক্ষিত না করলেও চলে। তাঁর কথায়, 'যে কোনও ওয়েবসাইটের তথ্য সুরক্ষিত রাখতে চাইলে এসএসএল দ্বারা সুরক্ষিত করে নেওয়াই ভালো। নাহলে তথ্য আদানপ্রদানের সময় অন্য কোনও চক্র এর মধ্যে বিশেষ ম্যালওয়্যার প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে। সেরকম হলে ওয়েবসাইট হ্যাক হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।' এছাড়া, তথ্য চুরির আশঙ্কাও করেছেন বিশেষজ্ঞদের অনেকে। আবেদনকারী জানান, ন্যাকের মতো সংস্থার ওয়েবসাইটে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকাটাই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, 'সারাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত তথ্য ন্যাকের ওয়েবসাইটে মজুত রাখা বাধ্যতামূলক।' টাকাপয়সা সংক্রান্ত লেনদেন যেখানে ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে হয়, সেখানে এসএসএল সুরক্ষা নেই কেন এই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মিঠু।

গত মার্চ মাসের ১৫ তারিখ মিঠু ন্যাকের কাছে এই বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন। পয়লা এপ্রিল ন্যাক জবাবে জানায় তাদের তরফে ওয়েবসাইটে এসএসএল সার্টিফিকেটের মাধ্যমে সুরক্ষা ব্যবস্থা করা নেই। তবে জবাবি চিঠিতে ন্যাকের বরিষ্ঠ পরিসংখ্যানবিদ কিরণ আর জেরে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। এই বিষয়টি মিঠু ইউজিসিকেও জানিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে খবর। ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তথ্য সুরক্ষিত থাকার বিষয়টি নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ঘাটতিতে বিবাদ

পঠনপাঠনে আশঙ্কার মেঘ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : মে মাসের শুরুতে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। এদিকে, চলতি বছর থেকে একাদশ শ্রেণি থেকে চালু হতে চলেছে সিমেস্টার পদ্ধতিতে পড়াশোনা। এর মধ্যে হাইকোর্টের রায়ে চাকরি বাতিল হয়েছে একটা বড় সংখ্যার শিক্ষক-শিক্ষিকার। যার ফলে একাদশের সিলেবাস কীভাবে সময়ের মধ্যে শেষ হবে, তা নিয়ে ঘুম উড়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের।

জানা গিয়েছে, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি প্রশ্নের মুখে রয়েছে, তাঁদের বেশিরভাগই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক। তাঁরা না পড়াতে পারলে স্কুলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের কীভাবে ক্লাস করানো হবে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বদলেছে সিলেবাস থেকে পরীক্ষা পদ্ধতি। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণি মিলিয়ে মোট চারটে সিমেস্টার দিতে হবে পড়ুয়াদের। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকার কারণে সমস্যা হবে বেশিরভাগ স্কুলের ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রসায়ন, ইংরেজি, এডুকেশন, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের পাশাপাশি কমার্সের বিষয়গুলোর পড়ুয়াদের।

> **পড়াশোনায় প্রভাব**
>
> - এবছর থেকে একাদশ-দ্বাদশে সিমেস্টার চালু
> - সেক্ষেত্রে কোনও স্কুলের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম বাতিলের তালিকায় থাকলে কী হবে
> - সময়ে সিলেবাস শেষ করতে না পারলে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ পড়বে প্রশ্নের মুখে
> - যে স্কুলে কোনও বিষয়ের একজনই শিক্ষক থাকলে সেই স্কুলে একাদশে পড়ুয়া ভর্তি নিয়েও সংশয়

নেতাজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ বলেন, 'বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের নাম প্যানেলে থাকার জন্য ক্লাস নিতে খুব অসুবিধায় পড়তে হবে। যদিও প্যানেলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে ক্লাস নিতে না পারলে কীভাবে ক্লাস নেওয়া হবে, সে ব্যাপারে এসএসসি থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি।'

চলতি বছর একাদশে সিমেস্টার সিস্টেমে পড়াশোনা চালু হওয়ার জন্য জানা গিয়েছে, প্রথম সিমেস্টার নভেম্বর মাসে হবে। শুধু তাই নয়, প্রথম সিমেস্টারের গুরুত্ব অনেকটাই রয়েছে। কারণ এই সিমেস্টারের শুধু প্রতি বিষয়ে ৩০ নম্বর পাওয়াই জরুরি নয়। পাশাপাশি কোনও পড়ুয়া যদি কোনও কারণে দ্বিতীয় সিমেস্টার দিতে না পারে, সেক্ষেত্রে তাকে পরের ক্লাসে তোলা হবে কি না, তা বিবেচনা করে দেখা হবে তার প্রথম সিমেস্টারের নম্বর দেখে। সেজন্য একাদশের সেশন শুরুর প্রথম দিন থেকে ক্লাস করাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তবে যদি বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরাই না থাকেন, তাহলে সেই ক্লাস নেবেন কে? বাল্মীকি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক অনুপ দাসের কথায়, 'আমার স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকের নাম প্যানেলে এসেছে। তাঁরা সবাই খুবই দায়িত্ব নিয়ে স্কুলে পড়াতেন। এখন হাইকোর্ট এমন একটি রায় দেওয়ার ফলে ক্লাস নিয়ে সত্যিই সমস্যায় পড়তে হবে।'

আর যে স্কুলে কোনও একটি বিষয়ের ওই একজন শিক্ষক থাকলে কী হবে? সেই স্কুল কি ওই বিষয়ে একাদশে পড়ুয়া ভর্তি করতে পারবে? প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ির সভাপতি সুপ্রকাশ রায় বলেন, 'এরকম একটি অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় একাদশ ও দ্বাদশের পঠনপাঠনে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।'

স্কুল অফিসের কাজ নিয়েও চিন্তা

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : বাতিল হওয়া প্যানেলে থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে একাধিক স্কুল কর্তৃপক্ষ এখন ফাঁপরে। ক্লাস করাবেন কারা, সেই অঙ্ক মেলাতে রীতিমতো কালঘাম ছুটছে তাদের। এই পরিস্থিতিতে রক্তচাপ বাড়িয়েছে শিক্ষাকর্মীদেরও চাকরি যাওয়া। প্যানেলে থাকা গ্রুপ-সি ও ডি কর্মীদের অভাবে বিদ্যালয়ের অফিশিয়াল কাজকর্ম নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে বিস্তর। তাছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় কম শিক্ষাকর্মী বহু স্কুলে। আদালতের রায় নিয়ে এবার ফাঁপরে সেইসমস্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ।

কোথাও দুজন, কোথাও আবার মাত্র একজন চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষাকর্মীকে নিয়ে কাজকর্ম চলছে। প্রধান শিক্ষকদের একাংশের কথায়, 'স্কুল ফান্ডে এত টাকা নেই যে, নিজস্ব উদ্যোগে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করে প্রতিদিনের অফিশিয়াল কাজ করানো যাবে।'

আশঙ্কা শোনা গেল শক্তিগড় হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রাণকুমার রায়ের গলায়। তিনি বললেন, 'স্কুলে অফিসের কাজে অসুবিধে হবে, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই।' দুজন গ্রুপ-ডি কর্মীর মধ্যে একজনের নাম প্যানেলে থাকায় সমস্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বাল্মীকি বিদ্যাপীঠেও।

তবে শিলিগুড়ি শহরে অন্য ছবিও ধরা পড়েছে। বেশিরভাগ স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা যখন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্যানেল বাতিল নিয়ে চিন্তিত, তখন নিশ্চিন্তে মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুলের টিচার ইনচার্জ কল্যাণ দাস। তিনি বললেন, '২০১৬ সাল থেকে আমাদের স্কুল স্বায়ত্তশাসিত হওয়ার ফলে এসএসসি'র মাধ্যমে কোনও শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা হয়নি। তাই প্যানেল বাতিল নিয়ে আমার স্কুলে কোনও সমস্যা নেই।'

সামনেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ। এই সময় শিক্ষাকর্মীদের দায়িত্ব বেড়ে যায় অনেকটা। পড়ুয়াদের মার্কশিট দেওয়া থেকে নতুন ক্লাসে ভর্তির প্রক্রিয়ায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্কুলগুলো জানাচ্ছে, প্রয়োজনে সেই সমস্ত কাজ বাকি শিক্ষক-শিক্ষিকারাই সামলাবেন।

ডাবগ্রামের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটগ্রহণে ভোটকর্মীরা। মঙ্গলবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

অবরোধ শেষে বাস ভাঙচুর

চোপড়া

চোপড়া, ২৩ এপ্রিল : একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে চোপড়া মঙ্গলবার দিনভর উত্তপ্ত থাকল। এদিন সকাল থেকেই মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি গোষ্ঠীর একাংশ অবরোধ বিক্ষোভ শুরু করে। পরে চোপড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ আন্দোলন চলে। জাতীয় সড়ক অবরোধের জেরে গরম ও চড়া রোদে যাত্রীদের চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জেবি থমাস এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি প্রচুর পুলিশকর্মী, র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ যাদব, ডিআইজি সুধীরকুমার নীলকান্তম চোপড়ায় আসেন। পুলিশের আশ্বাসে অবশেষে অবরোধ আন্দোলন উঠে যায়। তবে অবরোধ শেষে ফেরার সময় অবরোধকারীরা তিনটি বাসে ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। সেই সময় বাস থেকে নামতে গিয়ে তিনজন যাত্রী জখম হন। জাতীয় সড়ক অবরোধ সংক্রান্ত মামলায় পুলিশ সন্ধ্যা পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিং বলেন, 'এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পুলিশি টহলদারি চলছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

পথসভা

খড়িবাড়ি, ২৩ এপ্রিল : দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই প্রার্থী শাহরিয়ার আলমের সমর্থনে মঙ্গলবার খড়িবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার চালানো হল। এদিন পানিট্যাঙ্কি, বাতাসি ও নয়াহাট এলাকায় পথসভা করা হয়। সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা কমিটির সদস্য জয় লোধ, বিশ্বজিৎ দত্ত, কৌশিক দত্ত প্রমুখ।

বুলেটের জবাব ব্যালটে, ডাক জোটের

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৩ এপ্রিল : চোপড়ায় পঞ্চায়েত ভোটের বুলেটের জবাব ব্যালটে দেওয়ার সংকল্পে আগুয়ান বাম-কংগ্রেস জোট। চোপড়া বিধানসভাটি দার্জিলিং লোকসভা আসনে পড়ে। দ্বিতীয় দফায় ২৬ এপ্রিল এই কেন্দ্রে ভোট। ইতিমধ্যে তৃণমূল, বাম-কংগ্রেস জোট ও বিজেপি জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে। বিরোধী শিবির স্থানীয় ইস্যুগুলিকে তুলে এনে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তবে বাম-কংগ্রেস জোটের দাবি, এই লোকসভা ভোটে তাদের সংকল্প, পঞ্চায়েতের বুলেটের জবাব দেওয়ার হবে ব্যালটে।

এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা অশোক রায় বলেন, '২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব চোপড়ায় বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা করতে দেয়নি। মনোনয়নপত্র জমা করতে যাওয়ার পথে বাম-কংগ্রেসের মিছিলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় বেশ কয়েকজন জোট কর্মী-সমর্থক জখম হন। চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় তরুণ সিপিএম সমর্থক মুনসুর আলমের।' সিপিএমের-২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ তরফদার বলেন, 'গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তরুণ দলীয় কর্মীকে খুন হাতে হয়েছে। পঞ্চায়েতে বাম-কংগ্রেস জোটবদ্ধভাবে লড়ার চেষ্টা করেছিলেন। ঘটনাচক্রে এবারও লোকসভা আসনে জোট হয়েছে। দু'দলই মনসুরের খুনের বদলা বুলেট নয়, ব্যালটে নেওয়ার সংকল্প করেছে।' স্থানীয় জোট নেতৃত্ব জানিয়েছে, মানুষ পঞ্চায়েতে ভোট দিতে পারেননি। তাঁরা লোকসভায় ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। দার্জিলিং আসনের কংগ্রেস প্রার্থী মুনীশ তামাং সম্প্রতি প্রচারে এসে দাসপাড়ায় মনসুরের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বকে সংকল্পের কথা প্রচারে বলে যান। প্রয়াত মনসুরের বাবা মইনুল হক জানান, তাঁদের গোটা পরিবার জোটের পক্ষে। এলাকাবাসী মনসুরের অকালমৃত্যু মানতে পারেননি। তবে, ভোটে যাতে আর কোনও সংঘাত না ঘটে, হিংসায় কারও কোল যেন খালি না হয়। গোটা পরিবার শান্তিপূর্ণ ভোটের পক্ষে। এটাই পরিবারের একমাত্র দাবি।

মাদকের কারবার বাড়ায় উদ্বেগ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি

নকশালবাড়ি, ২৩ এপ্রিল : একসময় কৃষক আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত নকশালবাড়ি বর্তমানে মাদক পাচারের অন্যতম ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একসময় চোরাচালান হলেও এখন তা অতীত। ওই কারবার থেকে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তবে ব্রাউন সুগারের মতো মাদককে ঘিরেই এখন নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ির মূল কারবার। এর জেরে তোতারামজোতের বাসিন্দা দিনমজুর মহম্মদ সাহিরের মতো অনেকেই গভীর উদ্বেগে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কড়া পদক্ষেপ না করা হলে প্রচণ্ড সমস্যা হবে বলে অনেকেই মনে করছেন। দার্জিলিং জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মাদক সংক্রান্ত বিষয়ে গত তিন বছরে নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি মিলিয়ে ১৫০টিরও বেশি মামলা দায়ের হয়েছে। ৭০ জনের বেশি ধরা পড়েছে। তবে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ওই কারবারিদের অনেকেই ছাড়া পেয়ে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়িজুড়ে রমরমিয়ে একই কারবার চালাচ্ছে।

শিলিগুড়ি মহকুমার দুই ব্লক নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি নেপাল সীমান্তে পড়েছে। মেচি নদী পেরিয়ে বিদেশি পণ্য, গোরু, সুপারিকে কেন্দ্র করে এখানে বহুদিন ধরে চোরাকারবার চলেছে। এলাকার জনসংখ্যা বেড়ে ছয় লক্ষ হয়েছে। একটা সময় বামফ্রন্টের শক্ত জমিতে এখন তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি দাপট। পুরুষ ও মহিলাদের অনেকেই আজকাল টোটো চালিয়ে সংসার চালান। বুলা রায় তিন বছর ধরে টোটো চালিয়ে চারজনের সংসার চালাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'আগে নেপালে জিনিসপত্র আনতে গেলে পুলিশ ও এসএসবির ভয়ে আতঙ্কে থাকতাম। এখন টোটো চালিয়ে যা রোজগার করি তাতে শান্তিতে দিন কাটাই।'

তবে চোরাচালান বন্ধ হওয়ায় বর্তমানে এখানে মাদকের কারবারের অনেকটাই বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে মাদকের কারবারিরা এলাকার কিশোর, তরুণ ও মহিলাদের এই কাজে যুক্ত করেছে। নতুন প্রজন্মের অনেক ছেলেমেয়ে সীমান্তে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই পাচারের কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আর এর জেরেই বিপদ বাড়ছে। পানিট্যাঙ্কির বাসিন্দা রাহুল সিংহ বললেন, 'নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য অনেকেই বিপথে পরিচালিত হচ্ছে।' নকশালবাড়ি কোটিয়াজোতের বাসিন্দা মনোরঞ্জন সিংহও একই কথা জানিয়েছেন। নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ির সীমান্ত এলাকায় মাদকের কারবার বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ ও এসএসবির ওপর বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। যেভাবে এলাকায় মাদকের কারবার বেড়ে চলেছে তাতে বাসিন্দারা রীতিমতো উদ্বেগে পড়েছেন। শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামাল না দিলে এলাকার আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে বলে তাঁরা আশঙ্কা করছেন। এমনকি পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ না করা হলে বাসিন্দাদের একাংশ তীব্র আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।

দেশ ও দশের উন্নতি লক্ষ্য

প্রিয়াংকা গুরুং

অনেক কসরত করার পর ভোটার লিস্টে এ বছর নাম উঠেছে। ভোট দিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাব। নিজেদের পরিবারে একাধিক সমস্যা তো রয়েইছে। সেইসঙ্গে দেশের রাজনীতিতেও রয়েছে একাধিক সমস্যা। তাই, দেশের ও দশের উন্নয়নই লক্ষ্য। আমাদের পাকা ঘর নেই। নতুন সরকার তৈরি করতে আমার একটি ভোট গুরুত্বপূর্ণ। তাই সকাল সকাল গিয়ে ভোট দেব। প্রথম ভোট দেওয়ার আনন্দ রয়েছে।

তবে, বিভিন্ন জায়গায় যে রাজনৈতিক হিংসা দেখি, তা আমাদের এখানে যেন না হয়, সেটাই কামনা। সকলের উন্নয়নের লক্ষ্যে শুধু রাজনৈতিক দলই নয়, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা দেখেই ভোট দেব।

সংঘর্ষ এড়িয়ে অবাধ ভোট চায় চাকুলিয়া

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ২৩ এপ্রিল : ২০২৩-এর ৮ জুলাইয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ছবিটা এখনও চাকুলিয়াবাসীর মনে উজ্জ্বল। সেদিন রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছিল চাকুলিয়া। তিনজনের প্রাণ গিয়েছিল। সামনে আবারও একটা ভোট। ভোটের কথা শুনলে তাঁদের মনে আতঙ্ক ছড়ায়। তবে এবার লোকসভা ভোটে পঞ্চায়েতের পুনরাবৃত্তি চান না চাকুলিয়াবাসী। অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ভোটের পাশাপাশি কঠোর নিরাপত্তারও দাবি তুলেছেন তাঁরা।

গত বছর পঞ্চায়েত ভোটে চাকুলিয়ার বিদ্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯২ নম্বর ভেবড়া বুথটি স্পর্শকাতর ঘোষণা করেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল ঢিলেঢালা। ভোটারদের লাইন সোজা করা ঘিরে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় তৃণমূল যুব নেতা মহম্মদ শাহেনশা নৃশংসভাবে খুন হন। অভিযোগ উঠেছিল কংগ্রেসি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।

ভেবড়া গ্রাম।

সাহাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াহাট মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ৩৬ নম্বর বুথে সংঘর্ষে তৃণমূলের শামসুল হক ও কংগ্রেসের মহম্মদ জামিরুদ্দিন নামে দুজনের মৃত্যু হয়। তাঁরা সাহাপুরের জাগির বস্তির বাসিন্দা ছিলেন।

মাঝে মাত্র চারদিন। তারপরই লোকসভার দ্বিতীয় দফার ভোট। এই ভোট নিয়ে ওই বুথগুলির বাসিন্দা সহ নিহতদের পরিবারগুলি কী বলছে? ভেবড়ার বাসিন্দা নরেশচন্দ্র সিংহ বলেন, 'অতীতে যত ভোট হয়েছে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো ঘটনা কখনও ঘটেনি। সেদিন ভোট দিতে যাওয়ার জন্য চাষের মাঠ থেকে ঘরে ফিরেই বোমাবাজির শব্দ শুনি। তারপরই শাহেনশার মৃত্যুর খবর পাই। পরদিন ফের ভোট হলেও ভয়ে বুথের কাছে ঘেঁষতে পারেনি। আজও সেই আতঙ্ক তাড়া করে।' রাজ্য সরকার নিহতদের পরিবারের একজন করে হোমগার্ডের চাকরি দিয়েছে। শাহেনশার ভাই জুলফিকার আলি জানান, দাদাকে চিরতরে হারিয়ে মন থেকে যন্ত্রণা মুছে ফেলতে পারছি না। এজন্য দায়ী রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সাহাপুর জাগির বস্তির মহম্মদ আলমের দাবি, সুষ্ঠু নির্বাচন এলাকার পরিবেশ শান্ত রাখে। রাজনৈতিক নেতাদের কথায় ওঠবস না করে উপযুক্ত ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে ভোট দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

তিহারে ইনসুলিন নিলেন আপ সুপ্রিমো

জেলেই কেজরি, কবিতা

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : লোকসভা ভোট চলাকালীন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জেলের বাইরে বেরোনোর আশা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে। একই দশা তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেসিআরের মেয়ে তথা বিআরএস নেত্রী কে কবিতারও।

মঙ্গলবার এই দুই নেতা-নেত্রীর জেল হেপাজতের মেয়াদ বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত। আবগারি দুর্নীতি মামলায় তাঁদের ৭ মে পর্যন্ত তিহার জেলে বন্দি থাকতে হবে বলে মঙ্গলবার জানিয়ে দিয়েছে আদালত। এই মামলায় সিবিআই যে তদন্ত করছে তাতেও কবিতাকে ৭ মে পর্যন্ত জেল হেপাজতে রাখারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোয়া বিধানসভা ভোটের সময় আপের ফান্ড ম্যানেজার হিসেবে কাজ করা চনপ্রীত সিংকেও ওই তারিখ পর্যন্ত জেলে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তিন অভিযুক্তকে এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিশেষ বিচারকের সামনে হাজির করানো হয়েছিল।

- মঙ্গলবার এই নেতা-নেত্রীর জেল হেপাজতের মেয়াদ বৃদ্ধির নির্দেশ
- আবগারি দুর্নীতি মামলায় তাঁদের ৭ মে পর্যন্ত তিহার জেলে বন্দি থাকতে হবে
- অভিযুক্তদের এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিশেষ বিচারকের সামনে হাজির করানো হয়েছিল
- চিকিৎসকের সঙ্গে দৈনিক আলোচনা করার আর্জি খারিজ কেজরির

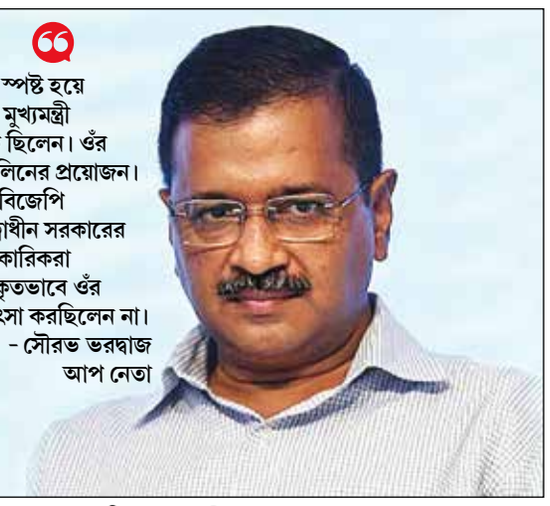

> আজ স্পষ্ট হয়ে গেল, মুখ্যমন্ত্রী সঠিক ছিলেন। ওঁর ইনসুলিনের প্রয়োজন। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আধিকারিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে ওঁর চিকিৎসা করছিলেন না।
> - সৌরভ ভরদ্বাজ, আপ নেতা

কেজরিওয়ালকে ২১ মার্চ ইডি গ্রেপ্তার করেছিল। স্ত্রী সুনীতার উপস্থিতিতে নিজের চিকিৎসকের সঙ্গে দৈনিক ১৫ মিনিট করে আলোচনা করতে চেয়ে আপ সুপ্রিমো যে আর্জি জানিয়েছিলেন তা সোমবার খারিজ করে দেয় আদালত। তবে জেল হেপাজতের বাইরে বেরোতে না পারলেও কেজরির প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা যাতে তিহার জেলের অন্দরে দেওয়া হয় সেই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এইমসের ডিরেক্টরের নির্দেশে গঠিত একজন এনডোক্রিনোলজিস্ট এবং ডায়াবেটোলজিস্ট সহ একটি মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে তিহার কর্তৃপক্ষকে কথা বলতেও বলা হয়েছে।

এদিকে সোমবার রাতে ব্লাড সুগারের পরিমাণ ৩২০ হয়ে যাওয়ায় কেজরিওয়ালকে ইনসুলিন দেওয়া হয় তিহারের মধ্যে। তাঁর স্ত্রী সুনীতা এবং আপের অভিযোগ, দীর্ঘ ১২ বছর ধরে ইনসুলিন নেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ইনসুলিন নিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। কেজরিকে ধীরে ধীরে মেরে ফেলার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। যদিও তিহার বারবার ওই সমস্ত অভিযোগ মানতে অস্বীকার করে।

তিহারে ইনসুলিন নেওয়ার খবর সামনে আসার পর আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, 'আজ স্পষ্ট হয়ে গেল, মুখ্যমন্ত্রী সঠিক ছিলেন। ওঁর ইনসুলিনের প্রয়োজন। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আধিকারিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে ওঁর চিকিৎসা করছিলেন না। যদি ওঁর ইনসুলিনের প্রয়োজন নাই থাকত, তাহলে এখন কেন সেটা ওঁকে দিলেন।'

বিজেপির দিল্লি শাখার সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেন, লোকসভা ভোটের জন্য কেজরিওয়ালের স্বাস্থ্য নিয়ে সহানুভূতি কুড়োতেই আপ নেতারা এই সমস্ত কথা বলছেন। কেজরিওয়াল ডায়াবিটিসের রোগী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু জেলের মধ্যে ওঁর সুগার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাই তিনি ইনসুলিন নেওয়ার কথা বলেননি।

প্রবল গরমে হঠাৎ স্বস্তির ঝোড়ো হাওয়া। মাথা বাঁচানোর চেষ্টা। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে। - পিটিআই

রামদেবকে সুপ্রিম কোর্টে ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : রামদেব এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আচার্য বালকৃষ্ণকে ফের একদফা ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার আদালত অবমাননা মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ বলেছে, পণ্য বিক্রির জন্য যত বড় বিজ্ঞাপন দিত পতঞ্জলি, ক্ষমা চেয়েও সংবাদপত্রে তত বড়ই কি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে?

রামদেব-বালকৃষ্ণের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন মুকুল রোহতগি। তিনি বলেন, তাঁর মক্কেলরা আদালতে নতুন করে ক্ষমা চেয়ে হলফনামা দিয়েছেন। আরও বড় আকারে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্ষমা চাইবেন রামদেব। তারপরেই মামলা এক সপ্তাহের জন্য মুলতুবি করা হয়। মামলার পরের শুনানি হবে ৩০ এপ্রিল।

বিচারপতি হিমা কোহলি এবং এ আমানুল্লার বেঞ্চকে রোহতগি জানান, তাঁর মক্কেলরা ২২ এপ্রিল দেশের একটি-দুটি নয়, ৬৭টি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন। এরজন্য খরচ পড়েছে ১০ লক্ষ টাকা। তখন বিচারপতি কোহলি বলেন, 'কেন সোমবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হল? বিজ্ঞাপন তো আগেই দেওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া বিজ্ঞাপনের মতোই ক্ষমাভিক্ষার কথাও কি ফলাও করে ছাপা হয়েছে? বিজ্ঞাপনের অক্ষর যত বড় ছিল এবং বিজ্ঞাপনগুলি যেমন পুরো পাতাজুড়ে ছিল, সেভাবেই কি ছাপা হয়েছে? কত খরচ হয়েছে, তা নিয়ে আদালত ভাবছে না।'

নতুন করে ক্ষমাপ্রার্থনার বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে রামদেবকে সতর্ক করে দিয়ে বিচারপতি কোহলি বলেন, 'বিজ্ঞাপনটি কেটে এনে আমাদের দেখাবেন। কৃত্রিমভাবে বড় করে আনবেন না। আমরা প্রকৃত মাপের বিজ্ঞাপনটিই দেখতে চাই। আমাদের নির্দেশ হচ্ছে, বিজ্ঞাপন ছাপা হলেই তা নিয়ে আসবেন এবং আমাদের যেন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পড়তে না হয়।'

রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলির বিরুদ্ধে অভিযোগ, রক্তচাপ, ডায়াবিটিস এবং হাঁপানি সারানোর ভুয়ো বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করেছে তারা। এছাড়া স্বীকৃত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাকেও বিজ্ঞাপন মারফত হেয় করা হয়েছে।

ধমক

- কেন সোমবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হল? বিজ্ঞাপন তো আগেই দেওয়া উচিত ছিল
- বিজ্ঞাপনের মতোই ক্ষমাভিক্ষার কথাও কি ফলাও করে ছাপা হয়েছে
- ক্ষমা চাওয়ার বিজ্ঞাপন দিতে কত খরচ হল তা আদালতের ভাবার বিষয় নয়
- নতুন বিজ্ঞাপনটি কেটে এনে আমাদের দেখাবেন। আমাদের যেন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে না হয়

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, পতঞ্জলির বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর বিরুদ্ধে একটি আবেদন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে দাবি করা হয়েছে আইএমএকে ১,০০০ কোটি টাকা জরিমানা করা হোক। বিচারপতি কোহলির প্রশ্ন, 'ওই আবেদন কি পতঞ্জলির হয়েই কেউ করেছেন? 'প্রক্সি' আবেদন? আমাদের সেটাই সন্দেহ।' রোহতগি সেই অভিযোগ উড়িয়ে বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমাদের বিন্দুবিসর্গ জানা নেই। ওই আবেদনের সঙ্গে কোনও সম্পর্কও নেই পতঞ্জলির।'

সুপ্রিম কোর্টে শুনানির কয়েক ঘণ্টা আগে মঙ্গলবার সকালে দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে পতঞ্জলির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। তাতে ক্ষমা চেয়েছে সংস্থা। লিখেছে, 'উপদেষ্টার পরামর্শের পরেও বিজ্ঞাপন প্রকাশ এবং সাংবাদিক বৈঠক করে আমরা যে ভুল করেছি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি। এই ভুল আর হবে না। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

২০২০ সালের ২৩ জুন প্রথমবার করোনিল কিট বাজারে এনেছিল পতঞ্জলি। 'করোনিল' এবং 'শ্বাসারি বটি' নামে দু'ধরনের ট্যাবলেট এবং 'অণু তৈল' নামের ২০ মিলিলিটারের একটি তেলের শিশি নিয়ে তৈরি ওই কিটের দাম রাখা হয়েছিল ৫৪৫ টাকা। এইভাবে বহু কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল পতঞ্জলি।

এই বিজ্ঞাপন নিয়ে আপত্তি জানিয়ে রামদেবের সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল আইএমএ। আইএমএ-র অভিযোগ ছিল, পতঞ্জলির বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা এবং চিকিৎসককে অসম্মান করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও আনা হয়েছিল।

১০টি হলুদ অ্যানাকোন্ডা নিয়ে বিমানে

বেঙ্গালুরু, ২৩ এপ্রিল : এক যাত্রীর ব্যাগপত্র পরীক্ষা করতে গিয়েই চোখ ছানাবড়া বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের। ব্যাগের মধ্যে সাপ। দু-একটি নয়, দশটি হলুদ রঙের অ্যানাকোন্ডা। বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের শুল্ক বিভাগের আধিকারিকরা সম্প্রতি চেক-ইনের সময় বিষয়টি নজর করেন। ব্যাগের মধ্যে সাপগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সাপ পাচারের চেষ্টার অভিযোগে ওই যাত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ব্যাংকক থেকে এসেছিল। এক্স হ্যান্ডেলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এদেশের আইন অনুযায়ী বন্যপ্রাণী পাচার বরদাস্ত করা হবে না। তদন্ত চলছে। হলুদ রঙের যে অ্যানাকোন্ডাগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেগুলির বসবাসভূমি মূলত নদী বা জলাশয়। তাদের সাধারণত ব্রাজিল, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের উত্তরাঞ্চলে দেখা যায়। বন্যপ্রাণী পাচার কোনও নতুন ঘটনা নয়।

কচ্ছপ পাচারের ঘটনা মাঝে মাঝেই প্রকাশ্যে এসেছে। ব্যাংকক থেকে আসা উড়ানে জীবজন্তু পাচারের ঘটনার অভিযোগও রয়েছে। গত বছর ব্যাংকক থেকে আসা উড়ানে ২৩৪টি বন্যপ্রাণীকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

প্রথম মহিলা উপাচার্য

নয়ডা, ২৩ এপ্রিল : অধ্যাপিকা নাইমা খাতুন হলেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা উপাচার্য। আগামী পাঁচ বছর তিনি এই পদে থাকবেন। গত ১০০ বছরের ইতিহাসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ পদে এই প্রথম এলেন কোনও মহিলা। লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে নির্বাচনি বিধি যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সেইজন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে এই নিয়োগ করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানে পিএইচডি নাইমা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্রী। ১৯৮৮ সালে লেকচারার পদে যোগ দেন। অধ্যাপক হন ২০০৬ সালে। উইমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল হন ২০১৪ সালে।

ভারতীয় তীর্থযাত্রীর মৃত্যু

লাহোর, ২৩ এপ্রিল : পাক পঞ্জাবে লাহোরের গুরদোয়ারায় তীর্থ করতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন সর্দার জঙ্গির সিং। তিনি পাতিয়ালার বাসিন্দা। বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি ডেরা সাহেব গুরদোয়ারায় গিয়েছিলেন। সোমবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লাহোরের মায়ো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তাররা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পঞ্জাবের মন্ত্রী ও পাকিস্তান শিখ গুরদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির প্রধান রমেশ সিং অরোরা জানিয়েছেন, জঙ্গির সিংয়ের দেহ ওয়াঘায় ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

চিথিরাই উৎসব উপলক্ষ্যে কাল্লাঝাগড় দেবতাকে ঘিরে ভক্তদের ভিড়। মঙ্গলবার মাদুরাইয়ে। - পিটিআই

ভোটে রামের সঙ্গে হনুমান অস্ত্র মোদির

জয়পুর, ২৩ এপ্রিল : কংগ্রেসকে বিঁধতে নেহরু-গান্ধি পরিবারকে লাগাতার আক্রমণ করা তো রয়েইছে। এবার কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব পালনে বাধাদানের অভিযোগ তুলে নিশানা শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার টঙ্ক-সোয়াই মাধোপুরে এক নির্বাচনি জনসভায় তিনি বলেন, কংগ্রেস জমানায় হনুমান চালিশা শোনাও অপরাধ ছিল। রাজস্থান এর মাশুল গুনেছে। এই প্রথমবার রাজস্থানে রামনবমীতে একটি শোভাযাত্রা বের করা সম্ভব হয়েছে। রাজস্থানের মতো একটি রাজ্যে যেখানে মানুষ রাম-রাম সম্বোধন করেন সেখানে কংগ্রেস রামনবমী পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ঘটনাচক্রে মঙ্গলবার ছিল হনুমান জয়ন্তী। একটি ধর্মীয় উৎসবের দিন রাম-হনুমানের প্রসঙ্গ টেনে মোদি শুধু কংগ্রেসকে নিশানা করেননি, মেরুকরণের রাজনীতিতেও শান দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কংগ্রেস জমানায় হনুমান চালিশা শোনাও অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। তিনি বলেন, 'হনুমান জয়ন্তীতে আপনাদের সঙ্গে কথা বলার সময় কয়েকদিন আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস শাসিত কর্ণাটকে এক দোকানদারকে নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছিল। কারণ, তিনি তাঁর নিজের দোকানে বসে হনুমান চালিশা শুনছিলেন।'

কংগ্রেস অবশ্য ধর্ম নিয়ে মোদির লাগাতার আক্রমণের জবাবে দেশে ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্য নিয়ে সরব হয়েছে। দলের প্রচারবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এদিন এক্স হ্যান্ডেলে অভিযোগ করেন, ৭০ কোটি ভারতীয়র হাতে যে পরিমাণ সম্পত্তি রয়েছে তার তুলনায় দেশের মাত্র ২১ জন কোটিপতির হাতে অনেক বেশি সম্পত্তি রয়েছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী সেই কথা বলেন না। ২০১২ থেকে ২০২১ পর্যন্ত যে পরিমাণ সম্পদ দেশে তৈরি হয়েছে তার ৪০ শতাংশেরও বেশি চলে গিয়েছে মাত্র ১ শতাংশ মানুষের হাতে। ৬৪ শতাংশ জিএসটি আসে গরিব, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের থেকে। কিন্তু গত ১০ বছরে এই সম্পত্তি ও সম্পদের বেশিরভাগটাই একটি অথবা দুটি সংস্থাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। দেশে ক্রমবর্ধমান একচেটিয়া কারবার মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী বলে অর্থনীতিবিদরা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশও জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি।

তাতে মোদির চাঁচাছোলা মন্তব্য থামেনি। ছত্তিশগড়ের জাঞ্জগির-চম্পায় অপর একটি নির্বাচনি জনসভাতেও একই সুরে কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তোলেন মোদি। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস নেতারা নিজেদের ভগবান রামের ঊর্ধ্বে বলে মনে করেন। তাই রাম মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এটা কি ছত্তিশগড়ের জন্য অসম্মান নয়। এটা ভগবান রামের নানিহাল। এটা কি মাতা শবরীর প্রতি অসম্মান নয়। কংগ্রেস শুধু তোষণের রাজনীতি করে। এটা তাদের ডিএনএ-তে রয়েছে।' মোদির তোপ, কংগ্রেস তোষণের রাজনীতির কারণে দলিত, গরিব এবং আদিবাসীদের অধিকার ছিনিয়ে নিতেও দ্বিধা করে না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এসসি, এসটিদের কোটা কমিয়ে মুসলিমদের সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করার অভিযোগও তোলেন মোদি।

গদাধারী। মঙ্গলবার রাজস্থানে জনসভায় মোদি। - পিটিআই

বাজেয়াপ্ত ৬.৪৬ কোটির সোনা-হিরে

মুম্বই, ২৩ এপ্রিল : মুম্বই বিমানবন্দর থেকে বাজেয়াপ্ত করা হল ৬ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনা এবং হীরে। এই ঘটনায় ৪ জন বিমান যাত্রীকে আটক করেছে শুল্ক বিভাগ। নুডলসের প্যাকেটে হীরে এবং অন্তর্বাসের মধ্যে সোনার বার রেখে পাচারের চেষ্টা করেছিল পাচারকারীরা। শুল্ক বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এক ভারতীয় নাগরিক মুম্বই থেকে ব্যাংকক যাচ্ছিলেন। তাঁর ব্যাগে অনেকগুলি নুডলসের প্যাকেট পাওয়া যায়। সেই প্যাকেটগুলি থেকে উদ্ধার হয়েছে ২.০২ কোটি টাকার হীরে। কলম্বো থেকে মুম্বই আসা এক বিদেশি যাত্রীর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে সোনা। দুবাই, আবু ধাবি, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, দোহা, রিয়াধ থেকে আসা ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে বাকি সোনা উদ্ধার করা হয়। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বহুমূল্য হীরে এবং সোনা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুম্বই বিমানবন্দরে।

'দুঃখপ্রকাশ' সিদ্দারামাইয়ার

বেঙ্গালুরু, ২৩ এপ্রিল : কর্নাটকে কংগ্রেস নেতার কন্যাকে খুনের ঘটনাকে 'লাভ জেহাদ' বলে দাবি করেছেন কন্যাহারা বাবা। সেই অভিযোগ দল বাতিল করলেও সরব হয়েছে বিজেপি। এবার শেষমেশ দলীয় নেতার মেয়েকে খুনের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করলেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। একইসঙ্গে দ্রুত তদন্তের আশ্বাস এবং দলীয় নেতা নিরঞ্জন হিরেমথের পাশা থাকার বার্তাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভূমিকম্পে হেলে গিয়েছে তাইওয়ানের হোটেল। - এএফপি

কমিশনের নীরবতায় ক্ষুব্ধ ইয়েচুরি

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : রবিবার রাজস্থানের বনসওয়াড়ায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশকারী এবং যাঁদের বেশি সন্তান রয়েছে তাঁদের মধ্যে দেশের সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দাবি করেছিলেন, কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোট কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে বাড়ির মা-বোনদের গলার মঙ্গলসূত্র পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিরোধী দলগুলি। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে কংগ্রেস। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে ইন্ডিয়া জোটের শরিক সিপিএম।

মোদির মন্তব্য নৃশংস বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বাম নেতা। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'এটা নৃশংস। নির্বাচন কমিশনের নীরবতা আরও নৃশংস। মোদির আপত্তিকর বক্তৃতা নৈতিক আচরণবিধির চরম লঙ্ঘন। ঘৃণাত্মক বক্তৃতার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে। এই বিষয়টি কঠোরতম পদক্ষেপ এবং আদালত অবমাননার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।'

ইয়েচুরি আরও লিখেছেন, 'আশা করি সুপ্রিম কোর্ট এই উসকানিমূলক বক্তৃতার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পদক্ষেপ করবে। মোদিকে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করা হবে এবং কঠিনতম শাস্তি হবে।' এদিকে প্রধানমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে একটি অনলাইন পিটিশন দাখিলের প্রস্তুতি চলছে। ওই পিটিশনে বেশ কয়েকজন বিশিষ্টের সই থাকবে। সেখানেও প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের নিন্দা করার পাশাপাশি কমিশনের নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ইয়েচুরির সুরে সুর মিলিয়ে মোদির সমালোচনা করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নও।

সোমবার কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল কেরলে এক জনসভায়

মোদির বনসওয়াড়া মন্তব্য

বলেন, 'মোদির বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য চলতি নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর ভয়কে সামনে এনে ফেলেছে। তিনি জানেন যে প্রথমপর্বের ভোট ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে গিয়েছে।' এদিকে মোদির মঙ্গলসূত্র মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা। তিনি বলেন, 'ইসলাম ও আল্লা আমাদের সবাইকে একসঙ্গে চলতে শিখিয়েছেন। আমাদের ধর্ম কখনোই অন্য ধর্মকে অবজ্ঞা করতে শেখায়নি। বরং আমাদের অন্য ধর্মকে সম্মান করতে শিখিয়েছে।... কেউ যদি মঙ্গলসূত্র ছিনিয়ে নেয় তাহলে সে মুসলিম নয় এবং ইসলামকে বোঝে না।'

সুরাটে বিজেপির জয়ে প্রশ্ন

মনোনয়নপত্র বাতিলের পরই নিখোঁজ কংগ্রেস প্রার্থী

সুরাট, ২৩ এপ্রিল : মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার পর থেকেই সন্দেহের মেঘ দানা বাঁধছিল। এবার প্রার্থীপদ বাতিল হয়ে যাওয়া সুরাটের কংগ্রেস প্রার্থী নীলেশ কুম্ভানি নিখোঁজ হতেই সেই সন্দেহের মেঘ আরও জমাট বেঁধেছে।

> সুরাটের তরফে প্রথম পদ্মফুলটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
> **সিআর পাতিল** বিজেপি নেতা

স্থানীয় সূত্রে খবর, নীলেশের মনোনয়নপত্র বাতিলের পর থেকেই তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ফোনেও ধরা যাচ্ছে না তাঁকে। মনে করা হচ্ছে, শীঘ্রই বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন নীলেশ কুম্ভানি। সোমবার সুরাটের সমস্ত প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরই বিজেপির মুকেশ দালালকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। এভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পদ্মশিবির জয়ী হতেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে কংগ্রেস। সুরাটে নতুন করে নির্বাচন করানোর দাবিও জানিয়েছে।

কিন্তু তাতে পাত্তা দিতে নারাজ বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতি সিআর পাতিল বলেন, মুকেশ দালাল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়ায় কংগ্রেসের কর্মী, সমর্থকদের রোষ গিয়ে পড়েছে নীলেশের ওপর। মঙ্গলবার তাঁর বাড়ির দরজায় জনতার গদ্দার লেখা পোস্টার সাঁটিয়ে আসেন কংগ্রেস কর্মী, সমর্থকরা।

হরিয়ানায় কন্যাসন্তান আজও বোঝা

নবনীতা মণ্ডল

রোহতক, ২৩ এপ্রিল : পরিবারে ব্রাত্য, সরকারেও ব্রাত্য, ভোটাধিকার প্রয়োগ করব কীভাবে? গর্জে উঠল রাজধানী দিল্লি থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত হরিয়ানার প্রমীলা বাহিনী। দেশের একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যেখানের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা, সেই রাজ্য থেকে যাওয়া সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলার সময় বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-এর আঁতুড় হরিয়ানার মেয়েরা দেশের ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের আবহে গর্জে উঠে জানাল, পুরোটাই প্রচার। নিজেদের পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোটাধিকার দেওয়ার ক্ষমতাও নেই আমাদের। আজও বাড়ির পুরুষদের নির্দেশমতো আদেশ পালন না হলে, পান থেকে চুন খসলেই হরিয়ানার মেয়েদের কপালে জোটে চরমতম শাস্তি।

৯ বছর আগে হরিয়ানার পানিপথের মাটি থেকে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-এর স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০১৪ সালে, হরিয়ানার লিঙ্গ অনুপাতের পরিসংখ্যান সর্বনিম্ন

গ্রাউন্ড জিরোতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিভাগে গণনা করা হয়েছিল। দেশের প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এই প্রচার শুরু করেছিলেন। এই প্রচারের পর দেশের মানুষের চিন্তাধারার কিছুটা উন্নতি হলেও হরিয়ানার একটা বিশাল সংখ্যার মানুষ আজও কন্যাসন্তানকে নিজের বোঝা বলেই মনে করেন। গত ১০ বছরে পানিপথেই এরকম প্রায় ৪০টি ঘটনা ঘটেছে যেখানে মা সন্তানকে জন্মের আগে হত্যা করেছে। কিছু ক্ষেত্রে আবার জন্ম দেওয়ার পরই কন্যাশিশুকে হত্যা করেছে পরিবার এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার জন্মদাতা মা'ই শিশুটিকে জীবিত ফেলে দিয়েছে আস্তাকুঁড়ে। ঘটনা হরিয়ানার বহু গ্রামের।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এবারে তাই গর্জে উঠেছে হরিয়ানার মেয়েরা। যতটা ক্ষোভ পরিবারের পুরুষদের বিরুদ্ধে ঠিক ততটাই ক্ষোভ দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও। হরিয়ানার নতুন প্রজন্মের নারীদের অভিযোগ, 'যেখানে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-এর মাধ্যমে এগিয়ে আসতে পারত রাজ্যের পিছিয়ে থাকা মেয়েরা, তার জায়গায় কেন্দ্রের এই উদ্যোগ থেকে গিয়েছে শুধুমাত্র খাতায় কলমে আর প্রচারের মাধ্যমে।'

এটা বলা যায় না যে লিঙ্গ অনুপাতের দিক থেকে হরিয়ানার পরিস্থিতি সমগ্র দেশের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, তবে পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা গিয়েছে, মেয়েদের লিঙ্গ অনুপাত সবসময় ছেলেদের তুলনায় কম এখানে। রোহতকের মহর্ষি দয়ানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তরের ছাত্রী অদিতি সিং জানালেন, 'গত বিধানসভা নির্বাচনে নিজের পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার কথা পরিবারে জানাজানির পর, তিনদিন আমাকে ঘরবন্দি করে রাখা হয়েছিল। খেতেও দেওয়া হয়নি। এবারে তাই পরিবারের থেকে যাকে বলে দেওয়া হবে তাকেই ভোট দেব।'

স্নাতক-স্নাতকোত্তরে পাঠরতা ছাত্রীদের মতে, যেটা বদল বলে দেখানো হচ্ছে সেটা শুধুমাত্র প্রচার। মানসিকতায় কোনও বদল আসেনি হরিয়ানায়। রোহতক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষিকা সুনিতা চৌধুরী। বিয়ের সাত বছর পর ডিভোর্স দিতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, পরপর দুই সন্তান কন্যা জন্ম নেওয়ায় তিনি ছিলেন বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়িতে ব্রাত্য। অর্থাৎ, নরেন্দ্র মোদির বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের প্রচার যেভাবে হয়েছে সারা দেশে, বিজেপি শাসিত এই রাজ্যে তার প্রভাব নেহাতই হাতে গোনা। অভিযোগ, আজও এখানে মেয়েদের দুর্বল শ্রেণির বলে বিচার করা হয়। হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের স্নাতক স্তরের ছাত্রী প্রিয়া ভার্মার কথায়, 'বাবা-মায়ের পর মেয়েদের নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রশাসনের। কন্যারা তখনই নিরাপদ থাকবে যখন তাদের জন্মদাতা-জন্মদাত্রীরা তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে। আজও মেয়েদের জন্ম দেওয়ার পর হত্যা করা হয় এই রাজ্যে। যদিও আগের থেকে সংখ্যাটা কমেছে তবে কয়েক শতাংশ মানুষের কারণে গোটা সমাজকে আজও কটূক্তি শুনতে হয়।'

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার নারী শক্তির কথা বলেছেন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরও নারী শক্তির জয়গান গেয়েছে প্রকাশ্যেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখেও বারবার উঠে এসেছে নারী স্বাধীনতার কথা। অথচ রাজধানী দিল্লি থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে বিজেপি শাসিত এই রাজ্যের নারীরা এবারের নির্বাচনে যেন মুখ ঘুরিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে। তার প্রভাব কতটা পড়বে ভোটে, উত্তর মিলবে ৪ জুনের ফলাফলে।

(চলবে)

দৈত্যাকার প্লাস্টিকের কল। কানাডায় এক শিল্পীর ভাস্কর্য। - এএফপি

মার্কিন রিপোর্টে মণিপুর হিংসা, নিজ্জর হত্যা

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : ভারতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নিয়ে অতীতে একাধিকবার সরব হয়েছে আমেরিকা। এবার সেদেশের মানবাধিকার রিপোর্টে জায়গা করে নিল মণিপুর হিংসা-ধর্ষণ, হামলা-পালটা হামলা, কানাডার শিখ নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ড, ভারতে সাংবাদিক নিগ্রহের মতো বিষয়। লোকসভা ভোট চলাকালীন প্রকাশিত মার্কিন রিপোর্টে কেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার পর্যন্ত এ ব্যাপারে বিদেশমন্ত্রকের তরফে কোনও বয়ান জারি করা হয়নি। অতীতে এই ধরনের রিপোর্টকে 'ভুল তথ্য' এবং 'ত্রুটিপূর্ণ ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি' বলে ভারত সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। গতবছর এমনই এক রিপোর্ট প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রক বলেছিল, এটি কিছু মার্কিন আধিকারিকের পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সদ্য প্রকাশিত মানবাধিকার রিপোর্টে মণিপুর সম্পর্কে বলা হয়েছে, চলমান সংঘর্ষে সেখানে কমপক্ষে ১৭৫ জন নিহত হয়েছেন। ৬০ হাজারের বেশি মানুষ গৃহহীন। হিংসায় সমাজকর্মী ও সাংবাদিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং উপাসনালয় ধ্বংস হয়েছে। ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। মণিপুরে বিপুল সংখ্যায় নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে, প্রায় রোজই কার্ফিউ জারি করা হচ্ছে, বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। রিপোর্টে কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সেখানে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হিংসা, গ্রেপ্তারি, ভিন্নমত দমনের উদ্দেশ্যে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার অভিযোগ রয়েছে। উঠে এসেছে ভারতে বিবিসির দপ্তরে তল্লাশি, সংবাদকর্মীদের সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করার প্রসঙ্গও। জম্মু-কাশ্মীর এবং মাওবাদী প্রভাবিত এলাকাগুলিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিও মার্কিন রিপোর্টে জায়গা করে নিয়েছে। কানাডায় খুন হওয়া খালিস্তানপন্থী শিখ জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যা নিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'এটি রাষ্ট্রীয় এজেন্টদের মাধ্যমে বিচার বহির্ভূত পদক্ষেপের নমুনা।' নিজ্জরের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে উল্লেখ নেই খালিস্তানপন্থী নেতা গুরুপতবন্ত সিং পান্নুন মামলার কথা।

গতবছর মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা

মার্কিন রিপোর্ট

- মণিপুরে জাতিহিংসায় কমপক্ষে ১৭৫ জন নিহত হয়েছে। ৬০ হাজারের বেশি মানুষ গৃহহীন
- সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হিংসা, গ্রেপ্তারি, ভিন্নমত দমনের উদ্দেশ্যে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার অভিযোগ
- জম্মু-কাশ্মীর এবং মাওবাদী প্রভাবিত এলাকাগুলিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দাবি
- হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যা রাষ্ট্রীয় এজেন্টদের মাধ্যমে বিচারবহির্ভূত পদক্ষেপের নমুনা

পান্নুনকে খুনের ছক কষার অভিযোগ তুলেছিল এক ভারতীয় আধিকারিকের বিরুদ্ধে। রিপোর্টটি প্রকাশ্যে আসার পর ভারতকে মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করার আবেদন জানিয়েছেন আমেরিকার বিদেশমন্ত্রকের কর্তা রবার্ট গিলক্রিস্ট। তিনি বলেন, 'ভারতকে তার মানবাধিকার রক্ষার বাধ্যবাধকতা এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার অনুরোধ জানাচ্ছি। বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার সংক্রান্ত ইস্যুগুলিকে আমরা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি।'

শা দম্পতির সম্পত্তি বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : গুজরাটের গান্ধিনগর লোকসভা আসনের প্রার্থী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শা নির্বাচনবিধি অনুযায়ী, তাঁর ও স্ত্রী সোনালের সম্পত্তির হিসেব হলফনামায় প্রকাশ করলেন। তাতে দেখা গিয়েছে, দুর্ধর্ষ গতিতে শা দম্পতির সম্পত্তির পরিমাণ বেড়েছে।

অমিত শা ও তাঁর স্ত্রীর যৌথভাবে সম্পত্তির পরিমাণ ৬৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। গত পাঁচ বছরে সম্পত্তিবৃদ্ধি ঘটেছে ৬২.৮৪ শতাংশ। তাঁর কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ তৃতীয় দফায়, ৭ মে। তিনি আগেই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

শুক্রবার পেশ করা হলফনামায় অমিত শা'র স্ত্রী সোনাল গৃহবধূ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অমিত নিজেকে কৃষক, সমাজকর্মী বলে উল্লেখ করেছেন।

একনজরে

অমিত শা'র সম্পত্তি

পেশা	- কৃষক, সমাজকর্মী
স্থাবর সম্পত্তি	- ১৬ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা
অস্থাবর সম্পত্তি	- ২০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা
মোট সম্পত্তি	- ৩৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা

সোনাল শা'র সম্পত্তি

পেশা	- গৃহবধূ
স্থাবর সম্পত্তি	- ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা
অস্থাবর সম্পত্তি	- ২২ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা
মোট সম্পত্তি	- ২৯ কোটি ১ লক্ষ টাকা

বর্তমানে শা দম্পতির মোট সম্পত্তি
৬৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা

গান্ধিনগর কেন্দ্রের দ্বিতীয়বারের প্রার্থী অমিত শা'র ২০১৯ সালে অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১৮,২৪,৪৬,২২৪ টাকা। ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০,৩৩,৮২,৪৯৩ টাকা। পাঁচ বছর আগে তাঁর স্থাবর সম্পত্তি ছিল ১২,৮৭,২৫,০৯৩ টাকা। এবছর বেড়ে হয়েছে ১৬,৩১,৭৪,০৬০ টাকা। ২০১৯ সালে মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৩১,১১,৭১,০১৭ টাকা। ২০২৪-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬,৬৫,৫৬,৫৫৩ টাকা। কৃষিজমি, আবাসিক সম্পত্তিও আছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে অমিত শা'র কাছে ৯০০ গ্রাম সোনা, ৭ ক্যারেট হিরে, ২৫ কিলো রুপো আছে। সোনালের কাছে সোনা আছে ১৬২০ গ্রাম, হিরে আছে ২২ ক্যারেট। এর বাজার মূল্য ১.১ কোটি টাকা।

একই জায়গায় বাবার পর ছেলের মৃত্যু জঙ্গি-গুলিতে

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : দু'দশক আগে বাবা মহম্মদ আকবরকে খুন করেছিল জঙ্গিরা। এবার একই জায়গায় এবং একইভাবে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ গেল ছেলে মহম্মদ রজাকেরও।

সোমবার সন্ধ্যায় জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার থানামান্ডি থানা এলাকায় দুই জঙ্গির গুলিতে প্রাণ হারালেন রাজ্য সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের কর্মী বছর চল্লিশের মহম্মদ আবদুল রজাক।

কুন্দা টপ গ্রামের বাড়ির কাছে শাহদরা শরিফের মসজিদে প্রার্থনা সেরে বেরোনোর সময় তাঁকে গুলি করে পালায় দুই পাকিস্তানি জঙ্গি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। গত ১০ দিনে এই নিয়ে ৩ জন সাধারণ নাগরিকের প্রাণহানির ঘটনা ঘটল উপত্যকায়। মৃত রজাকের ভাই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কর্মী। জঙ্গি হামলার সময় তিনি দাদার সঙ্গে ছিলেন। তাঁকে জঙ্গিরা অপহরণ করার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। এক সেনা আধিকারিক জানিয়েছেন, জঙ্গিরা আমেরিকার তৈরি এম৪ রাইফেল থেকে গুলি ছুড়েছিল।

এই ঘটনার পর গোটা এলাকায় জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে ভারতীয় সেনা ও পুলিশ।

৭ মে জম্মু-কাশ্মীরে লোকসভা ভোট। তার মধ্যেই একের পর এক পরিকল্পিত জঙ্গি হামলায় মৃত্যুর ঘটনা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে উপত্যকায়। ৪ দিন আগে উপত্যকার বাসিন্দা এক বিহারি যুবককে খুন করেছিল জঙ্গিরা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। গত বছর রাজৌরি-পুঞ্চ এলাকায় ধারাবাহিক জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান অন্তত ২০ জওয়ান।

একের পর এক টার্গেট কিলিংয়ের ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি বলেন, 'একদিকে উপত্যকায় শান্তি বিরাজ করছে বলে দাবি নরেন্দ্র মোদি সরকারের। অথচ ১০ দিনে এই নিয়ে তৃতীয়বার টার্গেট কিলিংয়ের ঘটনা ঘটল। মৃতের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।'

স্মৃতির নিশানায় গান্ধি পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : আমেথি লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস এখনও তাদের প্রার্থীর নাম ঠিক করে উঠতে পারেনি। প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধি ফের ওই কেন্দ্রে প্রার্থী হবেন না কি তাঁর জামাইবাবু রবার্ট ভদরা প্রার্থী হবেন তা নিয়ে জল্পনা এখনও তুঙ্গে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের অন্দরের দোদুল্যমান অবস্থাকে বিঁধে নেহরু-গান্ধি পরিবারকে নিশানা করলেন আমেথির বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তাঁর কটাক্ষ, জামাইবাবুর নজর রয়েছে। শ্যালকমশাই কী করবেন। একটা সময় ছিল, যখন মানুষ বাসে সফর করার সময় বসার আসনে রুমাল রেখে নিজেদের আসন চিহ্নিত করে রাখতেন। যাতে অন্য কেউ যেন ওই আসনে বসে না পরেন। এবার জামাইবাবু যেভাবে আমেথি আসনের ওপর নজর ফেলছেন তাতে রাহুল গান্ধিও ওই আসনে রুমাল রেখে যাবেন।

রাহুল এবার এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র কেরলের ওয়েনাড়ে প্রার্থী হয়েছেন। কেরলে ২৬ এপ্রিল ভোট। আমেথিতে ভোটের যেহেতু দেরি রয়েছে তাই অনেকে বলাবলি

আমেথিতে রাহুল না রবার্ট

করছেন, কেরলের ভোটপর্ব মিটলে ওই আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে কংগ্রেস। যদিও এরই মধ্যে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার স্বামী রবার্ট ভদরা জানিয়ে রাখেন, তিনি যদি সাংসদ হতে চান তাহলে আমেথির মানুষ তাঁকেই নিজেদের কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে চাইবেন। সেই থেকে জল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে নাম ভাসছে প্রিয়াংকার স্বামীর। আমেথিতে প্রচারে গিয়ে স্মৃতি বলেছেন, ওয়েনাড়ে ভোট মিটলে রাহুল গান্ধি আমেথিতে এসে বলবেন এই কেন্দ্র তাঁর পরিবার। সমাজে জাতপাত ছড়াবেন।

কংগ্রেস আমলে আমেথির উন্নয়ন কেন হয়নি সেই প্রশ্নও তুলেছেন স্মৃতি। তিনি বলেন, আমেথির মানুষ যে দাবিগুলি জানিয়েছিলেন সেগুলি কংগ্রেস অতীতে পূরণ করতে পারেনি। রাহুল গান্ধি দীর্ঘদিন ধরে আমেথির সাংসদ ছিলেন। কিন্তু তিনি সেখানকার মানুষের জন্য শৌচাগারের মতো সুবিধাগুলি উপলব্ধ করার ব্যাপারে কোনও কাজ করেননি। তাঁর খোঁচা, 'আমার মা কেন্দ্রে সরকার চালান না। কিন্তু রাহুল গান্ধির মা কেন্দ্রে সরকার চালিয়েছেন। তবুও আমেথির জন্য কিছু করা হয়নি কেন।'

টিকিট থেকে বঞ্চিত বিজেপির শেরিং

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : লাদাখে প্রার্থী বদলাল বিজেপি। বর্তমান সাংসদ জেমিয়াং শেরিং নামগিয়েল অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে টিকিট পেলেন না। বিজেপি তাঁকে টিকিট দেয়নি। মঙ্গলবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লাদাখের একমাত্র লোকসভা আসনটির জন্য তাশি গয়ালসনের নাম ঘোষণা করল।

জেমিয়াং শেরিং নামগিয়েল সাংসদ হয়ে তাঁর প্রথম ভাষণে কংগ্রেসের তুলোধোনা করেছিলেন। ১৯৬২-র যুদ্ধে লাদাখের কিছুটা অংশ ভারতের হাতছাড়া হওয়ার জন্য তিনি কংগ্রেসকে দুষেছেন। তিনি রেহাই দেননি বিজেপিকেও। চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাঁচ বছর ধরে সরব এই বিদায়ি সাংসদ। লোকসভা অধিবেশনের মধ্যেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের দেওয়া তথ্য সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, লাদাখের ভারতীয় ভূখণ্ডে এখনও লাল ফৌজ রয়েছে। অর্থাৎ চিনা সেনা এদেশে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। ভারতীয়রা রুজিরুটির সন্ধানে সেখানে গেলে তাদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। শেরিংয়ের মন্তব্য বিজেপিকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। অনুমান, সেকারণেই বিজেপি শেরিংকে এবার প্রার্থী করেনি।

রায়ের পুনর্মূল্যায়ন

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : লোকসভা ভোটের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের ২জি মামলার রায়ের পুনর্মূল্যায়ন চায় কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১২ সালে শীর্ষ আদালত ইউপিএ আমলে বিভিন্ন সংস্থাকে ২জি স্পেকট্রাম লাইসেন্স বণ্টনের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছিল। নিলামের মাধ্যমেই স্পেকট্রাম বণ্টন করার শর্তও আরোপ করেছিল আদালত। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্পেকট্রাম যাতে দেওয়া যায় সেইজন্য ওই রায়ে সংশোধনী আনার আর্জি জানিয়েছে মোদি সরকার।

হিমালয়জুড়ে হিমবাহ হ্রদ

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : হিমালয় অঞ্চলের একাধিক উপগ্রহচিত্র প্রকাশ করেছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। যা দেখে কপালে চিন্তার ভাঁজ গভীর হয়েছে পরিবেশবিদদের। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়ের হিমবাহগুলির বরফ দ্রুত গলছে। সেই জল জমে বহু হ্রদ তৈরি হয়েছে।

এইসব হ্রদের একাংশ ৩-৪ দশকের পুরোনো। তবে গত কয়েকবছরে তৈরি হওয়া হ্রদের সংখ্যা অনেক বেশি। ২০১৬-'১৭-য় হিমালয় অঞ্চলে বরফ-গলা জলে তৈরি ২,৪৩১টি হ্রদকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আরও উদ্বেগজনক হল, ৬০০টির বেশি হ্রদ যা হিমালয়ের মোট হিমবাহ হ্রদের ৮৯ শতাংশ। গত ৩০-৪০ বছরে তাদের আকার দ্বিগুণ হয়েছে।

এই হ্রদগুলির অন্যতম হল হিমাচলপ্রদেশে ৪,০৬৮ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত ঘেপাংঘাট। হিমবাহ হ্রদটি ১৯৮৯-এর নিরিখে ২০২২-এ ৩৬.৪৯ হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০১.৩০ হেক্টর জমিতে প্রসারিত হয়েছে। বৃদ্ধির হার ১৭৪ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রতি বছর হ্রদটি ১.৯৬ হেক্টর এলাকায় ছড়িয়েছে। দ্রুত বাড়তে থাকা এই ধরনের হ্রদের সংখ্যা ৬৭৬টি। তার মধ্যে ১৩০টি ভারতে অবস্থিত।

পরিবেশবিদদের মতে, হিমবাহ হ্রদের বাড়-বৃদ্ধি থেকে স্পষ্ট যে হিমালয় অঞ্চলে বরফের সীমারেখা ক্রমশ পিছোচ্ছে। পাহাড়ি এলাকায়

ইসরোর উপগ্রহচিত্রে উদ্বেগ বাড়ছে

যে বিপুল জলরাশি তৈরি হচ্ছে তার সঙ্গে মিশছে বৃষ্টি ও আরও তুষার-গলা জল। সেই বিপুল জলরাশি হ্রদের পাড় ভেঙে নেমে এলে পাহাড় ও সমতলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। মুছে যেতে পারে অসংখ্য গ্রাম-শহর। ইসরোর উপগ্রহচিত্র বিপদঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। এখনই সতর্ক না হলে বড় বিপর্যয় অপেক্ষা করছে বলে জানাচ্ছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা।

২ দিনে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৩ ভারতীয় ছাত্রের

ওয়াশিংটন ও বিশকেক, ২৩ এপ্রিল : বিদেশে প্রায়ই মারা যাচ্ছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁরা খুন হয়ে যাচ্ছেন। বলি হচ্ছেন পথ দুর্ঘটনারও। গত শনিবার অ্যারিজোনায় সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হলেন দুই ভারতীয় শিক্ষার্থী। পরের দিন কিরঘিজস্তানে জলপ্রপাতে পড়ে মৃত্যু হল আরও এক পড়ুয়ার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা প্রদেশের লেক প্লেজেন্টের কাছে দুটি গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কায় মৃত দুই ছাত্রই দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানার বাসিন্দা। দু'জনেই অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। নিবেশ মুক্কা ও গৌতম পারসি নামে দুই পড়ুয়ারই বয়স ১৯। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মুক্কা ও পারসি ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁদের গাড়ির চালককে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অন্যদিকে রবিবার কিরঘিজস্তানে মৃত্যু হল অন্ধ্রপ্রদেশের এক ছাত্রের। তিনি এক হিমায়িত জলপ্রপাতের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম দাসরি চান্দু। ২০ বছর বয়সি ওই ছাত্র চার সহপাঠীকে নিয়ে জলপ্রপাতটি দেখতে গিয়েছিলেন। দাসরি বিশাখাপত্তনমের অনকাপল্লির বাসিন্দা। তিনি কিরঘিজস্তানে মেডিকেল নিয়ে পড়ছিলেন। মেডিসিনের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র চান্দুর দেহ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জি কিষেন রেড্ডির সঙ্গে চান্দুর পরিজনেরা যোগাযোগ করেছেন।

হাওয়ার চোটে ভাঙল সেতু

হায়দরাবাদ, ২৩ এপ্রিল : ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে ভেঙে পড়ল নির্মিয়মাণ সেতুর একাংশ। সোমবার রাত ৯টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার পেড্ডাপাল্লি জেলায়। ২০১৬ সালে স্থানীয় বিধায়ক তথা তেলেঙ্গানা বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার এস মধুসূদন চারি মানারির নদীর ওপরে প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা ওই সেতুটির দ্বারোদঘাটন করেছিলেন। ওডেডু গ্রামের প্রাক্তন প্রধান সিরিকোন্ডা বাক্কা রাও জানিয়েছেন, যে ঠিকাদার সেতু নির্মাণের কাজে রয়েছেন তিনি ২০২১ সালে ভেমুলাওয়াডাতে একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। সেটি প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল।

নির্বাচনে জেতার পর মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজু। - এএফপি

২ কপ্টারের সংঘর্ষ

কুয়ালালামপুর, ২৩ এপ্রিল : মালয়েশিয়ার আকাশে চলছিল তখন নৌবাহিনীর কপ্টারের মহড়া। হঠাৎই দুই কপ্টারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন নৌসেনা। মঙ্গলবার মালয়েশিয়ান নৌবাহিনীর ৯০-তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে মহড়া চলছিল। মালয়েশিয়ার লুমুট শহরের কাছে এই দুর্ঘটনায় কপ্টারে থাকা কেউই বেঁচে নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দেহগুলি উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ ও দমকলবাহিনী। সাহায্যে নেমেছেন স্থানীয়রাও। সংঘর্ষের এবং ভেঙে পড়ার দৃশ্যটির ফুটেজ মিলেছে। এই মুহূর্তে তা ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। রয়্যাল মালয়েশিয়ান নৌবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, এইচওএম (এম৫০৩-৩) এবং ফেনেক (এম৫০২-৬) নামের দুটি হেলিকপ্টার স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩২ মিনিট নাগাদ সংঘর্ষে ভেঙে পড়ে। সেই সময় বাহিনীর মহড়া চলছিল। আগামী ৩-৫ মে নৌবাহিনীর বর্ষপূর্তি উৎসব রয়েছে। দেশের নৌবাহিনী এবং সরকার একটি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

তাপপ্রবাহের মধ্যেই চার রাজ্যে ভোট

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : দেশজুড়ে চলছে লোকসভা নির্বাচন। শুক্রবার দ্বিতীয় দফার ভোট পর্ব রয়েছে। ইতিমধ্যে দিল্লির মৌসম ভবনের তরফে ভোটের দিন চার রাজ্যে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বাংলাও। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং কর্ণাটকে তাপপ্রবাহের চরম সতর্কতা দিয়েছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সপ্তাহান্তে চরম তাপপ্রবাহ চলবে। বুধবার থেকে ফের কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে।

আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা রয়েছে। কলকাতা ও হাওড়ায় তাপপ্রবাহ খানিকটা কম থাকবে। বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই তাপপ্রবাহ চলতে পারে। লাল সতর্কবার্তা থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বাঁকুড়া এই চার জেলায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশে 'লু' বইবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের বিজ্ঞানী নরেশ কুমার জানিয়েছেন, আগামী তিনদিন তাপপ্রবাহের নিরিখে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে বাংলায়। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কিছু জায়গায় তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি ছাড়াবে। কেরলেও তা-ই।

তাপপ্রবাহের জেরে প্রথম দফায় ভোটের হার কমায় উদ্বিগ্ন কমিশন। প্রথম দফায় ৬৫.৫ শতাংশ ভোট পড়েছে যা ২০১৯-এর চেয়ে ৪.৪ শতাংশ কম। সেবার একই লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে ভোট পড়েছিল ৬৯.৯ শতাংশ। শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় ১৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটগ্রহণ হবে। এর মধ্যে বাংলা সহ অন্তত চারটি রাজ্যে তাপপ্রবাহ চলবে। সোম ও মঙ্গলবার তাপমাত্রা সামান্য কম থাকলেও বুধবার থেকে বাড়বে বলে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। বিহারের নওয়াদা ও গয়া কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য তথ্য থেকে দেখা গিয়েছে, ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে তাপমাত্রা হলেই ভোটের হার কমে যায়।

জিতলে উত্তরে এইমস, আশ্বাস শা'র

কল্লোল মজুমদার ও দীপঙ্কর মিত্র

মালদার রোড শোয়ে অমিত শা। পাশে শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। মঙ্গলবার।

মালদা ও রসাখোয়া, ২৩ এপ্রিল : ৩৫টি আসন জিতলে উত্তরবঙ্গে এইমস গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। রাজ্যে দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে উত্তর দিনাজপুরের রসাখোয়ায় এসে এমনই মন্তব্য করেন তিনি। রসাখোয়ায় জনসভা করার আগে তিনি মালদা শহরে একটি রোড শো করেন। ওই রোড শো থেকে রাজ্য সরকারের দুর্নীতি নিয়ে শা'হের কটাক্ষ, 'দিদি তাঁর মন্ত্রীদের দুর্নীতি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর মন্ত্রী-নেতাদের বাড়ি থেকে রাশি রাশি টাকা উদ্ধার হয়েছে। সব ফাঁস হয়ে গিয়েছে।'

মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১২টা নাগাদ অমিত শা'র কপ্টার এসে পৌঁছায় মালদা বিমান বন্দরে। সেখান থেকে সোজা তিনি চলে আসেন শহরের প্রাণকেন্দ্র পোস্ট অফিস মোড়ে। সেখানে তখন উৎসবের মেজাজ। বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ঢাক, তাসা নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। গেরুয়া পতাকা, বেলুনে সেজে উঠেছে পুরো এলাকা। চারিদিকে শুধু জয় শ্রীরাম ধ্বনি। মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে বিজেপির বিজয় সংকল্প যাত্রার রথ। গাড়ি থেকে নেমেই সেই রথে উঠে পড়েন শা। সেই রথে সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ মালদার প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। সেখান থেকেই তিনি দু'চার কথা বলেন। শা'র মন্তব্য, 'উজ্জ্বল ভারত গড়তে গেলে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে গেলে এনআরসি এবং সিএএ দরকার। ভ্রষ্টাচার বন্ধ করতে হবে। বেকারত্ব দূর করতে হবে। যেটা গত দুইবারের ক্ষমতায় থেকে কেন্দ্রের মোদি সরকার করেছেন। এরাজ্যে তৃণমূল সরকার শুধু দুর্নীতি আর ভ্রষ্টাচার করে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর একটাই ভাষা সেটাই হচ্ছে আপনাদের ভোট।' তিনি আরও বলেন, 'আজ মালদা নির্ভয়া দিদিকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছে তাতে আমি কৃতজ্ঞ। গত নির্বাচনে ৫ হাজার ভোটের পার্থক্য ছিল। ভুল হলে মাশূল দিতে হয়। এবার ৫০ হাজার ভোটে জেতাবেন।'

মালদায় রোড শোয়ের পর তিনি সোজা চলে যান রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের করণদিঘির রসাখোয়ায়। সেখানে তিনি বিজেপি প্রার্থী কার্তিকচন্দ্র পালের সমর্থনে সভা করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'মোদিজি তৃতীয় বার ক্ষমতায় এলে উত্তরবঙ্গে এইমস হবে। রায়গঞ্জে এইমসের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। মমতা দিদি তা রুখে দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের এইমস চলে গিয়েছে কল্যাণীতে। তাই মোদিজির গ্যারান্টি, ৩০ আসন জিতিয়ে দিন, আমরা উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদা এইমস বানানোর কাজ শুরু করব।'

ওই সভা থেকে অমিত শা আরও বলেন, 'বাংলাকে যদি হিংসামুক্ত করতে হয়, অনুপ্রবেশ রুখতে হয়, শরণার্থীদের নাগরিকতা দিতে হয়, তবে তার একমাত্র রাস্তা হল নরেন্দ্র মোদিকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী বানানো। মোদি একমাত্র পারবেন দুর্নীতি ঠেকাতে এবং উন্নয়ন করতে।' শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল প্রসঙ্গে শা'র মন্তব্য, 'তৃণমূল নেতারা কোটি কোটি টাকা নিয়ে জাল শিক্ষক নিয়োগ করেছে। ফলে হাইকোর্ট চাকরি বাতিল করেছে। কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। ওদের এক মন্ত্রীর বাড়ি থেকে ৫০ কোটি টাকার বেশি উদ্ধার হয়েছে। তাই কাটমানি, চাকরি নিয়ে দুর্নীতি বাংলায় আটকানো প্রয়োজন।'

বন্যপ্রাণের নিরাপত্তায় জঙ্গলে সতর্কতা

শুভদীপ শর্মা ও অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : একদিকে পূর্ণিমার চাঁদের আলো। অন্যদিকে ভারত-নেপাল সীমান্তের নেপালে হাতি মেরে তার দাঁত কেটে নিয়ে গিয়েছে চোরাশিকারিরা। এর জেরেই গরুমারা, জলদাপাড়া সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গলে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা উত্তরের জঙ্গলকে। দিনরাতের বিশেষ নজরদারি চলছে বিভিন্ন এলাকাজুড়ে। জঙ্গলে প্রবেশের বিভিন্ন পথে পুলিশের সাহায্যে চলছে নাকা চেকিং। বিভিন্ন রিসর্টে থাকা পর্যটকদের তালিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গরুমারার ভিতরে নজরদারিতে কুনকি হাতির পাশাপাশি গরুমারার প্রশিক্ষিত কুকুর অরল্যান্ডোর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, দিনদশেক আগে, কার্সিয়াং ডিভিশনের কাছে নেপাল সীমানার মধ্যে একটি দাঁতালের মৃতদেহ উদ্ধার করে নেপালের বন দপ্তর। ওই হাতিটির দাঁত কেটে নিয়ে যায় চোরাশিকারিরা। উত্তরবঙ্গ লাগোয়া প্রতিবেশী দেশ নেপালের এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন উত্তরবঙ্গের বন দপ্তর। উত্তরবঙ্গে এধরনের ঘটনা আটকাতে ইতিমধ্যেই হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে গরুমারা জলদাপাড়া সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চলে। জঙ্গলে প্রবেশ ও বের হওয়ার বিভিন্ন রাস্তায় চলছে নাকা চেকিং। বিভিন্ন বনাঞ্চলে আনাচে-কানাচে দিনের ২৪ ঘণ্টা জোরদার নজরদারি চলছে। নজরদারিতে বেশি সংখক কুনকি হাতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। যাতে হেঁটে যে সমস্ত এলাকায় বনকর্মীরা যেতে পারেন না সেখানেও নজরদারি চালানো যায়। এই বিষয়ে বন দপ্তরের নীচু থেকে উঁচু সর্বস্তরের বনকর্মীদের নিয়ে এই বিষয়ে বৈঠক করে কর্মীদের সতর্কও করে দেওয়া হয়েছে। সাহায্য চাওয়া হয়েছে রিসর্ট ব্যবসায়ীদেরও।

গরুমারা জঙ্গলে হাতির পিঠে নজরদারি।

> নিরাপত্তার কোনওরকম খামতি রাখা হচ্ছে না। সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই বন দপ্তরের কাছে খবর দেওয়ার অনুরোধও করা হয়েছে সর্বস্তরের মানুষের কাছে।
>
> **ভাস্কর জেভি** বনপাল
> উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগ

বন দপ্তর সূত্রে খবর, চোরাকারবারিরা কিছুটা বাড়তি সুবিধা পেয়েছে পূর্ণিমার জন্য। মঙ্গলবার পূর্ণিমা আর এই সময় জঙ্গলের আনাচে-কানাচে পরিষ্কার দেখা যায়। সেই সুযোগে চোরাশিকারিরা আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রতি পূর্ণিমার পাশাপাশি এই পূর্ণিমাতেও বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে বন দপ্তর। উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'নিরাপত্তার কোনওরকম খামতি রাখা হচ্ছে না। সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই বন দপ্তরের কাছে খবর দেওয়ার অনুরোধও করা হয়েছে সর্বস্তরের মানুষের কাছে।' গরুমারা জঙ্গলের শেষ প্রান্তে জলঢাকা নদীর জির বাঁধ এবং রামশাই জলঢাকার চর। ২০১৭ সালে গরুমারার জোড়া গন্ডার খুনের সময় এই পথকেই ব্যবহার করেছিল চোরাকারবারিরা বলে বন দপ্তরের তদন্তে উঠে এসেছিল। এবার সে দিকেও চলছে ২৪ ঘণ্টার বিশেষ নজরদারি রয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

আকাশপথে ত্রাণ। প্যারাসুটে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে গাজায়। -এএফপি

খাদ্য দপ্তরে নিয়োগেও স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : নিয়োগে আরও এক কেলেঙ্কারির আভাস। সেজন্য আদালতে আরেক ধাক্কা রাজ্য সরকারের। কেলেঙ্কারির অভিযোগটি খাদ্য দপ্তরে। ওই দপ্তরে সাব-ইনস্পেকটর পদমর্যাদার আধিকারিক নিয়োগের পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ওই পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগও আছে। সেজন্য ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট।

মঙ্গলবার খাদ্য দপ্তরের নিয়োগে স্থগিতাদেশ দেওয়ার পাশাপাশি দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তভার সিআইডিকে দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। ২২ মে মামলার পরবর্তী শুনানির দিন সিআইডিকে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ফলে আপাতত খাদ্য দপ্তরের সাব-ইনস্পেকটর পদে কাউকে নিয়োগ করা যাবে না।

যদিও ~~খাদ্যমন্ত্রী রথীন~~ ঘোষের বক্তব্য, 'কোনও নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হলেই সিপিএম এবং বিজেপির কয়েকজন মামলা করে বাধা দিচ্ছেন। আমরা বিচারপতিদের নিয়ে কোনও কথা বলছি না। তবে রায় নিয়ে আমাদের আপত্তি থাকলে আমরা উচ্চতর বেঞ্চে যাব।' রাজ্য সরকার এজন্য আইনজীবীদের পরামর্শ নিতে শুরু করেছে।

যদিও সিপিএমের আইনজীবী নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিযোগ, 'এই সরকার প্রতিটি নিয়োগে অনৈতিক কাজ করছে। আদালত তো আইনের মধ্যে থেকেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি সামনে আসার পর রাজ্যের কোনও মন্ত্রীর মুখে আর কোনও কথা শোভা পায় না।' খাদ্য দপ্তরের সাব-ইনস্পেকটর পদে নিয়োগের জন্য চলতি বছরের ১৬ ও ১৭ মার্চ পরীক্ষা হয়েছিল।

১২ জন প্রার্থী, ত্রিমুখী লড়াই কিশানগঞ্জে

কিশনগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : দিন তিনেক পরই কিশনগঞ্জ লোকসভা আসনে ভোট। কিন্তু ভোট নিয়ে নিরুত্তাপ কিশনগঞ্জ। এই কেন্দ্রে ১২ জন প্রার্থী লড়ছেন। এর মধ্যে আটজন নির্দল। এখানে এবার ত্রিমুখী লড়াই। কংগ্রেসের বিদায়ি সাংসদ প্রার্থী ডাঃ জাবেদ আজাদ, এনডিএ প্রার্থী শরিকদল জেডি (ইউ)-র মাস্টার মুজাহিদ আলম ও এআইএমআইএম বা মিমের প্রার্থী আখতারুল ইমান। নির্বাচনি প্রচারে প্রার্থীদের থেকেও জেলা নির্বাচন দপ্তরের সচেতনতামূলক প্রচারে বেশি জোর দেখা যাচ্ছে।

জেলা শাসক তুষার সিংলা বলেন, 'অতীতে এই লোকসভায় ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত ভোটদানের রেকর্ড রয়েছে। কমিশন থেকে সচেতনতামূলক ভোট দান সম্পর্কিত প্রচার চালানো হচ্ছে। এ বছর বুথে ভোটাররা যেন ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে বেশি করে বুথে আসেন সেজন্য প্রচার করা হচ্ছে।' এই আসনটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। মোট ভোটারের ৭০ শতাংশ সংখ্যালঘু। এখানে মোদি-ঝড় উধাও। গত কয়েক বছর ধরে বিজেপি বা এনডিএ জোটপ্রার্থীরা এখানে দাঁত ফোটাতে পারেননি। ইন্ডিয়া জোটের শরিক কংগ্রেস ও একসময় রাষ্ট্রীয় জনতা দল এখান থেকে বছরের পর বছর বিজয়ী হয়েছে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমানায় একবারই মাত্র বিজেপি প্রার্থী সৈয়দ শাহনওয়াজ হোসেন এখান থেকে জিতেছিলেন।

তর্জা ২ রথীর

প্রথম পাতার পর

অভিষেকের কথায়, 'প্রথম দফায় বিজেপির মাথা ভেঙেছি। দ্বিতীয় দফায় কাঁধ, তৃতীয় দফায় কোমর, চতুর্থতে হাত, পঞ্চম দফায় পা, ষষ্ঠবারে হাঁটু ও সপ্তম দফায় গোটা শরীর ভেঙে বলো হরি বোল, হরি বোল।'

জনগণের গর্জন, বিজেপির বিসর্জন স্লোগান তুলে চব্বিশের ভোটে থিম সং করেছে তৃণমূল। সেই স্লোগান শিলিগুড়ির মাটিতে দাঁড়িয়ে খানিক বদলেও দিলেন অভিষেক। তাঁর গলায় এবার শোনা গেল, 'অনেক হয়েছে শাসন, ২৬ তারিখ বিসর্জন।'

অভিষেক একা বলে যাবেন, আর বিজেপি তা চুপ করে শুনবে তা তো হয় না। তাই বিকেলে অভিষেকের প্রতিটা কথার যেন পালটা দিয়েছেন নিশীথ-কিরেন-শুভেন্দুরা। রোড শো'র আগে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চিকেন নেকে অবস্থিত শিলিগুড়ির গুরুত্ব তুলে ধরেন বিজেপ প্রার্থী রাজু বিস্ট। সেই সূত্র ধরেই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'শিলিগুড়ি দেশীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সংবেদনশীল শহর। তাই নিরাপত্তার জন্য তৃণমূলকে হারাতে হবে। এই দলকে জায়গা দেওয়া যাবে না। খতরা হ্যায়।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকও তৃণমূলকে বিপজ্জনক দল হিসেবে তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে উৎখাত করার কথা বলেন। শুভেন্দু আবার বলেন, 'উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি। সুরক্ষার স্বার্থে তৃণমূল বিপজ্জনক। তাই শহরকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।'

হাজার হাজার শিক্ষকের চাকরি যেতেই উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে হুংকার ছেড়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাকরিচ্যুতদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কঠোর সমালোচনা করেছিলেন বিজেপির। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পর নিজের বক্তব্যে শিক্ষক দুর্নীতির বিষয়টি অনুচ্চারিত রেখেছেন অভিষেক। তবে চুপ থাকেননি শুভেন্দু। চাকরিচ্যুতদের দায় মুখ্যমন্ত্রীর ওপর চাপিয়ে নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক বলেন, 'মন্ত্রীসভার সমস্ত সিদ্ধান্ত এককভাবে নিয়ে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁর সবার আগে জেলে যাওয়া উচিত। উনি জেলে গেলে বাংলা বাঁচবে।'

মামলার প্রস্তুতি

প্রথম পাতার পর

আদালতের রায় ও সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শেখ রফিকুল হোসেন। সুনিয়া মুদিরাম বিদ্যাভবনের অঙ্কের এই শিক্ষকের কথায়, 'আমাদের বলির পাঁঠা করা হয়েছে। এতদিন তাহলে কী তদন্ত করল সিবিআই?' আদালতের নির্দেশে এখন নিয়োগ বাতিলের অর্থ কর্মজীবনে ছেদ, বেতন বন্ধ। রানিগঞ্জ গান্ধি মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায় নিজেকে সামলাতে পারছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের বেতন বন্ধ হলে স্কুল সার্ভিস কমিশনের সমস্ত কর্মীরও বেতন বন্ধ করা হোক।'

মানবিক কারণে সোমা দাসের চাকরি বহাল রাখার কথা বলেছে হাইকোর্ট। শহিদ মিনারের তলায় জমায়েতের অনেকের কথায়, 'আমাদের বাড়িতেও বৃদ্ধ মা-বাবা আছেন। তাঁদের অনেকে গুরুতর অসুস্থ। আমাদের সন্তান আছে। তাঁদের কী হবে? টাকা দিয়ে আমরা চাকরি পাইনি। আমাদের চাকরি কেন থাকবে না?'

শিলিগুড়ির শালবাড়ি হাইস্কুলের শিক্ষিকা সৌমী সরকার আদালতের রায়ে দৃশ্যত বিধ্বস্ত। তাঁর কথায়, 'অযোগ্যদের খুঁজে বের করতে গিয়ে এই রায়ের মাধ্যমে যোগ্যদের চাকরি বাতিল করে অন্যায় করা হল। গোটা প্যানেল বাতিল করে দেওয়ায় আমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। যোগ্যরা যাতে টিকে থাকেন, সেই বিষয়টি দেখার জন্য হাইকোর্টের কাছে আবেদন করব।'

অলীক স্বপ্নের

প্রথম পাতার পর

বিজেপিকে দেশে হারিয়ে তারা জোট সরকারে থাকলে কী কী করতে পারত তার ফিরিস্তি দিতে পারত।

তৃণমূল তাদের ৬টি ভাষার ইস্তাহারে সব ভারতীয়র নিশ্চিত কর্মসংস্থান, সবার বাসস্থান, কৃষকদের ফসলের ন্যূনতম দাম থেকে শুরু করে বিনা পয়সায় গরিবদের ১০টা গ্যাস সিলিন্ডার, সামাজিকভাবে অনগ্রসর ছাত্রদের স্কলারশিপ, ১০ লাখ টাকার স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড দেবে বলে জানিয়েছে। দুয়ারে মাসে ৫ কেজি চাল, গম দেওয়া হবে।

তবে তার আগে জমিদার বিজেপিকে হটাতে হবে। সেইসঙ্গে অবশ্যই আছে সিএএ আর এনআরসি বাতিলের কথাও। সেখানেও মুশকিল, কংগ্রেসের ন্যায়পত্রে সিএএ'র কোনও উল্লেখ নেই। অথচ এ রাজ্যে এটাই তৃণমূলের প্রচারে বড় জায়গাজুড়ে রয়েছে। জোটের ইস্তাহার কমিটিতে তৃণমূল থাকলেও তারা ওদিক মাড়ায়নি।

এটা রাজ্যের ভোট নয়। রাজ্যের হলে যেভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রীর কথা বলা যেত, কেন্দ্রের ভোটে তা বলা যাবে কি? যদি অন্য শরিকরা আপত্তি করে তবে সেসব হওয়ার নয়। তার উপর বড় কথা হল, ভোটের আগে যেভাবে জোটের থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে তাতে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা পরে অটুট থাকবে তো?

জানেন কি

সাপ গন্ধ শুঁকতে জিভ ব্যবহার করে।

আইআইটি খড়্গপুর রিসার্চ পার্কের বিশেষ ইভেন্ট

নিউজ ব্যুরো

২৩ এপ্রিল : আইআইটি খড়্গপুর রিসার্চ পার্ক সম্প্রতি সফল ইভেন্টের আয়োজন করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্র উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকদের প্রতিভাকে সবার সামনে তুলে ধরা। এই ইভেন্টে ছাত্ররা যেমন তাদের প্রোজেক্ট ও প্রোডাক্ট দেখানোর সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনই শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধিরও সুযোগ হয়েছিল।

ইভেন্টে ডঃ তৃপ্ত গর্গ (সায়েন্টিস্ট-ই), অধ্যাপক ডঃ খনিন্দ্র পাঠক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ইভেন্টটির জন্য ডঃ পাঠক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই ইভেন্টে প্রদর্শিত ছাত্রদের উদ্ভাবনী ধারণা ভবিষ্যতে সফল স্টার্ট-আপে সাহায্য করতে পারে। ডঃ পাঠকের কথায়, 'ইভেন্টটি পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিভা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাক্ষ্য। আমাদের বিশ্বাস, এখানে উপস্থাপিত ধারণাগুলি বিশ্বে বাস্তবিক পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে।'

বিপ্লবের কাঁটা দ্বন্দ্ব

প্রথম পাতার পর

একদা লালদুর্গে ঘাসফুল ফুটিয়ে তৃণমূল যতটা চমক দিয়েছিল, ২০১৯ সালে ঘাসবাগানে পদ্ম ফুটিয়ে তার চেয়ে বড় চমক দিয়েছিল বিজেপি। সাংসদ হওয়ার পর দলের রাজ্য সভাপতির পদে বসে সুকান্ত মজুমদার এখন বালুরঘাটের একাংশের কাছে আইকন। ভোটের লড়াইয়ে সুকান্তর ব্যক্তিগত ইমেজ যে গেরুয়া শিবিরের অন্যতম পুঁজি বলাটা ভুল হবে না। উত্তরবঙ্গ থেকে একটি সর্বভারতীয় দলের রাজ্য সভাপতি হওয়াটা সুকান্তকে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। তাই 'ঘরের ছেলে'র পাশে দাঁড়াতে চাইছে রাজনীতি নিরপেক্ষ মানুষের একাংশও।

কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বালুরঘাটকে জোড়া ট্রেন উপহার দিয়ে এবং রেল উন্নয়নে একাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ করে বিরোধীদেরও বাহবা কুড়িয়েছেন সুকান্ত। প্রকাশ্যে অস্বীকার করলেও বাম, তৃণমূলের অনেক কর্মীও ঘনিষ্ঠ মহলে এই বিষয়ে সাংসদের প্রশংসা করছেন। শুধু রেলের উন্নয়নই বালুরঘাট কেন্দ্রের ভোটারদের একাংশের অনেক না পাওয়ার ব্যথা উপশমে ধন্বন্তরির মতো কাজ করেছে। রেল-ই বিজেপির ভোটের ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়েছে।

আমের মরশুমে পাওয়া যেত বলে ব্রিটিশরা তপসে মাছকে বলত 'ম্যাংগো ফিশ'। শুনে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন, 'এমত অমৃত ফল ফলিয়াছে জলে, সাহেবরা তাই সুখে ম্যাংগো ফিশ বলে।' মুখে মুখে ছড়িয়ে যাওয়া কথা যে কতটা কার্যকরী, তা দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামেগঞ্জে ঘুরলে আন্দাজ করা যায়। 'এই ভোট দিল্লির ভোট' - জলপাইগুড়ির মতো বালুরঘাটেও সেই হাওয়া তুলতে সফল হয়েছে আরএসএস। মুখে মুখে সেই প্রচার গ্রামীণ এলাকাতেও বেশ সাড়া ফেলেছে।

তবে বড় অঙ্কের সংখ্যালঘু ভোট, তৃণমূলের তুলনায় দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামো এবং ভোট মেকানিজম চিন্তায় রেখেছে সুকান্তকে। ভোট করাতে বাইরে থেকে লোক আনতে হয়েছে বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বাম-কংগ্রেস জোট সামাজিক মাধ্যমে যতটা সোচ্চার, ততটা বাস্তবের মাটিতে নয়। তাদের ভোট কারও জয়পরাজয়ের ক্ষেত্রে নির্ণায়কও হবে না। তবে আরএসপি প্রার্থীর ভোট বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

আইএসএফ এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে অধ্যাপক মোজাম্মেল হককে। তিনি যেটুকু সংখ্যালঘু ভোট টানতে পারবেন, সেটা তৃণমূলেরই ক্ষতি করবে। বালুরঘাট পুনরুদ্ধারে তৃণমূলের শেষ অস্ত্র ছিলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। সেই অস্ত্রেই শান দিয়েছে দল। এই কেন্দ্রে জোড়াফুল ফোটাতে সংখ্যালঘু ভোট উৎকৃষ্ট সার। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত তিন বিধানসভা কেন্দ্রে জানকবুল লড়াই শুরু করেছেন বিপ্লব। তবে বাস্তব পরিস্থিতি বলছে, যতটা বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে লড়তে হচ্ছে তাঁকে, ঠিক ততটাই লড়তে হচ্ছে নিজের দলের একাংশের সঙ্গে।

তৃণমূলের গোষ্ঠী রাজনীতির ফলেই যে ২০১৯ সালে অর্পিতা ঘোষকে হারতে হয়েছিল, তা কারও অজানা নয়। পাঁচ বছর আগে বিপ্লবের কলকাঠি নাড়ানোতেই যে দলের নৌকাডুবি হয়েছিল, তৃণমূলের অন্দরে সেই ইতিহাসও বাসি হয়নি। ফলে নিজের সেই অস্ত্র যাতে বুমেরাং না হয়, তা নিশ্চিত করতে কালঘাম ছুটছে তৃণমূল প্রার্থীর। জেলার দলীয় রাজনীতিতে বিপ্লবের বন্ধুর চাইতে শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশি। তৃণমূলের ভিড়ে কান পাতলে শোনা যায়, জেলায় দলের শেষকথা বলব আমি- বিপ্লবের এই একনায়কতন্ত্রী মনোভাব চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে।

এমনিতেই নিজের লোক ছাড়া বিরোধী গোষ্ঠীর কাউকে পাত্তা না দেওয়ার অভিযোগ বিপ্লবের বিরুদ্ধে বরাবর। ফলে তিনি জিতলে তাঁরা যে অস্তিত্ব সংকটে পড়বেন, সেটা ভালোই বুঝছেন দলের বিরোধী লবির নেতারা। ফলে তলে তলে সুতো কাটা যে শুরু হয়নি, তার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারছে না। বিপ্লবের এক ভাই গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান। অন্য ভাই সরকারি প্যানেলের আইনজীবী। পরিবারতন্ত্র নিয়ে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দলের ভেতরে-বাইরে ক্ষোভও খুব একটা কম নয়।

বালুরঘাটের বদলে তিনি সবসময় গঙ্গারামপুরকে প্রাধান্য দেন, এই অভিযোগও নতুন নয়। বিপ্লব জিতলে সব সুবিধা, প্রকল্প গঙ্গারামপুরে চলে যাবে- বালুরঘাট, হিলি এলাকায় ভেতরে ভেতরে এই প্রচার ভাইরাল হয়েছে। মন্ত্রী হিসাবেও জেলার উন্নয়নে সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি বিপ্লব। এই বিষয়গুলো তৃণমূল প্রার্থীকে বেকায়দায় ফেলেছে। তিনি যে গোটা জেলার কথা ভাবেন, সেটা সভা করে বোঝাতে হচ্ছে বিপ্লবকে।

তাছাড়া দণ্ডি কাণ্ডের ক্ষত এখনও শুকোতে দেয়নি বিজেপি। যা অস্বস্তি বাড়িয়েছে তৃণমূলের। বুথ পর্যন্ত ভোট নিয়ে যেতে না পারলে নাকি কেউই নিশ্চিত ভোটার নয়। সেই ভোট মেকানিজমে বিজেপির থেকে অনেকটা এগিয়ে বিপ্লব বাহিনী। তাই ইঞ্চি মেপে পা ফেলছে তৃণমূল। নাটকের শহরে বাস্তবে ভোটের দু'দিন আগেও ক্লাইম্যাক্স বোঝা কঠিন। পর্দা পড়ার আগে পর্যন্ত মঞ্চ থেকে চোখ সরানো যাচ্ছে না।

দলের গোষ্ঠীকোন্দল রুখে সংখ্যালঘু ভোট ধরে রাখার চ্যালেঞ্জে সুতোয় ঝুলছে বিপ্লবের রাজনীতির ভবিষ্যৎ। অন্যদিকে, রেল দিয়ে কিস্তিমাত করতে চাইছেন সুকান্ত। সবমিলিয়ে এই কেন্দ্রে এবারের লড়াই হাড্ডাহাড্ডি। তবে সেন্টিমেন্টের ইস্যুতে সামান্য হলেও এগিয়ে পদ্ম শিবির।

ফের নীতীশের মুখে 'জঙ্গলরাজ'

কিশনগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মঙ্গলবার কিশনগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের এনডিএ প্রার্থী মুজাহিদ আলমের সমর্থনে শহরের কাছে শালকি গ্রামে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখেন। এখনও পর্যন্ত নীতীশ দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে জেলায় তিনটি জনসভা করেছেন। এদিন নীতীশের বক্তব্যের পরতে পরতে ছিল লালুপ্রসাদ যাদবের আরজেডি দলকে তীক্ষ্ণ আক্রমণ।

নীতীশ বলেন, '২০০৫ সাল থেকে আরজেডি'র সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু ওদের (পড়ুন আরজেডি) নানা ধরনের কেলেঙ্কারির জন্য ছাড়তে বাধ্য হলাম।' কংগ্রেসকে টেনে এনে তিনি বলেন, 'দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে কংগ্রেস ও আরজেডি যৌথভাবে রাজ্যে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। জঙ্গলরাজ চালিয়েছে।'

এরপর তিনি নিজের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরে বলেন, 'আমার রাজত্বে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি হয়েছে। নারীশিক্ষায় অগ্রগতি এসেছে।' তিনি নাম না করে আরজেডির 'পরিবারতন্ত্র'কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তাঁর কথায়, 'আমরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছুই করি না। বিহার আমাদের পরিবার। যারা শুধু নিজের বৌ, ছেলেমেয়েদের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এমন পরিবার থেকে দূরে থাকুন।'

সীমান্ত সিল

কিশনগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : কিশনগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে ৭২ ঘণ্টার জন্য ভারত-নেপাল সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান জানান, জেলায় শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও ভয়মুক্ত পরিবেশে লোকসভা নির্বাচন সঞ্চালনার জন্য দুই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক পর্যায়ের বৈঠকের পর সীমান্ত সিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিস্তার পরিবর্তন বুঝতে সমীক্ষায় বিশেষজ্ঞরা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : গতবছর সিকিমে হ্রদ বিপর্যয়ের ফলে তিস্তা নদী অববাহিকায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হয়েছে। সেই পরিবর্তনগুলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে গবেষণা ও সমীক্ষা করতে মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে এসে পৌঁছাল রাজ্য সেচ দপ্তরের রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নদী বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিদল। তিস্তার গভীরতা, গতিপথ পরিবর্তন, বালির পুরু স্তরের উচ্চতা, নদী আগে কোনও জায়গায় কী পরিমাণ জলধারণ করত, এখন কী পরিস্থিতি সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখবে নদী বিশেষজ্ঞের এই দলটি।

জুন মাসেই বর্ষা শুরু হচ্ছে। অথচ এখনও তিস্তা নদী অববাহিকায় পলি, বালির পুরু স্তর জমে রয়েছে। গত বছর অক্টোবরে সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সমতলের তিস্তা নদীতে এলাকাভিত্তিতে কোথাও দু'ফুট থেকে চার ফুট উচ্চতায় বালিস্তর জমেছে। মালবাজারের কাছে টটহাওতে এবং রাজগঞ্জের চুমুকডাঙ্গিতে তিস্তা নদীবক্ষে পুরু বালির আস্তরণ পড়েছে। ফলে বর্ষার সময় পাহাড় থেকে নেমে আসা তিস্তার জল এই এলাকায় অগভীরতার জন্য বাধাপ্রাপ্ত হবে।

এছাড়া রাজগঞ্জ, মালবাজার, ক্রান্তি ব্লকের একাধিক জায়গায় তিস্তা নদীবাঁধের ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে তিস্তা তার চরিত্র বদলে কিছুটা অন্য অভিমুখে সরে গিয়েছে। যেমন রাজগঞ্জের লালটং বস্তির কাছে তিস্তা ডানদিকে প্রবাহিত হত। কিন্তু সিকিমের বিপর্যয়ের পর তা বাঁদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

পাশাপাশি সেসময় ক্রান্তির দক্ষিণ চ্যাংমারি এলাকায় তিস্তা নদীবাঁধের তলা দিয়ে জল প্রবাহিত হয়ে নদীর বহু জায়গা স্যান্ড বয়লিং অর্থাৎ উষ্ণ প্রস্রবণের মতো চেহারা নিয়েছিল। তাতে জলের সঙ্গে বাঁধের নীচের বালি, পলি বেরিয়ে আসছিল। জলপাইগুড়ি সেচ বিভাগের থেকে সেই সমস্যা তখন সাময়িক মেটানো গিয়েছিল। সেসময় বাঁধের পুরোদস্তুর ক্ষতি আটকানো সম্ভব হয়েছিল পদস্থ বাস্তুকারের বুদ্ধিমত্তায়।

এদিকে গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে বেরিয়ে আসা জল মিলনপল্লির সমতলের দিকে পুরু চড়া ফেলেছে। এই পরিস্থিতির বিষয়ে সেচ দপ্তর যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সেবকের কাছে নীচু তিস্তা নদী অববাহিকা থেকে জলপাইগুড়ি জেলা হয়ে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ যে পুরু বালির আস্তরণ পড়েছে, তা কীভাবে সরবে। কেন্দ্র কোনও হস্তক্ষেপ করবে কি না সেবিষয়ে সেচ দপ্তর জানে না। কিন্তু বর্ষাকাল সামনে আসায় এখন সেই সমস্যা নিয়ে চিন্তায় সেচ দপ্তর।

এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য তিস্তা নদী অববাহিকায় গবেষণা ও সমীক্ষা করতেই এদিন রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নদী বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিদল এসে পৌঁছাল। ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট ও সমীক্ষার রিপোর্ট হাতে পেলেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় তিস্তার বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা নেবে বলে জানান সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক।

সিকিমের হ্রদ বিপর্যয়ের ফলে তিস্তা বদলেছে তার চরিত্র।

বিপর্যয়ের ফল

- সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সমতলের তিস্তার কোথাও দু'ফুট থেকে চার ফুট উচ্চতায় বালিস্তর জমেছে
- বর্ষাকালে পাহাড় থেকে নেমে আসা তিস্তার জল এই এলাকায় অগভীরতার জন্য বাধা পাবে
- বিপর্যয়ের ফলে রাজগঞ্জ, মালবাজার, ক্রান্তি ব্লকের একাধিক জায়গায় তিস্তার বাঁধের ক্ষতি হওয়ায় তিস্তা তার চরিত্র বদলে কিছুটা অন্য অভিমুখে সরে গিয়েছে

মেডিকেলে জঞ্জাল জমছেই

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরের আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজের জটিলতা এখনও কাটতে পারল না কর্তৃপক্ষ। পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব খোদ মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হলেও সমস্যা মেটাতে কোনও রাস্তা বের করতে পারেননি। গৌতমের স্বীকারোক্তি, 'পুরনিগমের মেকানিজম দিয়ে শহরে পরিষেবা দিতেই হিমসিম খাচ্ছি। এখানকার জন্যে পৃথক ফান্ড এবং পৃথক মেকানিজম প্রয়োজন।' এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরের আবর্জনা সাফাই প্রক্রিয়া একপ্রকার থমকে রয়েছে।

ওই ক্যাম্পাসে প্রচুর আবাসিক ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। পাশাপাশি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মীদের আবাসনও রয়েছে। ঠিকমতো আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়ায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর উত্তর, 'স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জেনে নিন।'

রাজ্যে একমাত্র উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালই পঞ্চায়েত এলাকায়। পঞ্চায়েতের যে পরিকাঠামো, তাতে এত বড় ক্যাম্পাসের আবর্জনা পরিষ্কার করা কোনওভাবে সম্ভব নয়। তাই এতদিন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) মেডিকেল কলেজের আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ করত। এসজেডিএ সমস্ত আবর্জনা এনে এক জায়গায় ভ্যাটে জমা করত। পরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের গাড়ি গিয়ে সেই আবর্জনা সংগ্রহ করত। কিন্তু মাস দুয়েক আগে এসজেডিএ আর সাফাই করতে পারবে না বলে হাত তুলে দেয়।

এরপরে শিলিগুড়ি পুরনিগমকে চিঠি দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক। পুরনিগম থেকে সপ্তাহে চারদিন গাড়ি এবং লোক পাঠিয়ে ক্যাম্পাস পরিষ্কার করানোর দাবি জানান তিনি। কিন্তু তাঁদের কাছে সেই পরিকাঠামো নেই বলে পালটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় শিলিগুড়ি পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ। উপরন্তু যে দু'দিন গাড়ি এসে আবর্জনা সংগ্রহ করে, সেই পরিষেবা বাবদ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বকেয়া চেয়ে পাঠায় পুরনিগম। এরপর থেকে একই পরিস্থিতিতে রয়েছে ক্যাম্পাস। প্রতিদিনই আবর্জনার পরিমাণ বাড়ছে। ক্যাম্পাসে প্রচুর অস্থায়ী খাবারের দোকান রয়েছে। সেখান থেকেও ক্যাম্পাসে আবর্জনা ছড়াচ্ছে। খাবার দেওয়ার সময় ব্যবহৃত প্লেট, কাগজ যেখানে-সেখানে ফেলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই পুরো পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য সচিবের কাছে দরবার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মেডিকেল কলেজ সাফাইয়ের জন্যে স্বাস্থ্য দপ্তর পৃথক টাকা বরাদ্দ করুক, সেই দাবিতে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে কথা বলে কাজ না হলে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবে কর্তৃপক্ষ।

মেডিকেল কলেজে ভ্যাট থেকে ছড়াচ্ছে আবর্জনা। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে। -সংবাদচিত্র

সাফাই নেই

- আগে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জঞ্জাল সাফাই করত এসজেডিএ, সংগ্রহ করত পুরনিগম
- মাস দুয়েক আগে তারা হাত তুলে নেয়
- পুরনিগমকে এই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান সুপার
- পুরনিগম আবর্জনা সংগ্রহ বাবদ বকেয়া ১০ লক্ষ টাকা চায় এবং কোনও পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়ে দেয়

সাজ শহরে

- শিলিগুড়ি সুরাঞ্জলি কালচারাল সোসাইটি'র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'ঘরোয়া আড্ডা' সন্ধে সাড়ে পাঁচটায় সুভাষপল্লির 'ইচ্ছে বাড়ি'-তে অনুষ্ঠিত হবে।

বিনা ভাড়ায় ভোট দিতে পৌঁছাবে র‍্যাপিডো

নিউজ ব্যুরো

২৩ এপ্রিল : আগামী ২৬ এপ্রিল শিলিগুড়িতে ভোট। সকাল সকাল স্নান-খাওয়া সেরে ভোট দিতে যাওয়ার জন্য তৈরি। ভোটকেন্দ্র বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। রাস্তায় বেরিয়ে বাস বা অটো নিয়ে টুক করে ভোটটা দিয়ে চলে আসবেন ভেবে রেখেছেন। কিন্তু ভোটের দিন রাস্তায় বেরিয়ে আপনার চক্ষু চড়কগাছ! কোনও যানবাহন নেই। এই সমস্যা কাটাতে এবার এগিয়ে এল র‍্যাপিডো। ভোটের দিন রাস্তায় বেরিয়ে নিজের মোবাইল ফোন থেকে র‍্যাপিডো অ্যাপ খুলে 'ভোটনাউ' কোড ব্যবহার করলেই ভোটকেন্দ্রে বিনামূল্যে পৌঁছে দেবেন ক্যাপ্টেনরা। রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং র‍্যাপিডো যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে। ২৬ এপ্রিল শিলিগুড়িতে এই পরিষেবা মিলবে।

বাড়িতে আগুন

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : শর্টসার্কিটের জেরে আগুন লাগল একটি বাড়িতে। মঙ্গলবার সকালে পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশঝাড় মোড় এলাকার একটি বাড়িতে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে রাস্তার ধারের ওই বাড়ি থেকে হঠাৎ ধোঁয়া দেখতে পান স্থানীয়রা। বাড়ির মালিক অজিত দাস বলছেন, 'একটি ঘরে প্রথমে আগুন লাগে। পরিবারের সবাই তখন পাশের ঘরে ছিলাম। এরপর পোড়া গন্ধ পেয়ে পাশের ঘরে ঢুকতেই দেখি আগুন ধরে গিয়েছে।'

ওই বাড়ির পাশেই চলছিল নির্মাণকাজ। আগুন লাগার খবর পেয়ে সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে জল নিয়ে আসেন স্থানীয়রা। আগুন নিয়ন্ত্রণের আনার চেষ্টা চালিয়ে যান তাঁরা। এরমধ্যেই দমকলে খবর দেওয়া হলে একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার ফলে বাড়ির বেশ কিছুটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দমকলকর্মীরা জানিয়েছেন, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লাগে। উল্লেখ্য, মাসখানেক আগে ওই ওয়ার্ডের দুর্গানগরে একটি বাড়িতে আগুন লেগেছিল।

পদক্ষেপের দাবি

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : বিজেপির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের কাজে বাধা দান ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ, মঙ্গলবার হিলকার্ট রোডে বিজেপির লাগানো পতাকা খুলতে যান কমিশনের কর্মীরা। এ সময় কয়েকজন বিজেপি নেতা তাঁদের কাজে বাধা দেন। এমনকি, দুজন কর্মীকে হুমকিও দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে জেলা নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। কমিটির মুখপাত্র বেদব্রত দত্তর কথায়, 'শিলিগুড়ির রাজনৈতিক ঐতিহ্য এমন নয়। জেলা প্রশাসন যাতে বিজেপির বিরুদ্ধে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করে সেই দাবি করেছি।'

আন্দোলন

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : যোগ্য শিক্ষকদের শিক্ষকতায় পুনর্বহাল ও দুর্নীতিতে যুক্তদের শাস্তির দাবিতে পথে নামল নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। মঙ্গলবার সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে সুভাষপল্লি মোড় এলাকায় পথসভা করা হয়। পাশাপাশি দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মুনীশ তামাংয়ের সমর্থনে বাঘা যতীন পার্ক এলাকায় অপর একটি সভা করা হয়। দুটি সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শুক্লা দাস। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু, দীনেশ মণ্ডল, বিপ্লব ঝা সহ অন্যরা।

পতাকা খোলা

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : নির্বাচন শেষ। সেজন্য সমস্ত জায়গা থেকে দলীয় পতাকা খুলে ফেলার জন্য কর্মীদের নির্দেশ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক কমিটির সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক। নির্বাচনের পর বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের পতাকা ঝুলছে। সেগুলি খুলে তিনি পরবর্তী কর্মসূচিতে ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে বলেছেন।

মাল্লাগুড়ির হনুমান মন্দিরে ভক্তদের ভিড়। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

রামঘাটের কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : রামঘাটে শব নিয়ে যাওয়ার পর গেট বন্ধ করে দেওয়ায় ফিরে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমেই বাড়ছে ক্ষোভ। মঙ্গলবার মৃতের পরিবারের তরফে মহেশ সাহানি ঘটনার অভিজ্ঞতার কথা লিখিত আকারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি সবটা জানানো হয়েছে জেলা শাসক, মহকুমা শাসককেও। চিঠিতে সরাসরি রামঘাট পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ট্রাস্টি বোর্ড শ্রীআগরওয়াল মণ্ডলকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। তাঁদের মতো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন যাতে আর কোনও শবযাত্রীকে না হতে হয়, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। মহকুমা শাসক অবোধ সিংঘল বলেন, 'গোটা বিষয়টাই খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'

একইসঙ্গে ওই ভুক্তভোগী পরিবারের তরফে চিঠির এক কপি বিহারি সেবা সমিতিকেও পাঠানো হয়েছে। সেবা সমিতির তরফে সভাপতি উপেন্দ্র রায় বলেছেন, 'আমরা বিষয়টা শোনামাত্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। ওই পরিবারের তরফে ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণী দিয়ে একটি চিঠি আমাকে দেওয়া হয়েছে। দুইদিন পর ভোট। সেটা মিটলেই পুরনিগমের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনায় বসব। রামঘাটের দায়িত্বে থাকা পরিচালন সমিতির সঙ্গেও আলোচনায় বসব। এভাবে তো চলতে পারে না!'

চিঠিতে সরাসরি অভিযোগের নিশানা করা হয়েছে শ্রীআগরওয়াল মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় টিক্রয়ালকে। মহেশের কথায়, 'শ্মশানে ঢুকতে আমাদের বাধা দেওয়া হলে আমরা সঞ্জয় টিক্রয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিন্তু তিনি আমাদের অনুরোধ মানেননি। সেইসঙ্গে এটাও জানান, তাঁর কিছু করার নেই।' তাঁর সংযোজন, 'এরপর কিরণচন্দ্র শ্মশানে চব্বিশ ঘণ্টা বৈদ্যুতিক চুল্লি চলার কথা বললে তিনি জানান, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কিংবা শিলিগুড়ি পুরনিগম- কোনও পক্ষই রামঘাট শ্মশান রক্ষণাবেক্ষণ করে না। তাই এক নিয়ম চলবে, এরকম কোনও ব্যাপার নেই।'

মহেশ জানান, তাঁদের মতো অনেকে বাঁশের কাঠামোয় শবদেহ নিয়ে আসেন। সেক্ষেত্রে শবদেহ নিয়ে আসার পর ফের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা যথেষ্ট কষ্টকর।' অভিযুক্ত সঞ্জয় টিক্রয়ালের সাফাই, 'আমাকে যেভাবে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে, সেটা দুর্ভাগ্যজনক। হিন্দুশাস্ত্রে নিয়ম রয়েছে, যেখানে গঙ্গা নেই, সেখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেহ পোড়ানো হয়। তাছাড়া এটা বেসরকারি, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কেউ চিঠি দিলে কমিটি সে ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

বন্ধ হওয়া বেআইনি নির্মাণকাজ ফের চালু

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : নির্বাচন শুরু হতেই আধিকারিকের কুর্সি বদল হয়েছে। নাগরিক ও নেতাদের নজর এখন ভোটের দিকে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফের বেআইনি নির্মাণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল শিলিগুড়ি শহরে। এর আগে পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল পুরনিগম। পুনরায় ওই বিল্ডিংয়ে নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। ঘটনার কথা শুনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পুর কমিশনার সেরিং ওয়াই ভুটিয়া।

মঙ্গলবার কমিশনার বলেন, 'শহরে বেশ কিছু বেআইনি নির্মাণ রয়েছে বলে জানতে পেরেছি। ঘটনাটি শুনলাম, নিয়ম মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এর আগে এই বিল্ডিং নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা। যদিও এদিন নির্মাণের পক্ষেই সওয়াল করলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'প্ল্যান ছাড়া এই বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে না। সামান্য কিছু অংশ প্ল্যানের বাইরে বাড়তি নির্মাণ করা হয়েছে। সেটার আংশিক অংশ পুরনিগম ভেঙে দিয়েছিল। যেটুকু জানি, বাকি অংশটা ভেঙে নিয়ম মেনেই নির্মাণকাজ করা হবে।'

কাউন্সিলার এমনটা বললেও বাস্তব ছবিটা কিন্তু অন্য কথাই বলছে। ওই বিল্ডিংয়ের পাশেই রয়েছে সুমিতা মৈত্রের বাড়ি। তাঁর অভিযোগ, 'ভিত ঠিক থাকলেও বিল্ডিংয়ের উপর দিকে বাড়তি নির্মাণ করা হয়ছে। ফলে বৃষ্টি হলে বিল্ডিংয়ের জল আমাদের বাড়িতে এসে পড়ে।' প্রায় একই অভিযোগ করেছেন বিল্ডিংয়ের আশপাশের কয়েকজন ব্যবসায়ী। তাঁরা জানাচ্ছেন, রাস্তায় দাঁড়ালেই বাড়তি নির্মাণ যে রয়েছে, সেটা বোঝা যায়।

এদিন বিল্ডিংয়ের সামনে গিয়ে বেশ কয়েকজন নির্মাণশ্রমিককে কাজ করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু কোথাও বাড়তি নির্মাণ ভাঙার প্রয়াস ছিল না। ওই বিল্ডিংয়ের উলটোদিকেই রয়েছে বিজেপির অফিস। সেখান থেকেই ঘটনায় তোপ দাগেন বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কটাক্ষ, 'বিল্ডিং বিভাগের দায়িত্বে তো মেয়র নিজেই রয়েছেন। তিনি দেখছেন না বেআইনি নির্মাণ নিয়ে শহরে কী সব হচ্ছে? শুধু নির্বাচন নিয়ে পড়ে থাকলেই হবে না।' শহরটাতেও নজর দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন শিখা।

অনেকের মতে, শহরের বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী মাথা জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা জানান, ভোটের সময় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে সকলের নজর এড়িয়ে ফের ওই নির্মাণকাজ চালু করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে পুর কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া। সেই সময় পুরনিগমে অভিযোগ গেলে ওই বিল্ডিং নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনায় কেন আংশিক ভেঙে ছেড়ে দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন।

মাথাচাড়া

- পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে কাজ বন্ধ করেছিল পুরনিগম
- ভোটের সুযোগে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে ফের সেই বিল্ডিংয়ে চালু হয়েছে নির্মাণ
- ওই বিল্ডিংয়ে বাড়তি নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের

অনুষ্ঠানহীন বই দিবস

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : শহরে ধুমধাম করে পালন করা হল হনুমান জয়ন্তী। এদিকে মঙ্গলবার নিঃশব্দে কেটে গেল বিশ্ব বই ও কপিরাইট দিবস। শুধুমাত্র ডিজিটাল মাধ্যমেই দেখা গেল বই দিবস নিয়ে পোস্ট। আজকাল কোনও সেলিব্রেশনই বাদ পড়ে না। কীভাবে বিশেষ দিনগুলো সেলিব্রেট করা হবে, তা নিয়ে আগাম প্রস্তুতি দেখা যায়। তবে বই দিবসে টুঁ শব্দটি পাওয়া গেল না শহরের। কোথাও কোনও অনুষ্ঠান, আলোচনাচক্র এদিন নজরে আসেনি। শহরে বই দিবস নিয়ে যেন নেমে এসেছিল শ্মশানের নিস্তব্ধতা।

ডিজিটাল যুগে যেখানে নতুন প্রজন্মকে বইমুখী করে তোলা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে এমন একটি দিনে বড় কোনও অনুষ্ঠান না হওয়ায় হতাশ শহরের বইপ্রেমীরাও। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামী জানান, তাঁর ভোটের দায়িত্ব থাকায় সেখানকার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। ফলে এই দিনটিতে কোনও অনুষ্ঠান করার সুযোগ হয়নি তাঁর।

মোবাইল নয়, বরং পড়ুয়ারা যাতে হাতে বই তুলে নেয়, সেজন্য শিক্ষা দপ্তরের তরফে বিভিন্ন রকমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্তর থেকেই বই পড়া ও বই উপহার দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ছোটদের সচেতন করা হয়। তবে এদিন গরমের ছুটির জন্য স্কুল বন্ধ ছিল। ফলে স্কুলে কোনও অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার। তবে স্কুল খোলা হলে বই ও বইয়ের গুরুত্ব নিয়ে পড়ুয়াদের বোঝানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

নির্বাচনি প্রচার, দাবি পদ্মের

সুপারস্পেশালিটি নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ গৌতমের

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লক চালু করা নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। এই অভিযোগ করলেন গৌতম দেব। রাজনীতি করেই ক্যাথল্যাব চালু করা হচ্ছে না বলে দাবি তাঁর। এক্ষেত্রে নাম না করে বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন গৌতম। সেইসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক আনন্দ বর্মন এবং সাংসদ রাজু বিস্টকেও আক্রমণ করেছেন তিনি।

মেডিকেলের উন্নয়নে রোগীকল্যাণ সমিতির (আরকেএস) বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য বিজেপির দুই জনপ্রতিনিধি চিঠি পেলেও উপস্থিত হন না বলে অভিযোগ গৌতমের। তাঁর বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গণ্য করতে হবে। জাতীয় স্তরে একে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে এই দাবি জানাব।'

পালটা সময়মতো চিঠি না পাওয়ার জন্যেই আরকেএস বৈঠকে যেতে পারেন না বলে দাবি করেছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দ বর্মন। তাঁর অভিযোগ, ইচ্ছে করে একদিন আগে কিংবা বিধানসভা সেশন চলাকালীন মেডিকেলের আরকেএস বৈঠক ডাকা হয়। আনন্দর বক্তব্য, 'ওঁরা তো চিকিৎসক নিয়োগ করতে পারছেন না। কেন্দ্র সরকার তো ১৫০ কোটি ব্যয়ে হাসপাতাল তৈরি করে দিল। এখন কি চিকিৎসকও নিয়োগ করে দিতে হবে?'

ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়েছিলেন গৌতম দেব। রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক হলেও এদিন সভাকক্ষের বাইরে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ কর্মীরা আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। এর আগে কোনও আরকেএস বৈঠকে তৃণমূলপন্থী কর্মীদের সভাকক্ষের আশপাশে দেখা যায়নি।

এই বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় কর্মীদের যাওয়া নিশ্চিত করতেই মেডিকেলে গিয়েছিলেন গৌতম। যদিও বৈঠকের অন্দরে চিকিৎসক বা রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্যরা ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তবে বৈঠক সেরে বের হওয়ার পথে বাইরে অপেক্ষারত কর্মীদের গৌতম প্রশ্ন করেন, 'সভায় যাচ্ছ তো তোমরা?'

বিজেপির অভিযোগ, ডেঙ্গি নিয়ে শহরে এখন কোনও উদ্বেগ নেই। তবুও গৌতম হঠাৎ ডেঙ্গি নিয়ে আলোচনার নামে মেডিকেলের কর্মীদের নির্বাচন নিয়ে বার্তা দিতে গিয়েছিলেন। আর গৌতমের বক্তব্য, 'এদিন যে আমি এসেছি এখানে তার সঙ্গে নির্বাচনের কোনও যোগ নেই। মেডিকেলের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।'

গঙ্গানগরে আবর্জনায় ঢেকেছে নর্দমা। -সংবাদচিত্র

জল জমার আশঙ্কা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : অল্প বৃষ্টিতেই এলাকায় জমে যায় জল। শিলিগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগর এলাকার মানুষের কাছে বর্ষাকাল যেন হয়ে উঠেছে আতঙ্ক-কাল! এলাকার বাসিন্দারা নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দাবি জানিয়েছেন বারবার। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কিছুদিন আগে অল্প বৃষ্টি হতেই গঙ্গানগরে জল জমে যায়। বর্ষাকাল আসন্ন। বৃষ্টির দিনে কী পরিস্থিতি হবে, তা নিয়ে এখন থেকেই দুশ্চিন্তায় লক্ষ্মী পাসোয়ান, রাজা শা'রা। নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক করার পাশাপাশি এলাকার আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যাপারেও উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা।

শিলিগুড়ির গঙ্গানগর এলাকায় ঢুকলেই নজরে পড়বে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা। ছোট ছোট নর্দমাগুলি বেশিরভাগ সময় আবর্জনায় অবরুদ্ধ থাকে। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই এলাকায় জল জমে যায়। এমনকি সেই জমা জল বাসিন্দাদের বাড়িতে ঢুকে যায়। ফলে প্রতিবছরই প্রবল সমস্যার মুখে পড়েন স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দা সুরজ শা বলছিলেন, 'বহুবছর ধরে এলাকায় নিকাশিনালা তৈরির দাবি জানাচ্ছি। কিন্তু কোনও কাজই হয়নি। আমরা চাই প্রশাসন এব্যাপারে নজর দিক।'

একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি, তাই হতাশার সুরে রাধা দাস বললেন, 'এখন তো মনে হয় এই সমস্যা নিয়েই আমাদের সারাজীবন কাটবে।' গতবছর বৃষ্টিতে শোভা শা'র বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছিল। সেই সময় চাল, ডাল থেকে শুরু করে অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে যায়। এবারও যে একই পরিস্থিতি হবে, সেই আতঙ্কই গ্রাস করেছে শোভাকে। বলছিলেন, 'গতবছর জল ঢুকে অনেক ক্ষতি হয়েছিল। দ্রুত নিকাশির ব্যবস্থা ও আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ করা উচিত।' অন্যদিকে, ওয়ার্ড কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো বলেন, 'সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে। কিছু মানুষ নালায় আবর্জনা ফেলছেন। বাকি সমস্যারও সমাধান হবে।'

এসএফ রোড থেকে তুলে আনা গাছের পরিচর্যা নিয়ে প্রশ্ন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : স্টেশন ফিডার রোড সম্প্রসারণ করার জন্য গাছ কাটা নিয়ে কম বিরোধিতা হয়নি। অবৈজ্ঞানিক উপায়ে ২০টিরও বেশি গাছের প্রায় সমস্ত ডালপালা কেটে ফেলা হয়েছিল। পরে সেই গাছগুলোকেই গোড়া থেকে তুলে পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ড শীতলাপাড়ায় সারিবদ্ধভাবে পুনঃস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর সেগুলো কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে, সেই খোঁজ ক'জন নিয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পাশাপাশি গাছগুলির দেখভাল করা নিয়েও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, ছোট আকারের প্রায় ৮টি গাছের সমস্ত পাতা শুকিয়ে গিয়েছে। গাছগুলিকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সেগুলোতে আর প্রাণ নেই। বড় কয়েকটি গাছ থেকে নতুন হাতেগোনা কয়েকটা পাতা জন্মালেও সেগুলোরও স্বাস্থ্য যে খুব একটা ভালো নয়, সেটা স্পষ্ট। অভিযোগ, সপ্তাহে একবারের বেশি খুব কম জল দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দা অজয় সরকারের কথায়, 'পুরনিগমের গাড়ি করে মাঝেমধ্যে জল দিয়ে আসে। কিন্তু যা আবহওয়া তাতে প্রতিদিন গাছগুলিতে জল দেওয়া প্রয়োজন। গাছের শিকড়গুলি এখনও নিজের থেকে ভূগর্ভস্থ জল শোষণ করার অবস্থায় নেই। সেখানে সপ্তাহে এক বা দুইবারের বেশি জল দেওয়া হয় না। অল্প বৃষ্টি হলে তো পুরকর্মীদের দুই-তিনদিন দেখাই পাওয়া যায় না।' একই কথা বললেন সন্দীপ রায়দের মতো বাকিরা।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায় বলেন, 'আবহাওয়ার জন্য গাছগুলির পাতা ঝরে গিয়ে থাকতে পারে। ভালো বৃষ্টি হলে গাছগুলি সতেজ হয়ে উঠবে। গাছগুলিকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নজরদারিতে এখন কিছুটা খামতি হয়েছে।'

শীতলাপাড়ায় পুনঃস্থাপিত করা গাছগুলির কয়েকটি শুকিয়ে গিয়েছে। -সংবাদচিত্র

কেমন আছে

- এসএফ রোড থেকে শীতলাপাড়ায় গাছ পুনঃস্থাপন
- ছোট গাছগুলোর অধিকাংশ বেঁচে নেই
- বড় কয়েকটি গাছে নতুন পাতা জন্মালেও সেগুলোর পরিস্থিতি ভালো নয়
- অভিযোগ, সপ্তাহে একদিনের বেশি গাছগুলোতে পুরনিগমের তরফে জল দেওয়া হয় না

বিশেষজ্ঞদের মতামত ছাড়া যথেচ্ছভাবে গাছ কাটার প্রতিবাদ করে শহরের বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী ও সামাজিক সংগঠনগুলি মেয়র গৌতম দেবের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। গাছ কাটার বিষয়টি দেখভালের জন্য সে সময় মেয়র পরিবেশ কমিটি গড়ে দেন। সেই কমিটির সদস্য তথা দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকারের বক্তব্য, 'যেভাবে সমস্ত গাছের ডালপালা কেটে ফেলা হয়েছিল, তাতে সেগুলি ভালো না থাকারই কথা। নির্বাচনের ডামাডোলের মধ্যে গাছে কতটা নজরদারি রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বুধবার বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমে খোঁজ নেব। পাশাপাশি আগামী বৈঠকে মেয়রের কাছে গাছের স্বাস্থ্যের বিষয়টি আবারও তুলে ধরব।' বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ ওঠায় স্টেশন ফিডার রোডে গাছ কাটা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

পলিহাউসে ফুলের রানি
গোলাপ চাষ

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দেশে ও সর্বাধিক এলাকাজুড়ে যে ফুলটির চাষ হয়, সেটি হল গোলাপ। ভারতেও প্রাচীনকাল থেকেই গোলাপ চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ফুলের বৈচিত্র্যময় ভাণ্ডারে সতত উজ্জ্বল ফুলটি হল গোলাপ। ফুলের বাজারে বা পুষ্পসজ্জায় এই ফুলটির অনুপস্থিতিতে যেন সম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় না।

গোলাপ রোজেসি পরিবারের সদস্য, Rosa জেনাসের অন্তর্গত। এর ১০০-২৫০টি প্রজাতি রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পুষ্পপ্রেমী ও প্রজননকারীদের হাতের ছোঁয়ায় এর এত বেশি সংকরায়ণ ঘটেছে যে, এখন গোলাপের প্রজাতি নির্ধারণ করাই বেশ দুরূহ। বর্তমানে কাটা ফুল হিসাবে লম্বা ডাঁটি বিশিষ্ট যেসব জাতগুলো ক্রেতার সম্ভ্রম আদায় করে নিচ্ছে, সেগুলো সবই হাইব্রিড। আধুনিককালে গোলাপের যে বাণিজ্যিক রূপ আমরা দেখতে পাই, তার বিকাশে দূরপ্রাচ্য, ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত দেশের প্রজাতিগুলোই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। ক্রমাগত পরিব্যক্তি ও সংকরায়ণের দ্বারা সৃষ্ট জাতগুলোই আজকের দিনে পলিহাউসে কাটা ফুল হিসাবে চাষ করা হচ্ছে।

আমাদের রাজ্যে গোলাপ চাষ করা হয় খোলা মাঠে। খোলা মাঠে চাষ করার জন্য এর ডাঁটি দৈর্ঘ্য খুব বেশি হলে ৩০-৪০ সেন্টিমিটারের মতো হয়ে থাকে। যেসব ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বেশি, তাঁরা উৎকৃষ্টমানের কাটা গোলাপ কেনেন, যেগুলি পলিহাউসের সুরক্ষিত পরিবেশে উৎপাদিত। ৪৫-৫০ সেন্টিমিটারের চেয়ে বেশি ডাঁটির দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ফুলই আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির উপযোগী বা দেশের ভেতরেও উৎকৃষ্টমানের কাটা ফুল হিসাবে বিবেচিত হয়। এই ফুলগুলি ডাচ বা হাইব্রিড টি নামে পরিচিত। এই গোলাপের গাছগুলো ঝোপালো হয় না। উচ্চতা মোটামুটি তিন থেকে ছয় ফুটের মতো হয়ে থাকে। শাখা লম্বা হয়, শাখায় একটিমাত্র ফুল থাকে।

এখন ভ্যালেন্টাইনস ডে, মাদারস ডে প্রভৃতি দিনগুলোয় গোলাপের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। তাছাড়া বিয়ে-শাদি থেকে জন্মদিন-মুখেভাত, সবেতেই দরকার ফুলের সজ্জা। ফুলের তোড়া বা মণ্ডপ সাজানোয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের রাজ্যে খোলা মাঠে উৎপাদিত গোলাপ ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে পলিহাউসে গোলাপ চাষের নজির দেখা যায় না। এরাজ্যের নিজস্ব চাহিদা মেটানো ও প্রতিবেশী রাজ্যের শহরগুলোর অভ্যন্তরীণ বাজারে পাঠানো ছাড়াও সুযোগ রয়েছে বিদেশি রপ্তানির। সম্ভাবনার এই ক্ষেত্রটি কিন্তু বিকশিত হওয়ায় দাবি রাখে।

জলবায়ু

গোলাপ ঠান্ডা আবহাওয়া পছন্দ করলেও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে হাইব্রিড টি ভালো ফলন দেয়। পলিহাউসের ভেতরে উৎকৃষ্ট মানের গোলাপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ফুল চাষে উপযোগী অণু-জলবায়ু রচনা করতে হবে। দিনের তাপমাত্রা ২৪-২৮ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড ও রাতের তাপমাত্রা ১৮-২০ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড থাকলে উচ্চমানের গোলাপ পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে দরকার ৬৫-৭০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতা। ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চেয়ে কম তাপমাত্রাতেও গোলাপ ফুটবে, কিন্তু গাছের বৃদ্ধি ও ফুল উৎপাদনের হার কমে যাবে। আবার তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশি হলে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ কিছুটা বাড়াতে হবে। গোলাপ চাষে ৬৫-৭০ হাজার লাক্স আলো প্রয়োজন। পলিহাউসের ভেতরে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব ৮০০-১০০০ পি.পি.এম করা গেলে গাছের বৃদ্ধি ও ফুলের গুণমান ভালো হয়। আমাদের দেশের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে পলিহাউসের ভেতরে এই আবহাওয়া প্রদান করা তেমন একটা অসুবিধাজনক নয়। তবে বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে যখন আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন হয়, সেই সময়ে কিছুটা আপোস করতে হতে পারে। এর সাময়িক প্রভাবও পড়তে পারে, তবে তা তেমন একটা মারাত্মক বা দীর্ঘস্থায়ী নয়।

চাষের সময়

একবার গোলাপের চারা লাগালে তা থেকে সাত আট বছর পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। তাই প্রথম বছরের ফলন পাওয়ার সময়টা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। মোটামুটিভাবে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত গোলাপের চারা লাগানো হয়। পলিহাউসের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী আগে বা পরে চারা লাগানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে যে সময়ে ফুল তোলা দরকার, তার থেকে পাঁচ মাস আগে চারা রোপণ করতে হবে।

ভ্যারাইটি

উচ্চ ক্রয়ক্ষমতাযুক্ত মানুষ যেহেতু এর ক্রেতা, তাই ফ্যাশনের মতো এর জাতগুলিও পরিবর্তনশীল। নিত্যনতুন হাইব্রিড আসছে বাজারে। অগ্রণী চাষি ও ফুলের যোগানকারীদের মাধ্যমে তা দখল করছে বাজার। প্রতিস্থাপিত হচ্ছে চালু ও জনপ্রিয় হাইব্রিড। এই গোলাপের বাণিজ্যিক জীবনকাল সাত-আট বছর হলেও দেখা যায়, বাজারের চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে তার আগেই চাষি প্রচলিত জাত বাদ দিয়ে নতুন জাতের চারা লাগাচ্ছেন। বিগত দিনেরও বর্তমান সময়ে কয়েকটি জনপ্রিয় হাইব্রিড টি গোলাপের নাম এখানে উল্লেখ করা হল-সোনিয়া, ভিভালডি, তিনেকে, মেলোডি, ডার্লিং, ওনলি লাভ, অ্যামাডিউস, আকিটো, সুসান, ব্ল্যাক ম্যাজিক, ব্ল্যাক বিউটি, ক্যালিব্রা, চেরি লেডি, কিউবানা, এলিজা, এমিলি, ফায়ার ফাইটার, ফার্স্ট গোল্ড, ফার্স্ট রেড, ফ্লেমিংগো, আইস গার্ল, জ্যাকান্ডা, কার্ডিনাল, লা লুনা, ল্যাম্বাডা, লিম্বো, লিমোনা, ললিপপ, মাবেল্লা, ম্যাগমা, মেমরি, মিস্টার লিঙ্কন, নিউ ডুয়েট, নিউ আইসবার্গ, পোয়েট্রি, আওয়ার ভ্যানিলা, কুইন অব হার্টস, রেড জায়ান্ট, সামান্থা, শকিং ব্লু, টুইন, বাউন্টি, ইউরেকা, হানিমুন, আন্টিক, নিউ ফ্যাশন, সাংগ্রিলা, লিউনিডিস, ইম্প্যাক্ট, প্রেস্টিজ, গ্র্যান্ড গালা, গোল্ড স্ট্রাইক, নারাঙ্গা, আফ্রিকান ডন, আপার ক্লাস, নোভালেস ইত্যাদি।

হাইব্রিড টি গোলাপের জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতকগুলো বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেখতে হবে, হাইব্রিড টি যেন বাজারে নতুন ও উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন হয়, চাহিদার তুলনায় জোগান কম থাকে। অধিকাংশ চাষিই যেসব জাত চাষ করেন, তা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। কম সংখ্যক চাষির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সহজ। হাইব্রিড টি নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় চাষের উপযোগী হওয়া চাই। অবশ্যই এর ডাঁটির দৈর্ঘ্য ৫০-৮০ সেন্টিমিটার হতে হবে। সেইসঙ্গে রোগ-পোকা সহনশীল হওয়া চাই, ফুলদানিতে কাটা ফুলের জীবনকাল বেশি হওয়া চাই এবং পরিবহণজনিত ধকল সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। এছাড়া একজন চাষির উচিত বাজারের চাহিদামতো পছন্দসই রংয়ের গোলাপ চাষ করা। সাধারণত ৪০% লাল, ২০% হলুদ, ১০% গোলাপি, ১০% কমলা ও ১০% সাদা রংয়ের জাত বেছে নেওয়া হয়।

চারা

নির্দিষ্ট ও বিশ্বস্ত সূত্র থেকে বা প্রতিষ্ঠিত নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ করতে হবে। জোড় কলম বা চোখ কলমের দ্বারা সৃষ্ট দুই থেকে তিন মাস বয়সি চারা রোপণ করতে হবে। এই চারা বেশি দামি এবং দীর্ঘসময় ধরে ফলন দেয়। তাই অবশ্যই উৎকৃষ্টমানের চারা রোপণ করতে হবে। চারাগুলিতে কমপক্ষে দুটি সতেজ পাতা থাকা দরকার। পলিব্যাগ বা কাগজের প্যাকেটে এই চারাগুলির বৃদ্ধিমাধ্যম মোড়ানো থাকে।

মাটি

জলনিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত মাঝারি দোয়াঁশ মাটি গোলাপ চাষের উপযোগী। মাটির পি.এইচ. ৬ থেকে ৬.৫-এর মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি মাটি আম্লিক হয়, তাহলে চুন দিয়ে এবং ক্ষারীয় হলে জিপসাম প্রয়োগ করে মাটি প্রশমিত করতে হবে চাষের অন্তত একমাস আগেই। এরপরে মাটি কর্ষণ করে ঝুরঝুরে করতে হবে। মাটিতে পূর্ববতী ফসলের অবশেষে বা নুড়ি-পাথর-ইটের টুকরো থাকলে তা বেছে তুলে ফেলতে হবে। তারপরে মাটি শোধন করতে হবে।

বেড প্রস্তুতি ও চারা রোপণ

মাটি শোধনের পর মূলসার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি একহাজার বর্গমিটারে ৫ কুইন্টাল নিমখোল, ১০ কুইন্টাল গোবর সার, ১ কুইন্টাল স্টেরামিল, ৫০ কেজি হাড়গুঁড়ো, ৭৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ৫০ কেজি মিউরিয়েট অব সালফেট (অথবা পটাশিয়াম নাইট্রেট, কেননা মিউরিয়েট অব পটাশ ক্লোরিন থাকে, এটি গোলাপ চাষে ব্যবহার না করাই ভালো), ১০ কেজি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ২ কেজি জিঙ্ক সালফেট, ২ কেজি ফেরাস সালফেট, ১ কেজি বোরাক্স, ৫০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রয়োগ করতে হবে। সেইসঙ্গে ৫ কেজি ক্লোরোপাইরিফস গুঁড়ো (১.৫%), প্রয়োগ করতে হবে। এবারে বেড তৈরি করতে হবে। বেডগুলি মাটি থেকে ৪৫ সেন্টিমিটার উঁচু হবে। বেডগুলি নীচের দিকে ১ মিটার চওড়া হবে। ওপরের দিকে এই চওড়া থাকবে ৯০ সেন্টিমিটার। দুইটি বেডের মধ্যবর্তী এই ফাঁকা জায়গার কিছু অংশে গোলাপের ক্যানোপি চলে আসবে, বাকি অংশ পরিচর্যাকালীন যাতায়াতের পথ হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ চারা রোপণের ঠিক পরে পরেই এই ৫০ সেন্টিমিটার ব্যবধান খুব বেশি দেখালেও গাছের পূর্ণ অবয়ব যখন তৈরি হবে, তখন আর তা তেমন একটা ফাঁকা লাগবে না। একটি ৪০ মিটার লম্বা ও ২৫ মিটার চওড়া অর্থাৎ ১০০০ বর্গমিটার পলিহাউসের চারিদিকে যদি এক মিটার করে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ৩৮ মিটার লম্বা ১৫টি বেড পাওয়া যাবে। প্রতি বেডে দুই সারি করে চারা বসানো হবে। এই দুই সারি গাছের মাঝে ব্যবধান হবে ৪৫ সেন্টিমিটার। সারিতে ১৭ সেন্টিমিটার অন্তর জিগজ্যাগ পদ্ধতিতে চারাগুলো রোপণ করা হবে। গড়ে প্রতি সারিতে ২৫০টি করে চারা লাগানো হবে, একটি বেডে বসবে ৫০০টি চারা। এইভাবে ১০০০ বর্গমিটার পলিহাউসে ৭৫০০টি চারা লাগাতে হবে। মোট ক্ষেত্রফলের বিচারে প্রতি বর্গমিটারে ৭.৫টি চারা রাখা হয়। চারা এমনভাবে বসাতে হবে যেন চোখ বা জোড় কলমের জোড়টি মাটির তল থেকে ২-৩ সেন্টিমিটার উঁচুতে থাকবে। চারাগাছের বৃদ্ধিমাধ্যম যে পলিথিন বা কাগজের প্যাকেটে মোড়া থাকে, তা খুলে ফেলতে হবে। বেডে দুই সারি গোলাপ গাছের পাশ দিয়ে দুটি ড্রিপের ল্যাটারাল বিছোতে হবে। ড্রিপের ল্যাটারালের ছিদ্রগুলি দিয়ে ঘণ্টায় দুই লিটার জল বের হওয়ার ক্ষমতাযুক্ত হলেই চলবে।

অন্তর্বতী পরিচর্যা

আগাছা নিয়ন্ত্রণ- দীর্ঘমেয়াদি এই ফুলের বেডে আগাছার সমস্যা হতে পারে। নিয়মিত ব্যবধানে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আগাছা কেবলমাত্র গাছের খাদ্যে ভাগ বসায় না, এরা সাধারণভাবে লম্বা হাতলযুক্ত খুরপি দিয়ে আগাছা তোলা হয়। এর ফলে আগাছা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মাটিও আলগা হয়, বেডের মাটিতে শ্যাওলা জমে থাকলে তা বিনষ্ট হয়। খুরপি চালানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, গাছের সক্রিয় শিকড় যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

বনগাজর

একবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী আগাছা। ১৫-৪৫ সেমি লম্বা হয়। কাণ্ড সোজা, খুব শাখাযুক্ত ও সরু। গাছের ডগায় সাদা রংয়ের ফুলের গোছা থাকে। ফল ক্যাপসুল জাতীয়। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। গম, যব, সর্ষে, ডালশস্য, সবজি প্রভৃতি শীতকালের ফসলে এই আগাছা চোখে পড়ে।

নিয়ন্ত্রণ ঃ

১. ফসল চাষের প্রথম দিকে বিশেষত সবজিতে হাত নিড়ান খুবই উপযোগী।

২. গম ও যবে মেটোক্সজুরন/২, ৪-ডি/আইসোপ্রোটিউরন/ আইসোপ্রোটিউরন + ২, ৪-ডি, সর্ষেতে ট্রাইফ্লুরালিন/ ছোলাতে লিনইউরন প্রযোগ কার্যকরী।

সমস্যায় বেবিকর্নচাষিরা

বুল নমদাস

প্রথাগত চাষের পাশাপাশি অধিক লাভের আশায় চলতি মরশুমে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কিছু চাষি বেবিকর্ন চাষ করেছেন। কিন্তু একদিকে স্থানীয় ক্রেতার অভাব, অন্যদিকে ভোটের মরশুমে বাইরের ক্রেতাদের চাহিদা কমে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন বেবিকর্নচাষিরা। এই প্রথমবার বেবিকর্ন চাষ করেই কার্যত আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন শিকারপুর ও পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কয়েকজন চাষি।

ব্লক কৃষি দপ্তরের আতমা প্রকল্পের সহযোগিতায় শিকারপুরের বড়দোলার পাশাপাশি পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকজন চাষি এবারই প্রথম বেবিকর্ন চাষ করেছেন। ফলনও ভালো হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বেশি লাভের আশাও করেছিলেন চাষিরা। কিন্তু লোকসভা ভোট এসে পড়ায় সে আশার গুড়েবালি। এখনও গ্রামগঞ্জে বেবিকর্নের চাহিদা তেমন নেই। বাইরের ক্রেতারাই মূলত ভরসা। কিন্তু এখানকার চাষিদের কাছ থেকে বেবিকর্ন কেনার ব্যাপারে বর্তমানে বাইরের ক্রেতারা তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। এতেই সমস্যায় পড়েছেন চাষিরা। তবে ব্লকের কৃষি দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, মূলত বড় বড় হোটেল ও রেস্টুরেন্টে বেবিকর্নের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। শিলিগুড়ি, কলকাতার মতো বড় শহরের পাশাপাশি অসম সহ বাইরের কিছু রাজ্যে বেবিকর্নের কদর রয়েছে। কিন্তু লোকসভা ভোট শিয়রে এসে পড়ায় মার্কেটিং চ্যানেলগুলি আপাতত বেবিকর্ন নিতে তেমন আগ্রহ না দেখানোয় সমস্যা তৈরি হয়েছে। তবে ভোটপর্ব মিটে গেলেই বাজার ফের চাঙ্গা হয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদী। বেবিকর্ন বাজারজাত করার ব্যাপারে কৃষি দপ্তরের তরফে সহযোগিতা করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

দীপঙ্কর বর্মন নামে বড়দোলার এক চাষির বক্তব্য, অন্যদের পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি নিজেও দেড় বিঘা জমিতে বেবিকর্ন চাষ করেছি। ফলন ভালো হলেও প্রয়োজনমতো বিক্রি করতে পারছি না। বাড়িতে বেবিকর্ন মজুত করে রেখেছি। কবে বিক্রি হবে জানি না। বেশিদিন মজুত করে রাখা হলে নষ্ট হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমবার বেবিকর্ন চাষ করে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন সজল বর্মনের মতো এলাকার আরও কয়েকজন চাষি।

উত্তরের কৃষকদের দিশা দেখাচ্ছে

নদীচরে কুমড়ো

অপর্ণা গুহ রায়

বিকল্প চাষের লক্ষ্যে নদীচরের বালুতে কুমড়ো চাষ করে লক্ষ্মীলাভ কোচবিহারের চার তরুণ রাজু, উত্তম, স্বপন ও আইজুলের। জীবিকার তাগিদে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোচবিহার শহর লাগোয়া তোর্ষা নদীর চরে মিষ্টিকুমড়ো চাষ করেছেন তাঁরা। মিষ্টিকুমড়ো এমন এক উপকারী সবজি যার বাজার সব মরশুমেই ভালো থাকে। যদিও এর আগে তাঁদের এই সবজি চাষের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। কথায় আছে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। তাই পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাঁরা ইতিমধ্যে মিষ্টিকুমড়ো চাষ করেছেন তাদের কাছে পরামর্শ নিয়ে এবং সহযোগিতায় তোর্ষার চরে মিষ্টিকুমড়ো চাষ করে তাঁরা সফল।

তাঁদের কথায়, পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ১২ হাজার বীজ রোপণ করি। তার আগে তোর্ষা নদীর চরের বালিতে ৩ ফুট অন্তর অন্তর ১ ফুট গভীর গর্ত করে নিই। সেই গর্তের প্রতিটিতে মাটি মেশানো গোবর সার ও কিছু রাসায়নিক মিশিয়ে ৭ দিন রেখে দিয়ে তারপর সেখানে কুমড়ো বীজ রোপণ করি। রাজু হোসেনের কথায়, বীজ বপনের দেড় মাস পর প্রতিটি কুমড়ো গাছে ফুল ফোটা শুরু হয়। নদীচরের রুক্ষ বালুতে চাষ করার ফলে নিয়মিত জল সেচের প্রয়োজন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তাঁরা জানান, চাষে বৈচিত্র্য আনতে ৩ প্রজাতির কুমড়ো বীজ রোপণ করা হয়েছে। এবছর মোট তিন বিঘা জমিতে তাঁরা কুমড়ো চাষ করেছেন। রাজু হোসেন আরও বলেন, আমরা সবাই সামান্য কিছু কাজ করি তাই অবসর সময়ে তোর্ষা নদীর বালির চরে তরমুজ চাষের চিন্তা ভাবনা করেছিলাম। তবে এবছর যে সময় আমাদের ভাবনা সেই সময় তরমুজ চাষ শুরু করার সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও আমাদের চাষবাসের তেমন কোনও অভিজ্ঞতাও ছিল না। তাই পার্শ্ববর্তী চান্দামারি ও শুঁকটাবাড়ি এলাকায় কৃষকদের পরামর্শ নিয়ে এবং তাঁদের সহযোগিতায় কুমড়ো চাষ শুরুর সিদ্ধান্ত নিই। চাষের খরচ বাবদ এপর্যন্ত ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে যা ফলন হয়েছে তা দেখে আমরা উৎসাহিত। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এবং সঠিক বাজার দর পেলে প্রথম বছরেই আমরা কুমড়া চাষে লাভবান হব বলে আশা করছি।

জৈব সারে আবাদ

জ্যোতি সরকার

উত্তরের মাটি বন্ধ্যা নয়। সবজি চাষের ক্ষেত্রে নজর কেড়েছে জাংলা ছাড়া মাটির উপরে উৎপাদন করা মিষ্টি কুমড়ো। পাশাপাশি জৈব সার প্রয়োগে আবাদ করা সবজির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। জৈব সার যোগে সবজি উৎপাদনের এলাকা বাড়ছে। প্রথাগতভাবে মিষ্টি কুমড়োর আবাদ প্রক্রিয়া থেকে উত্তরের চাষিরা নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়ে মাটিতে মিষ্টি কুমড়োর চাষ করছেন। মাটিতে উৎপাদিত মিষ্টি কুমড়ো ১০ কেজি থেকে ২০ কেজি ওজন পর্যন্ত হচ্ছে। বিশেষত জলপাইগুড়ি জেলাতে এই চাষের যেমন প্রসার ঘটেছে তেমনি প্রতিবেশী আলিপুরদুয়ার জেলাতে মিষ্টি কুমড়োর চাষ বেড়েই চলেছে। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি এখানকার উৎপাদিত মিষ্টি কুমড়োর মহাজনরা বিহার, দিল্লি এবং কলকাতার বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন। ভালো দামও পাওয়া যাচ্ছে। কৃষকরা দাম পেলেও তা তাদের প্রত্যাশা পূরণ করছে না। মহাজনরা এখানকার কৃষকদের কার্যত বঞ্চিত করছে। প্রথাগত সবজি চাষের বৃত্ত থেকে উত্তরের কৃষকরা বেড়িয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। উত্তরের মাটি বন্ধ্যা নয়। এখানকার মাটিতে খুব ভালো গুণগত মানের সবজি বর্তমানে উৎপাদিত হচ্ছে। এটাই কৃষিক্ষেত্রে অবশ্যই স্বস্তির কারণ।

জৈব সার যোগে উৎপাদিত সবজির চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জৈব সারের ব্যবহারের পাশাপাশি উত্তরের চাষিরা অসময়ে সবজি চাষও করছেন। জলপাইগুড়ি জেলাতে এবং প্রতিবেশী কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি এলাকাতে জৈব সার দ্বারা সবজি উৎপাদন হচ্ছে। জৈব সার প্রয়োগে উৎপাদিত সবজি খেয়ে কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখী হতে হয় না। তাই এই সবজির চাহিদা অনেক বেশি। বিশেষত টমেটো, পালং, মূলো, ফুলকপি এবং বাঁধাকপির চাষ হচ্ছে। উৎপাদিত অসময়ের সবজি পাহাড়ে খুব বেশি পরিমাণে বিপণন হচ্ছে। অসময়ে সবজি চাষ করে এতদঅঞ্চলের কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। সবজি সংরক্ষণে বিষয়টি বহু আলোচিত। বহুমুখী হিমঘর উত্তরের জেলাগুলিতে করা বড়ই জরুরি। উত্তরের জেলায় জেলায় হিমঘর হলে শীতের সবজি সিম, বরবটি, পালং শাক, মূলো, গাজর, বিট সহ অন্যান্য সবজি সংরক্ষণ করা সহজসাধ্য। ভোজনরসিকরা চাহিদা মতো সবজি হাতে পাবেন। সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভালো হলে তার প্রভাব নিশ্চিতভাবে বাজারে পড়বে। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ কৃষকরা সহজেই উপকৃত হবেন। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে জৈব সার প্রয়োগে সবজি চাষের জন্য জমি লিজ নিয়ে আবাদ করা হচ্ছে। এর দরুন গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের কর্মসংস্থান হচ্ছে যেমন তেমনি জৈব সার যোগে তৈরি সবজি পাওয়াও সহজসাধ্য হচ্ছে বর্তমানে।

পেঁপের গুণাগুণ ও তার সুরক্ষা

কুণাল নন্দী

স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য পেঁপে অন্যতম ফল। কাঁচা অবস্থায় সবজি এবং পাকাতে সুস্বাদু ফল হিসেবে জনপ্রিয়। অন্যান্য ফলের থেকে পেঁপে পুষ্টিগুণে অনেক এগিয়ে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে, প্রতিদিন প্রতিটি মানুষের ৬০-১০০ গ্রাম ন্যূনতম হারে ফল খাওয়া প্রয়োজন। প্রতি ১০০ গ্রাম পেঁপে থেকে আমরা পাই ৫ গ্রাম প্রোটিন, ০.৫ গ্রাম আয়রন ও ক্যালশিয়াম সহ খনিজ পদার্থ ২৫০০ আইইউ ভিটামিন এ। পাকা পেঁপেতে ৭০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি। কাঁচা পেঁপের আঠায় প্রচুর পরিমাণে প্যাপেন থাকে বলেই এটি হজমের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। এছাড়াও প্যাপেন আমাদের পাকস্থলিতে ক্ষত, ক্ষুদামন্দ, বৃক্কের প্রদাহ, অম্ল অর্জীন, বায়ু এই প্রকার ঔষধের নির্ভরযোগ্য উপাদান।

তাছাড়াও প্যাপেন দিয়ে প্রসাধনী ক্রিম, চামড়া ও মাংস নরম করা চুইংগাম ও বিয়ার প্রস্তুতিতে পরিস্রুতর কাজে ব্যবহার করা হয়। কাঁচা পেঁপে সবজি হিসেবে সারাবছরই এর কদর থাকে এবং দামও নেহাত কম নয়। এই পেঁপের বাণিজ্যিক চাষ আমাদের তরাই এলাকায় প্রায় সর্বত্রই চোখে পড়ে। তাছাড়া প্রত্যেক বাড়িতেই ২-১টি করে গাছও চোখে পড়ে।

এত গুণসম্পন্ন সবজি বা ফলকে রক্ষা করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমরা এই পেঁপে চাষের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি বিষয় হল রোগ ও পোকা। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে আমাদের করণীয় বিষয়গুলি হল, প্রথম শুরুতেই দেখা যায়, চারাটি ঢলে পড়া, বীজতলায় ছোট নরম চারার গোড়ার দিকে বাদামি দাগ হয়ে জায়গাটি সরু হয়ে চারাটি উলটে পড়ে যায়। এক্ষেত্রে বীজতলায় চারা লাগাবার আগে বীজ শোধন করতে হবে, সেচের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, আক্রান্ত গাছে মেটালক্রিল ও ম্যাঙ্কোজেব মিশ্রিত ঔষধ ১১/২ গ্রাম হিসেবে প্রতি লিটার জলে অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করে রক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, গোড়া পচা বা শিকড় পচা এটি সাধারণত বর্ষার সময় গোড়ায় তা জমে আক্রান্ত হয়, তাতে মাটির লাগোয়া কান্ধে দাগ হয়ে ছাল থেকে দুর্গন্ধ ও পচা রস বের হতে থাকে, গাছের পাতা হলুদ হয়ে শিকড় পচা গাছ মরে যায়। এক্ষেত্রে বর্ষার আগেই গাছের গোড়ায় যাতে জল না দাঁড়ায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমেই আক্রান্ত গাছ মূল সহ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং ওই জায়গায় চুন দিয়ে দিতে হবে, প্রাথমিক অবস্থায় চোখে পড়লেই কপা অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম হিসেবে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

পাতার মোজাইক ও কোকঁড়ানো রোগ ও শোষক পোকা পেঁপের ক্ষত। এটি একটি ভাইরাসঘটিত রোগ এতে পাতায় হলুদ ও সবুজ ছোপ ছোপ দাগ হয় পাতাটি কুঁকড়ে যায় গাছের বাড় কমে যায়, ফল ঝড়ে যেতে থাকে। এই ভাইরাসটি সাধারণত সাদা মাছি ও জাব পোকার দ্বারা বাহিত হয়ে ধীরে ধীরে গাছের কাণ্ড, পাতা, ফলেও আক্রমণ হয়। আক্রমণ বেশি হলে গাছটি মরে যায়। এর জন্য আক্রান্ত গাছ শিকড় সহ তুলে পুড়িয়ে ফেলা ভালো। এই অবস্থায় ৭-১০ দিন অন্তর ইমিডাক্লোপ্রিড ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা দরকার অথবা মেটাল্যাক্রিল ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করে রক্ষা করা যায়। লাল মাকড় এটি অতি ক্ষুদ্র পোকা পাতার নীচের থেকে রস চুষে খায় ফলে পাতা কুঁকড়ে যায় ফলে ত্বক খসখসে বাদামি রং-এর আকার নেয়, এর ফলে গুণগতমান অনেক কমে যায় এরজন্য ডাইকোফল জাতীয় ঔষধ ২ মিঃ লিটার প্রতি লিটার জলে গুলে পাতার নীচের দিকে ভালোভাবে স্প্রে করে প্রতিকার করতে হবে। এছাড়া অন্য কোনওরকম সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে রক্ষা করতে হবে।

খেলায় আজ

১৯৯৮ : ২৫তম জন্মদিনে শচীন তেন্ডুলকার শারজায় কোকা কোলা কাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৩১ বলে ১৩৪ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলেন। যার সুবাদে ৬ উইকেটে ফাইনালে জিতে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়।

সেরা অফবিট খবর

নায়ক সানিভাই

রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ খেলতে স্টেডিয়ামে যাওয়ার পথে আটকা পড়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের টিম বাস। রাস্তায় বাসের চারদিকে গাড়ি-মোটর সাইকেলে দাঁড়িয়ে রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, তিলক ভার্মাদের ভিডিও তুলতে থাকেন দর্শকরা। সেই সময় হাতে হেলমেট নিয়ে সাত নম্বর লেখা কালো টি শার্ট গায়ে যানজট থেকে মুম্বই টিম বাসকে বের করতে এগিয়ে এসেছিলেন সানি নামে এক ব্যক্তি। তিনিই পথ পরিষ্কার করে দেন। সেখান থেকে রওনা হওয়ার আগে মুম্বইয়ের ক্রিকেটাররা নিজেদের সিটের সামনে দাঁড়িয়ে সানিভাইয়ের জন্য হাততালি দেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে এই ঘটনার ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে।

উত্তরের মুখ

৩৩/৪

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটের সুপার লিগে মঙ্গলবার সুকান্ত বিশ্বাস ৩৩ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব অবশ্য ২৮ রানে হেরে গিয়েছে দ্য গ্রিনভিউ স্কুল অফ ক্রিকেটের বিরুদ্ধে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ফুটবল থেকে প্রথম অর্জুন পুরস্কার কে পেয়েছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. সূর্যকুমার যাদব,
২. পারভেজ রসুল।

সঠিক উত্তরদাতারা

সোমদেব ঘোষ, সবুজ উপাধ্যায়, রূপায়ণ, অভিনব বসু, আয়ুষ চক্রবর্তী, গোরা দত্ত, দেবপর্ণা রায়, দেবজিৎ সাহা।

গুকেশ-বন্দনায় কার্লসেন

ছাত্রের ত্যাগের গল্প শোনালেন কোচ

টরন্টো, ২৩ এপ্রিল : সোমবার ভোরে বিশ্ব দাবায় নতুন সূর্যোদয়। মাত্র ১৭ বছর বয়সে কনিষ্ঠতম হিসাবে ক্যান্ডিডেটস দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়েছেন ডোম্মারাজু গুকেশ। সামনে কনিষ্ঠতম হিসাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ।

সেই লক্ষ্যে ক্যান্ডিডেটস দাবায় সাফল্যের খোঁজে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেনের থেকে পরামর্শ চেয়েছিলেন গুকেশ। সেই কথা জানিয়ে কার্লসেন বলেছেন, 'গুকেশকে দেওয়ার মতো কোনও বিশেষ উপদেশ আমার কাছে ছিল না। আমি শুধু ওকে সুযোগের সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছিলাম। বাকিদের ভুলের অপেক্ষা করলে যে ও লাভবান হবে, সেইটুকুই বলেছিলাম। তবে মনে হয় না সেই উপদেশে ওর লাভ হয়েছে।'

এখানেই না থেমে বিশ্বনাথন আনন্দের অ্যাকাডেমির এই ছাত্রের প্রশংসায় কার্লসেন বলেন, 'গুকেশ আমাদের ধারণার থেকেও শক্তিশালী। ওকে অনেক সময় দুর্বল মনে হতে পারে। স্পিড দাবায় ও সেই রকম ভালো নয়। এতদিন ধরে তৈরি হওয়া এই ধারণাগুলি এবার ভাঙল। তরুণদের মধ্যে ও সেই রকম হাই প্রোফাইলও নয়। কিন্তু প্রতিযোগিতাটি জিতে ও নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিল।'

জীবনের পাঠ বলে, কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ ছাড়া সাফল্য আসে না। গুকেশও এর ব্যতিক্রমী নন। এই প্রসঙ্গে তাঁর কোচ বিষ্ণু প্রসন্নের মন্তব্য, 'গুকেশ নিজের শৈশব ত্যাগ করেছে। ওর বয়সে বাকিরা যেভাবে জীবন উপভোগ করে, ও তার কিছুই করেনি। এক সাধারণ তরুণ যতটা চাপে থাকে, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি চাপে প্রতিটি রাত কাটায় গুকেশ।' গোটা প্রতিযোগিতায় একবার হোঁচট খান গুকেশ। সপ্তম রাউন্ডে হারের পর মায়ের সঙ্গে ফোনে মিনিট ১৫ কথা বলেন তিনি। ছেলেকে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন পদ্মকুমারী? পেশায় মাইক্রোবায়োলজিস্টের কথায়, 'ওকে শান্ত থাকতে বলেছিলাম। এটাও বলি যে, আরও সতর্ক হতে হবে।'

> গুকেশ নিজের শৈশব ত্যাগ করেছে। ওর বয়সে বাকিরা যেভাবে জীবন উপভোগ করে, ও তার কিছুই করেনি। এক সাধারণ তরুণ যতটা চাপে থাকে, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি চাপে প্রতিটি রাত কাটায় গুকেশ।
>
> **বিষ্ণু প্রসন্ন,** গুকেশের কোচ

> গুকেশ আমাদের ধারণার থেকেও শক্তিশালী। ওকে অনেক সময় দুর্বল মনে হতে পারে। স্পিড দাবায় ও সেরকম ভালো নয়। এতদিন ধরে তৈরি হওয়া এই ধারণাগুলি এবার ভাঙল। তরুণদের মধ্যে ও সেরকম হাই প্রোফাইলও নয়। কিন্তু প্রতিযোগিতাটি জিতে ও নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিল।
>
> **-ম্যাগনাস কার্লসেন,** প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন

বদলার ম্যাচ গুজরাটের

৮৯-এর পুনরাবৃত্তি চাইছেন ঋষভরা

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : পুরোনো বিতর্ক সরিয়ে নয়া সম্পর্কের বার্তা।

কখনও মহেন্দ্র সিং ধোনি-গৌতম গম্ভীর, কখনও একফ্রেমে বিরাট কোহলি-গৌতম গম্ভীর। কোহলির সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে নিয়েছেন আফগান পেসার নবীন-উল-হকও। সপ্তদশ আইপিএলের যে তালিকায় এবার কি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-ঋদ্ধিমান সাহা যুক্ত হবে? দুইজনকে কি একফ্রেমে দেখা যাবে?

আগামীকাল দিল্লি ক্যাপিটালস-গুজরাট টাইটান্স টক্কর। ঋদ্ধি যখন বাইশ গজে নামবেন উইকেটকিপার-ব্যাটারের দ্বৈত ভূমিকায়, তখন প্রতিপক্ষের ডাগআউটে 'মেন্টর' সৌরভ। মাঝের 'কাঁটাতার' সরিয়ে দুইজনে কাছাকাছি আসলে বঙ্গ ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য মনে রাখার মতো ছবি হবে।

বাইশ গজে যদিও আবেগ নয়, দুই দল রূঢ় বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়ে। ৮ ম্যাচে চারটি জয়। ৮ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে শুভমান গিলের গুজরাট। ঋষভ পন্থের দিল্লি সেখানে সমসংখ্যক ম্যাচে ৬ পয়েন্টে আট নম্বরে। প্লে-অফের দৌড়ে বেশ কিছুটা পিছিয়ে। পরিস্থিতি বদলাতে গুজরাটের বিরুদ্ধে ফের বুলডোজার চালানোর চ্যালেঞ্জ। লক্ষ্য ১৭ এপ্রিলের প্রথম সাক্ষাৎকারের পুনরাবৃত্তি ঘটানো।

ঘরের মাঠ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দিল্লির দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে মাত্র ৮৯ রানে গুটিয়ে যায় গুজরাট। বাংলার মুকেশ কুমার তিন উইকেট নেন। সফল ইশান্ত শর্মা, খলিল আহমেদরাও। বুধবার সেখানে দিল্লির সঙ্গে রয়েছে হোম অ্যাডভান্টেজও। সুবিধা কাজে লাগিয়ে ফের গুজরাট-বধে প্লে-অফের দৌড়ে ঢুকে পড়ার তাগিদ। যে তাগিদে ইন্ধন জোগাচ্ছে হেডকোচ রিকি পন্টিং, মেন্টর সৌরভদের মগজাস্ত্র।

গুজরাটের জন্য বদলা এবং বদলের টক্কর। ৮৯ রানের বিপর্যয় কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচে গিলদের অক্সিজেন জোগাচ্ছে গত রবিবার পাঞ্জাব কিংস-বধ। রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর, মোহিত শর্মা, নুর আহমদ, রশিদ খান-পুরো বোলিং ব্রিগেডই সফল। আগামীকাল অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের কিছুটা মন্থর পিচে রশিদ-নুরদের সামলানো চ্যালেঞ্জ ঋষভদের জন্য।

দিল্লি সেখানে শেষ ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হেরেছে। ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মাদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছেন দিল্লির বোলাররা। ৪ উইকেট নিলেও ৪ ওভারে ৫৫ রান দেন কুলদীপ যাদবও। ব্যাটিং তথৈবচ। জ্যাক ফ্রেসার-ম্যাকগার্ক, ঋষভ পন্থের সঙ্গে বাংলার অভিষেক পোড়েল কিছুটা সামাল দিলেও তা যথেষ্ট ছিল না। চলতি লিগে দলগত ব্যাটিং সাফল্য এখনও অধরা দিল্লি ক্যাপিটালসের। ডেভিড ওয়ার্নার ব্যাডপ্যাচ, চোট-আঘাতে জর্জরিত। পৃথ্বী শ মাঝারিয়ানায় আটকে। আশার আলো বলতে ট্রিস্টান স্টাবস। সঙ্গে নবাগত ম্যাকগার্ক। আগামীকাল ভুল শুধরে নেওয়ার ম্যাচ গুজরাটেরও। নাহলে প্লে-অফের রাস্তায় কাঁটার পরিমাণ বাড়বে। গত দুইবারের ফাইনালিস্ট আশিস নেহেরার প্রশিক্ষণাধীন গুজরাটও চাইবে নিজেদের সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে। হিসেব মেলানো সহজ নয়। তবে লিগের মাঝপর্বে একমাত্র রাজস্থান রয়্যালসই প্লে-অফের দোরগড়ায়। পরের ৫-৬টা দল শেষ পর্বে তীব্র লড়াইয়ের অপেক্ষায়।

অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বুধবার রাতের ম্যাচে ২ পয়েন্ট প্রাপ্তি সেই আশাটা আরও বাড়িয়ে দেবে।

আতশকাচের তলায় ঋষভ পন্থের নেতৃত্বও। অপরদিকে, প্রথমবার দায়িত্ব পেয়ে শুভমানও ক্রমশ নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী প্রজন্মের দুই মুখ ঋষভ-শুভমানের নেতৃত্বের টক্করও কাল অন্যতম আকর্ষণ। কে কাকে টেক্কা দেয়, সেটাই দেখার।

আইপিএলে আজ

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম **গুজরাট টাইটান্স**

স্থান : নয়াদিল্লি
খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

মুখোমুখি (ম্যাচ ৪)
গুজরাট ২ | দিল্লি ২

ক্লাসিকোর রিপ্লে চান বার্সা প্রধান

বার্সেলোনা, ২৩ এপ্রিল : লামিনে ইয়ামালের ফ্লিক রিয়াল মাদ্রিদের গোলে ঢুকেছিল কি না, সেই নিয়ে ফুটবলমহলে জোর বিতর্ক চলছে। এর জন্য লা লিগায় গোললাইন প্রযুক্তি না থাকাকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। রেফারির সিদ্ধান্ত ম্যাচের ফলাফলে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে বলে ধারণা বার্সা শিবিরের। ম্যাচটির যাতে রিপ্লে হয়, সেই উদ্দেশ্যে গোলটি নিয়ে প্রমাণ সংগ্রহ শুরু করবে কাতালুনিয়ার দলটি।

এই প্রসঙ্গে বার্সা সভাপতি জোয়ান লাপোর্তে বলেছেন, 'ম্যাচে একাধিক বিতর্কিত মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে একটি ম্যাচের ফল পালটে দিতে পারত। আমি লামিনের গোলের কথা বলছি। ওটা সত্যিই গোল ছিল কি না, সেটা স্পষ্ট করতে হবে। তাই ঘটনাটির ফুটেজ ও অডিওর জন্য আমরা আবেদন করব। সেগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে আমাদের ন্যায্য গোল বাতিল করার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল কি না। যদি দেখা যায় আমাদের ন্যায্য গোল থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাহলে সমস্ত আইনি পদক্ষেপ করা হবে। ম্যাচটি যাতে পুনরায় খেলা হয়, সেই জন্য আমরা আবেদনও করব।' এখন দেখার বিতর্কের জল কতদূর গড়ায়।

বাগানের জয়, হার ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : রিলায়েন্স ডেভেলপমেন্ট লিগের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জয় পেল মোহনবাগান। তারা প্যাক্স অফ নাগোয়াকে ২-০ গোলে হারাল। দলের হয়ে গোল করেন সেরটো ও উত্তম হাঁসদা। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গল ০-২ গোলে পরাজিত হয়েছে দিল্লি এফসি-র কাছে।

শুক্র সন্ধ্যায় ইডেনে শাহরুখ

কুড়ির বিশ্বকাপে 'না' নারায়ণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : প্রবল গরম। আপাতত কলকাতায় তাপপ্রবাহ শেষের ইঙ্গিত নেই। দেখা নেই বৃষ্টিরও।

আবহাওয়ার কারণেই টানা ম্যাচের ধকল সামলাতে আজ পুরো দিনটা বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। গতকাল আন্দ্রে রাসেল, মিচেল স্টার্করা গলফ খেলেছিলেন। তবে আজ সারাদিনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটারদের হোটেল থেকে বাইরে বার হওয়ার কোনও খবর নেই। বরং নাইট সংসারে এখন যাবতীয় আগ্রহের কেন্দ্রে সুনীল নারায়ণ।

চলতি সপ্তদশ আইপিএলে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন নারায়ণ। ৭ ম্যাচে করেছেন ২৮৬ রান। স্ট্রাইক রেট ১৭৬.৫৪। রয়েছে একটি শতরানও। উপরি হিসেবে রয়েছে মোট ৯টি উইকেট। আইপিএলের মঞ্চে নাইটদের জার্সি গায়ে নারায়ণের বিধ্বংসী ফর্ম দেখার পর ক্রিকেট মহলে তাঁকে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। আলোচনা চলছিল, ফর্মে নারায়ণ কি জুন মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে টি২০ বিশ্বকাপে খেলবেন? দিনকয়েক আগে ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআর-কে হারিয়ে দেওয়ার পর রাজস্থান রয়্যালসের ক্যারিবিয়ান তারকা রোভমান পাওয়েল জানিয়েছিলেন, তিনি নিজে নারায়ণকে অনুরোধ করবেন তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য।

পাওয়েল শেষপর্যন্ত নারায়ণকে কিছু বলেছিলেন কি না, জানা নেই ক্রিকেট সমাজের। তবে নারায়ণ তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন গতকাল গভীর রাতে। কেকেআরের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে রাত দুটো নাগাদ নারায়ণের বিশ্বকাপ ভাবনার দিশা দেওয়া হয়েছে। যেখানে কেকেআরের ওপেনার জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত বদলানোর কথা ভাবছেন না তিনি। বরং যাঁরা এখন ক্যারিবিয়ান জার্সি গায়ে বিশ্বকাপের জন্য সুযোগ পাবেন, মাঠের বাইরে থেকে তাঁদের জন্য গলা ফাটাবেন নারায়ণ। কেকেআরের ওপেনারের কথায়, 'অনেকে আমায় অবসরের সিদ্ধান্ত বদলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে বিশ্বকাপে খেলার জন্য বলেছেন। যেভাবে অনেকে আমায় অনুরোধ করেছেন, তাতে আমি আপ্লুত। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অনড় আমি। কাউকে হতাশ করতে খারাপ লাগে। তবে অবসরের সিদ্ধান্ত বদল করছি না আমি। বরং জুন মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সি গায়ে যাঁরা বিশ্বকাপ খেলতে নামবেন, তাঁদের জন্য পূর্ণ সমর্থন থাকবে আমার।'

আগামী জুন মাসে টি২০ বিশ্বকাপে সুনীল নারায়ণের এই সংহার মূর্তি দেখা যাবে না।

নারায়ণ তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ে ভাবনা স্পষ্ট করে দিয়ে আপাতত ডুবে রয়েছেন চলতি আইপিএলে। শুক্রবার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে পরের ম্যাচ কেকেআরের। আজ বিকেলেই শিখর ধাওয়ানরা কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। পাশাপাশি সন্ধ্যার দিকে নাইটদের জন্য এসেছে একটি সুখবর। ব্যক্তিগত কারণে শেষ ম্যাচে ইডেনের গ্যালারিতে হাজির থেকে দলকে সমর্থন করতে না পারা নাইটদের মালিক শাহরুখ খান আসছেন শুক্রবার। সব ঠিকমতো চললে, শুক্রবারের পাঞ্জাব ম্যাচের পর সোমবারের ইডেনে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচেও ইডেনের গ্যালারিতে থাকার কথা বাজিগরের। এদিকে, আগামী শুক্রবার ও সোমবারের ইডেন ম্যাচের জন্য পূর্ব রেলের তরফে রাতের দিকে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শতরানের পর রুতুরাজ গায়কোয়াড়। যদিও জলে গেল তাঁর এই ইনিংস।

রুতু-রাজ ব্যর্থ করলেন স্টোয়িনিস

চেন্নাই সুপার কিংস-২১০/৪ লখনউ সুপার জায়েন্টস-২১৩/৪

চেন্নাই, ২৩ এপ্রিল : চারদিন আগের মতো একপেশে ম্যাচ নয়। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলির সাক্ষী থাকল চিপক। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ৬০ বলে অপরাজিত ১০৮ রানের জবাবে লখনউ সুপার জায়েন্টসের মার্কাস স্টোয়িনিস উপহার দিলেন আইপিএলে নিজের প্রথম শতরান। মূলত তাঁর ৬৩ বলে অপরাজিত ১২৪ রানের ইনিংসে ভর করে মহেন্দ্র সিং ধোনিদের ডেরা থেকে ৩ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় লখনউ। সেইসঙ্গে চলতি আইপিএলে পঞ্চম জয় তুলে নিয়ে সিএসকে-কে লিগ টেবিলের প্রথম চার থেকে সরিয়ে সেই জায়গায় তারা উঠে এসেছে।

ম্যাচের ভাগ্য বোধহয় লেখা হয়ে গিয়েছিল টসের সময়ই। চেন্নাইয়ের বিখ্যাত শিশিরের কথা মাথায় রেখে টসে জিতে লখনউ অধিনায়ক লোকেশ রাহুল ব্যাট করতে ডেকেছিলেন চেন্নাইকে। দ্বিতীয়ার্ধে লখনউয়ের ব্যাটিংয়ের সময় স্ট্র্যাটেজিক ব্রেকে বারবার সুপার সপার চালিয়েও শিশিরকে বশে আনতে ব্যর্থ মাঠকর্মীরা। তাই শুরুর দিকে বল যেমন মুভ করছিল সেটা আর শেষভাগে করাতে পারেননি মুস্তাফিজুর রহমান (৫১/১), শার্দূল ঠাকুররা (৪২/০)। স্টোয়িনিসের কৃতিত্ব অবশ্য তারপরও কমছে না।

লখনউ রানতাড়ায় নামার পর দীপক চাহার (১১/১) প্রথম ওভারেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কুইন্টন ডি ককে (০)। বেশিক্ষণ টেকেননি অধিনায়ক লোকেশও (১৬)। সেখান থেকেই প্রায় ওভার প্রতি ১২ রানের চ্যালেঞ্জ নিয়ে লখনউকে জয় এনে দিলেন। চতুর্থ উইকেটে নিকোলাস পুরান (১৫ বলে ৩৪) ও শেষলগ্নে দীপক হুডার (৬ বলে অপরাজিত ১৭) আক্রমণাত্মক ব্যাটিং স্টোয়িনিসের কাজ সহজ করে দেয়। তারা ৪ উইকেটে ২১৩ রান তুলে নেয়।

এর আগে ১৪ বছর চেন্নাইয়ের নেতৃত্ব দিয়ে ধোনি যা করতে পারেননি সেটাই করে দেখান রুতু। সিএসকে-র প্রথম অধিনায়ক হিসেবে তিনি আইপিএলে শতরান করলেন। ম্যাট হেনরি প্রথম ওভারেই আজিঙ্কা রাহানেকে (১) তুলে নেওয়ার পর হিসেবকষা আগ্রাসনে রুতুরাজ চেন্নাইকে টেনে নিয়ে যান। তবে তারা যে ২১০/৪ স্কোরে পৌঁছাতে পেরেছিল তার সিংহভাগ কৃতিত্বপ্রাপ্য শিবম দুবের (২৭ বলে ৬৬)। একটা সময় পর্যন্ত ১৮০-১৯০ স্কোরের পথে এগিয়ে চলা দলকে তিনি সুপার এক্সেলেটরে তুলে দেন। ১৬তম ওভারে যশ ঠাকুরের বলে ছক্কার হ্যাটট্রিক করলেন। সবমিলিয়ে এদিন সাতখানা ওভার বাউন্ডারি বেরোল শিবমের ব্যাট থেকে। তাঁর বিগহিট নেওয়ার ক্ষমতা দেখে সুরেশ রায়না প্রাক্তন সতীর্থ তথা বর্তমান জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের কাছে শিবমকে টি২০ বিশ্বকাপের দলে রাখার আবদার জুড়ে দিয়েছেন। ইনিংসের শেষ বল খেলার সুযোগ পেয়ে ধোনি বাউন্ডারি মেরে চিপকের দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন। কিন্তু সবকিছুই জলে গিয়েছে বদলার ম্যাচে লখনউয়ের কাছে চেন্নাইয়ের আরও একটা হারে।

রোহিতের বক্তব্য নিয়ে পিসিবি

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আগে, তারপর টেস্ট সিরিজ

ইসলামাবাদ, ২৩ এপ্রিল : ভারত-পাকিস্তান টেস্ট সিরিজ নিয়ে কয়েকদিন আগেই জোরালো সওয়াল করেছেন রোহিত শর্মা। লাল বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের বোলিংয়ের প্রশংসা করে জানান, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে পারলে খুশি হবেন।

ভারত অধিনায়কের যে ভাবনাকে স্বাগত জানালেও মাপা প্রতিক্রিয়া পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি)। সংস্থার শীর্ষকর্তা মহসিন নাকভির সাফ কথা, তাঁদের অগ্রাধিকারের তালিকায় আপাতত ২০২৫-এর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারতীয় দল আগে আইসিসি-র মেগা টুর্নামেন্টে খেলতে পাকিস্তানে আসুক, তারপর দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, টেস্ট।

পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভি বলেছেন, 'দেখুন, এই ব্যাপারে কোনও বিকল্প প্রস্তাব থাকলে অবশ্যই ভাবনাচিন্তা করা হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে মূল লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আগে সেই টুর্নামেন্ট তো খেলতে আসুক ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত পাক দলের অত্যন্ত ব্যস্ত সূচি। কোনও স্লট নেই। ওরা আগে আসুক। তারপর এরকম প্রস্তাব (দ্বিপাক্ষিক সিরিজ) পেলে বিবেচনা করব আমরা।'

গতবছর পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে দল পাঠায়নি ভারত। শেষপর্যন্ত হাইব্রিড মডেলে (ভারত ফাইনাল সহ সমস্ত ম্যাচ শ্রীলঙ্কাতে খেলে) টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে বরফ গলবে, পাকিস্তানে খেলতে যাবে ভারতীয় দল, নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। রোহিতের ভারত-পাক সিরিজের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি' নিয়ে তাই আগাম চাপ তৈরির কৌশল নাকভির।

সিরি আ সেরা ইন্টার মিলান

মিলান, ২৩ এপ্রিল : ঐতিহাসিক সান সিরো স্টেডিয়ামে ২-১ গোলে এসি মিলানকে হারিয়ে পাঁচ ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরি আ চ্যাম্পিয়ন হল ইন্টার মিলান। ১৮ মিনিটে ইন্টারকে এগিয়ে দেন ফ্রান্সিসকো এসারবি। ৪৯ মিনিটে মার্কাস থুরাম ব্যবধান বাড়ান। ৮০ মিনিটে ফিকায়ো তোমারি এসি-র হয়ে একটি গোল ফেরান। অতিরিক্ত সময়ে ঝামেলায় জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেন ইন্টারের ডেনজিল ডামফ্রিস, এসি-র থিও হার্নান্ডেজ এবং ডেভিডে ক্যালাব্রিয়া। এটি ইন্টারের ২০তম লিগ খেতাব জয়। শেষবার তারা সিরি আ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ২০২১ সালে।

হেরেও হাসে! স্টেইনের নিশানায় হার্দিক

জয়পুর, ২৩ এপ্রিল : আট ম্যাচে পঞ্চম হার।

অধিনায়ক বদল বুমেরাং পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। দলের পরাজয়, ব্যক্তিগত ব্যর্থতা-সাঁড়াশি চাপে রীতিমতো বিধ্বস্ত হার্দিক পান্ডিয়া। ঘরে-বাইরে সমালোচনার তীক্ষ্ণতা কমার বদলে উত্তরোত্তর তা বেড়েই চলেছে।

সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালসের হাতে ৯ উইকেটে হারের পরও কাঠগড়ায় সেই হার্দিকই। ম্যাচ শেষে টিমবাসে হোটেলে ফেরার পথেও জয়পুরের রাস্তাতেও চলল রোহিত শর্মা-বরণ, হার্দিক-বিদ্রুপ। জ্যামে আটকে যায় মুম্বই টিমবাস। রোহিতকে দেখতে পেয়ে পথচলতি জনতার আওয়াজ 'হামারা ক্যাপ্টেন ক্যায়সা হো, রোহিত শর্মা জ্যায়সা হো'।

এখানেই শেষ নয়, ম্যাচের পর হার্দিকের বক্তব্য নিয়ে তীব্র বিদ্রুপ ডেল স্টেইনের কথায়। নাম না করেই কিংবদন্তি প্রোটিয়া স্পিডস্টার বলেছেন, 'ম্যাচ হারছে একটা দল। হেরে হাসছে। ফের একই বোকামো করছে!' লক্ষ্য যে হার্দিক, বলার অপেক্ষা রাখে না। স্টেইনের আরও বক্তব্য, ব্যর্থতার পর্যালোচনায় সৎ থাকা উচিত। অযথা ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর তার কাছে অর্থহীন।

সন্দীপ শর্মার দুরন্ত (১৮/৫) বোলিংয়ের পরও ১৭৯ রান করে মুম্বই। রান পান তিলক ভার্মা (৬৫) ও নেহাল ওয়াধেরা (৪৯)। কিন্তু যশস্বী জয়সওয়ালের সেঞ্চুরিতে যে চ্যালেঞ্জ অনায়াসে পেরিয়ে যায় রাজস্থান। হার্দিক বলেছেন, 'ক্রিকেটাররা প্রত্যেকেই পেশাদার। তাদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রত্যেকেই অবহিত। আমরা যেটা করতে পারি, তা হল ম্যাচের ভুলগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে তা শুধরে ফেলা।'

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কঠিন সময়ে হার্দিক পান্ডিয়ার এই হাসি পছন্দ নয় ডেল স্টেইনের।

সন্দীপের কাছে প্রতিটি ম্যাচই বোনাস

দল ব্যর্থ হলেও টিম কম্বিনেশন পুরোদস্তুর বদলে ফেলার পক্ষপাতী নন হার্দিক। প্লেয়ারদের পাশে দাঁড়িয়ে যুক্তি, পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে। বেসিক ভুলগুলি যথাসম্ভব কমানো প্রয়োজন। ক্রিকেট সোজাসাপটা খেলা। জটিল না করে সহজভাবে খেলার ওপরই ফোকাস রাখা দরকার। হার্দিকের হাসতে হাসতে বলা যে ডিপ্লোম্যাটিক বক্তব্যকেই কার্যত টার্গেট করেন স্টেইন।

ফিট হওয়ার পর প্রথম ম্যাচে নেমেই পাঁচ শিকার। ম্যাচের নায়ক সন্দীপ বলেছেন, 'উইকেট কিছুটা মন্থর ছিল। আমার পরিকল্পনা ছিল কাটারকে ঠিকঠাক কাজে লাগানো। বছর দুয়েক আগে নিলামে অবিক্রীত ছিলাম। পরিবর্ত হিসেবে ফিরে আসা। প্রতিটি ম্যাচই আমার কাছে বোনাস।'

রানে ফেরার স্বস্তি নিয়ে যশস্বী বলেন, 'প্রথম বল থেকে ইনিংসটা উপভোগ করেছি। নিজের সহজাত ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করেছি। সিনিয়ারদের ধন্যবাদ আমাকে গাইড করার জন্য। বিশেষ করে সাঙ্গা স্যর (কুমার সাঙ্গাকারা), সঞ্জু ভাইকে (সঞ্জু স্যামসন)।' সঞ্জু অবশ্য দুরন্ত ইনিংসের কৃতিত্বটা তরুণ সতীর্থকেই দিচ্ছেন। জানান, যশস্বীকে নিয়ে বিশ্বাস ছিল। একটা ভালো ইনিংস পেয়ে গেলে সবকিছু বদলে যাবে।

ম্যাচ শেষে রোহিত শর্মার সঙ্গে আড্ডায় যশস্বী জয়সওয়াল।

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ **শুভময় ও রাইমা :** শুভ ১ম বিবাহবার্ষিকী। বাবা - স্বপন পাল ও মা - আদুরি পাল এর তরফ থেকে আশীর্বাদ রইল। বোন - **সঙ্গীতা, সোনাপুর, আলিপুরদুয়ার।**

জেতালেন পূজারা

লন্ডন, ২৩ এপ্রিল : কাউন্টি ক্রিকেটে সাসেক্স ৪ উইকেটে হারাল গ্লস্টারশায়ারকে। প্রথম ইনিংসে গ্লস্টারশায়ারের ৪১৭ রানের জবাবে সাসেক্স করে ৪৭৯ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে গ্লস্টার ২০৫ রান করে। ১৪৪ রান তাড়ায় নেমে ৬ উইকেট পড়লেও চেতেশ্বর পূজারার অপরাজিত ৪৪ রানে জয় পায় সাসেক্স।

ফাইনালের রাস্তা কঠিন বাগানের

ওডিশা এফসি-২ (দেলগাডো, কৃষ্ণা)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১
(মনবীর)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ভুবনেশ্বর, ২৩ এপ্রিল : লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন দলকে গার্ড অফ অনার!

নিশ্চিতভাবেই মাঠের বাইরে ওডিশা এফসি-র তরফে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে দেখানো সৌজন্যের ছিটেফোঁটাও তাঁরা দেখাননি খেলায়। মাঠের মধ্যে জনি কাউকো-আনোয়ার আলিদের কোনওরকম রেয়াত না করে প্রথম সেমিফাইনালে জয় সের্জিও লোবেরা ব্রিগেডের। লিগ শিল্ড জয়ের ম্যাচে ২০০ শতাংশ দিয়ে নিজেদের নিংড়ে নেওয়ার পর সত্যিই কঠিন এই রকম একটা ম্যাচ খেলা। তবু এদিন শুরুটা ছিল মোহনবাগানের। মাত্র ৩ মিনিটে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের তোলা প্রথম কর্নারে মনবীর সিংয়ের দুর্দান্ত হেডে নড়ার সুযোগ পাননি অমরিন্দার সিং। কিন্তু গোলটা পেতেই যেন ম্যাচ থেকে হারিয়ে গেল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। এরপর মাঠজুড়ে শুধুই ওডিশা এফসি-র নীল জার্সি। মোহনবাগানের করা গোল শোধ হল ১১ মিনিটে। যার শুরু বক্সের বাইরে থেকে পাওয়া একটা ফ্রি কিকে। আহমেদ জাহৌর তোলা টানা পাঁচটা কর্নারের শেষেরটা জটলার মধ্যে ক্লিয়ারেন্স পেয়ে কার্লোস দেলগাডোর গোল।

আরও আগেই গোল পেতে পারত ওডিশা। রয় কৃষ্ণার শট বিশাল কেইথ ক্লিয়ার না করলে। তবে প্রাক্তন কোচকে গুরুদক্ষিণা দিতে দেরি করেননি ফিজিয়ান তারকা। ৩৯ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে তোলা একটা বল কৃষ্ণা নিজেই মাথায় করে নামানোর সময়ে ক্লিয়ার করতে গিয়ে ফের তাঁর পায়ে দিয়ে ফেলেন হেক্টর ইউসতে। এগিয়ে আসা কেইথের পায়ের ফাঁক দিয়ে গোল করতে ভুল হয়নি গোলমেশিনের। দেখা গেল, গোলটা করে কোনও উৎসব পালনের পরিবর্তে হাত জোড় করে নমস্কার করা ছাড়াও কৃষ্ণা নিজের আবেগ সামলালেন দুই হাতে মুখ ঢেকে। ৮৩ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর শট গোলে ঢোকার মুখে নরিন্দার গেহলট ক্লিয়ার করতে গেলে অনিরুদ্ধ থাপার হাঁটুতে ধাক্কা খেয়ে গোলে না ঢুকে ক্রসপিসে লেগে ফেরাটা দুর্ভাগ্যজনক। আরও কিছু সুযোগ ছিল দুই পক্ষেরই।

এদিন অনিরুদ্ধকে শুরু থেকে অ্যাটাকিং মিডফিল্ড পজিশনে খেলানো যদি সঠিক সিদ্ধান্ত হয় তাহলে প্রচুর ভুলও করলেন হাবাস। বিরতির আগেই হলুদ কার্ড দেখা আর্মান্দো সাদিকুর মাথা গরম জেনেও তাঁকে তুলে না নেওয়ার ফলে তিনি ৬৭ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ এবং লাল কার্ড দেখায় ১০ জন হয়ে যায় মোহনবাগান। তবে এরপর ওডিশাও ৭৪ মিনিটে ১০ জন হয়ে যায় গোলদাতা দেলগাডোর লাল কার্ডে। লিস্টনের শট তিনি হাত দিয়ে থামানোয় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড হয়। হাবাস আগেই সাদিকু এবং সারা ম্যাচে বিশ্রী খেলা জনি কাউকোকে বসিয়ে জেসন কামিন্স এবং আশিস রাইকে নামালে হয়তো ম্যাচের ভাগ্য অন্য রকম হত। নিজেদের ঘরের মাঠে কোনও ম্যাচ না হেরে শেষ করল ওডিশা। এদিনের হারে ফাইনালের রাস্তা নিজেদের মাঠেও বড় কঠিন হয়ে গেল মোহনবাগানের।

মোহনবাগান : বিশাল, আনোয়ার, ইউসতে, শুভাশিস, মনবীর, থাপা, অভিষেক (টাংরি), লিস্টন (কিয়ান), কাউকো (কামিন্স), দিমিত্রি ও সাদিকু।

প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে ৩৯ মিনিটে গোল করে রয় কৃষ্ণার উচ্ছ্বাস। ভুবনেশ্বরে মঙ্গলবার।

ফুটবলারদের মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত ছিল, মানছেন হাবাস

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ভুবনেশ্বর, ২৩ এপ্রিল : ব্যক্তিগত স্তরে কিছু ভুলভ্রান্তি হওয়া ছাড়া অবচেতন মনে আত্মতুষ্টিও কাজ করতে পারে। ম্যাচে হারের পর এমনটাই মনে করছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। এদিনের গোলের পর সবুজ-মেরুন সমর্থকদের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে দেখা গেল রয় কৃষ্ণাকে। ম্যাচের পরও উচ্ছ্বাস নয় বরং বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে লজেন্স দিদি ছাড়াও মোহনবাগানের কিট বয়দের জড়িয়ে ধরতে দেখা গেল তাঁকে। তাঁর প্রাক্তন 'স্যর' অবশ্য যথেষ্ট কঠোর কৃষ্ণা প্রসঙ্গে, 'ওর সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। রয় এখন আমাদের প্রতিপক্ষ ফুটবলার।' নিজের দলের ফুটবলারদের আচরণেও যে হাবাস খুশি নন সেটাও বুঝিয়ে দেন তাঁর বক্তব্যে, 'আমার ফুটবলারদের আরও বেশি মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত ছিল। আর রেফারিং সম্পর্কে আর কী বলবো! আর্মান্দো সাদিকুর দ্বিতীয়টা মোটেই হলুদ কার্ড নয়। আর হলে দুইজনকেই দেখানো উচিত ছিল। আর এত পরিবর্তন, এত সময় নষ্টের পর মাত্র ৬ মিনিট সংযুক্তি সময়!'

> আমার ফুটবলারদের আরও বেশি মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত ছিল। আর রেফারিং সম্পর্কে আর কী বলবো! আর্মান্দো সাদিকুর দ্বিতীয়টা মোটেই হলুদ কার্ড নয়। আর হলে দুইজনকেই দেখানো উচিত ছিল। আর এত পরিবর্তন, এত সময় নষ্টের পর মাত্র ৬ মিনিট সংযুক্তি সময়!
>
> **আন্তোনিও লোপেজ হাবাস**
> মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ

তিনি মেনে নেন, তাঁর ফুটবলারদের কিছু ভুল হয়েছে, 'ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু ভুল হয়েছে। এছাড়া অবচেতন মনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাওয়াটা কাজ করতে পারে।' তবু তিনি আত্মবিশ্বাসী। ঘরের মাঠে তাঁর দলের ম্যাচ জেতার ক্ষমতা আছে বলে জানান।

লাল কার্ড সাদিকু, দেলগাডোকে

ফাইনালের দৌড়ে কলকাতা-মুম্বই-গোয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভুবনেশ্বর, ২৩ এপ্রিল : কলকাতা, মুম্বই বা গোয়ায় হতে চলেছে আইএসএলের ফাইনাল। এদিনই এফএসডিএলের তরফ থেকে ফাইনালের মাঠ নিশ্চিত করা হয়। জানানো হয়েছে, গ্রুপ লিগে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া যে দল ফাইনাল খেলবে তাদের মাঠেই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ চার সেমিফাইনালিস্টের মধ্যে ওডিশা চার নম্বরে থাকায় ভুবনেশ্বরে হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকল না সের্জিও লোবেরার দল ফাইনালে উঠলেও মুম্বই-গোয়া সেমিফাইনাল ম্যাচের বিজয়ীর মধ্যে সেক্ষেত্রে যে দল উঠবে তাদের মাঠেই অর্থাৎ হয় আন্ধেরি ফুটবল এরিনা বা ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে খেলতে হবে ওডিশাকে। আর মোহনবাগান ফাইনালে উঠলে অন্য কোথাও নয়, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই হবে ফাইনাল। কারণ গ্রুপ লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সদ্যই লিগ-শিল্ড পেয়েছে মোহনবাগান।

লরিয়াস পুরস্কার নোভাকের

মাদ্রিদ, ২৩ এপ্রিল : সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচের মুকুটে নতুন পালক। সোমবার মাদ্রিদে লরিয়াস স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি বর্ষসেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদের পুরস্কার জিতেছেন। এই নিয়ে পঞ্চমবার এই খেতাব জিতলেন জকোভিচ। গত বছরটা স্বপ্নের মতো কেটেছে এই তাঁর। তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন তিনি। সেইসঙ্গে ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের নজির স্পর্শ করেন তিনি। বর্ষসেরা মহিলা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার পেয়েছেন স্প্যানিশ ফুটবলার আইতানা বোনামাতি। ব্রেক থ্রু প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ারের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের মিডফিল্ডার জুডে বেলিংহাম। এছাড়া টিম অফ দ্য ইয়ারের পুরস্কার গিয়েছে স্পেনের মহিলা ফুটবল দলের দখলে। কামব্যাক অফ দ্য ইয়ারের পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিনি জিমন্যাস্ট তারকা সিমোনে বাইলস।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

দীপ্তি ঘোষ
জন্ম : ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২
মৃত্যু : ১১ এপ্রিল, ২০২৪

গীতম নাসারি স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। শিলিগুড়ি জাতীয় মহিলা সমিতির অন্যতম সদস্য। স্বামী প্রয়াত **শ্রী হরেন ঘোষ।** আজ (২৪-০৪-২০২৪) স্মরণসভা শিলিগুড়ির গীতম নাসারি স্কুলে বিকেল ৫টায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা গোপাল চন্দ্র দত্ত - কে 06.02.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81D 40959 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই রকমের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করার জন্য, যেখানে আমরা স্বল্প পরিমাণ টাকা খরচ করে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারি। এই পদ্ধতিটি খুবই স্বচ্ছ এবং কোটিপতি হওয়ার জন্য কোনও দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। আমাদের যা করতে হবে তা হল কিছু টিকিট কিনতে হবে এবং ফলাফলের অপেক্ষা করতে হবে। ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়। ডিয়ার লটারি আমার কাছে উজ্জ্বল একটি নাম হয়ে থাকবে।"

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in